উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৪,৪৭৮.৬৭ (+১২.১৬)
নিফটি : ২৫,৮৭৯.১৫ (+৩.৩৫)

**আজ ভোটের ফল বিহারে**
আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা। তারপরই জানা যাবে নীতীশ কুমার নাকি তেজস্বী যাদব, কে বসতে চলেছেন মগধভূমের মসনদে। সমীক্ষা মিলবে কি না সেটা অবশ্য ইভিএম খুললে টের পাওয়া যাবে। ▸▸ ৭

**আতশকাচে আল ফালাহ**
লালকেল্লার কাছে হামলার ঘটনায় আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে রহস্যের জাল ক্রমশ ছড়াচ্ছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, সমগ্র হামলার পরিকল্পনা হয়েছিল ক্যাম্পাসেই। ▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|---|
| শিলিগুড়ি | ২৯° | ১৭° |
| জলপাইগুড়ি | ২৯° | ১৭° |
| কোচবিহার | ২৯° | ১৮° |
| আলিপুরদুয়ার | ২৯° | ১৬° |

**সাবধানে থাকুন, হুমকি ফোন শুভেন্দুকে** ▸▸ ৫

২৭ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 14 November 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 175

# জঙ্গির জাল

সন্ত্রাসমুক্ত ভারত যেন এখনও অলীক স্বপ্ন। দেশজুড়ে এখনও সক্রিয় জঙ্গিরা। যার আঁচ মিলেছে দিল্লি বিস্ফোরণে। আর সেই জঙ্গি-চক্রে মিলছে বঙ্গ-যোগও।

জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি। কাশ্মীরের পুলওয়ামায়। বৃহস্পতিবার।

## দিনহাটায় এনআইএ

**নিউজ ব্যুরো**

**১৩ নভেম্বর :** লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পর দেশজুড়ে জঙ্গি কার্যকলাপ রুখতে সতর্ক হয়েছে কেন্দ্র। দিল্লির ঘটনায় জইশ-যোগ রয়েছে বলে কার্যত নিশ্চিত গোয়েন্দারা। চিকিৎসকের আড়ালে যেভাবে হোয়াইট কলার টেরর মডিউল সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তা চিন্তা বাড়িয়েছে সরকারের। এমন আবহে বঙ্গেও জঙ্গি-যোগ নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। দিল্লির ঘটনায় যোগ সন্দেহে একটি ফোন নম্বরের সূত্র ধরে বুধবার মুর্শিদাবাদে হানা দিয়েছিল এনআইএ। বৃহস্পতিবার আবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন পাথরঘাটায় এক তরুণের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় মুম্বই অ্যান্টি টেরর স্কোয়াড (এটিএস)-এর একটি দল। সূত্রের খবর, সন্দেহভাজন ওই তরুণ ফরিদাবাদে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক জোগানে ক্যারিয়ারের কাজ করেছিল। যদিও শেষপর্যন্ত কাউকে পাওয়া যায়নি বলেই খবর।

এদিকে, দিল্লির ঘটনা নিয়ে যখন চর্চা চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই বঙ্গে আল-কায়দা যোগ নিয়ে তদন্তে নেমেছে এনআইএ। ২০২৩ সালের গুজরাটের একটি ঘটনায় পাঁচ রাজ্যে একযোগে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গেই ১৭টি জায়গায় অভিযান চলেছে। ইতিমধ্যে আল-কায়দা যোগ নিশ্চিত হয়েছে। জঙ্গি সংগঠনটিকে অর্থ পাইয়ে দেওয়ার চক্রে নাম জড়িয়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরও।

জঙ্গি-যোগের সন্দেহে আরিফ হোসেনের খোঁজে ওইদিনই দিনহাটা-২ ব্লকের সীমান্ত গ্রামে হানা দিয়েছিল এনআইএ। তিন সদস্যের বিশেষ দলটি স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চার ঘণ্টা ধরে আরিফের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। যদিও বিপদ আঁচ করতে পেরে আগেই পালিয়ে যায় আরিফ। তাকে ধরতে পারেননি গোয়েন্দারা। কিন্তু তদন্তকারী দল আরিফের ব্যবহৃত একটি ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। আরিফের বাড়িতে দেওয়া এনআইএ'র সিজার লিস্ট অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে জঙ্গি-যোগ,

এরপর দশের পাতায়

### সন্ত্রাসে অর্থ জোগান

- আহমেদাবাদের ঘটনায় উত্তরবঙ্গ-যোগ
- জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে হানা দিনহাটায়
- বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর খোঁজে এনআইএ'র তল্লাশি
- বাংলা সহ পাঁচ রাজ্যে অভিযান
- উত্তরবঙ্গজুড়েই ১৭ জায়গায় তল্লাশি এনআইএ-র
- দিল্লির ঘটনায় এক সন্দেহভাজনের খোঁজে শিলিগুড়িতেও মুম্বই এটিএস
- ওই সন্দেহভাজন বিস্ফোরক সরবরাহে ক্যারিয়ারের কাজ করছিল বলে দাবি

## তুরস্ক-যোগ, তদন্তে সাংকেতিক চিহ্ন

**নবনীতা মণ্ডল**

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : গাড়ি, গাড়ি আর গাড়ি। এখন আর দুটি নয়, নয়াদিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় ৩২টি গাড়ির তত্ত্ব সামনে আসছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, জঙ্গিদের পরিকল্পনায় ছিল একসঙ্গে ৩২টি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো। কিছু নোটবুক ও ডায়েরিতে সেই পরিকল্পনা সংকেতে লেখা ছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তল্লাশির সময় বৃহস্পতিবার ওই নোটবুক ও ডায়েরি উদ্ধার হয়েছে।

দুটি ডায়েরির পাতাজুড়ে রয়েছে অসংখ্য সাংকেতিক শব্দ ও চিহ্ন, যা প্রথম নজরে এলোমেলো লাগলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এগুলি আসলে 'এনক্রিপ্টেড মেসেজ'। ডায়েরির প্রতিটি পাতায় আলাদা আলাদা চিহ্ন ও শব্দগুচ্ছের পাশে সময় ও তারিখ লেখা দেখে অনুমান করা হচ্ছে, ওগুলো হামলার পরিকল্পনা বা যোগাযোগের কোনও প্যাটার্ন সংরক্ষণের কৌশল হতে পারে।

৩২টি গাড়িতে হামলার তত্ত্ব জোরালো হয়েছে পুরোনো গাড়ি সংগ্রহ করে গোপনে বিস্ফোরক বসানোর কাজ চলার খবরে। বিভিন্ন শহরে দুজন সেই কাজ করছিল। উমর সেই কাজের তত্ত্বাবধানে ছিল বলে তদন্তে উঠে আসছে। ইতিমধ্যে বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত গাড়ির ভিতর পাওয়া পুড়ে যাওয়া একটি পায়ের ডিএনএ পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, সেটি উমরেরই।

অন্যদিকে, বিস্ফোরণে জড়িত হোয়াইট কলার টেরর নেটওয়ার্কের

এরপর দশের পাতায়

শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ কী হবে তা সময়ই বলবে। কিন্তু আওয়ামী লিগের ডাকা লকডাউনে বৃহস্পতিবার থমথমে রইল ঢাকা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের সামনেও দিনভর মোতায়েন রইল সেনা। ▸▸ খবর সাতের পাতায়

## উত্তরে আমলার 'সোনার কেল্লা'

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর :** শুধুই কাঞ্চনজঙ্ঘা আর চা বাগানের উপাখ্যান নয়। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে, চোরাকারবারিদের হাত ধরে উত্তরবঙ্গ এখন আন্তর্জাতিক সোনা চোরাচালানের গোল্ডেন ফানেলে পরিণত হয়েছে। আর অত্যাধুনিক লজিস্টিক ম্যানেজমেন্টের পাঠশালা গড়ে সেই কারবারকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে প্রভাবশালী আমলার সোনা সিন্ডিকেট। তাই শিলিগুড়ি করিডর এখন চোরাই সোনার ফ্লাইওভার।

তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আপাতত কালো কারবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেই গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। সূত্রের খবর, ভয়ে সিন্ডিকেটের একাধিক চর গা-ঢাকা দিয়েছে। মেঘালয় হয়ে কয়েকজন বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এসবের মধ্যেই উত্তরের সোনা সিন্ডিকেটের সঙ্গে বাংলাদেশের গোল্ডেন শফি সিন্ডিকেটের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন গোয়েন্দারা। বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রের খবর, গোল্ডেন শফি সিন্ডিকেটের কিংপিন শফিকুল ইসলাম শফিক। আন্তর্জাতিক সোনা চোরাচালানের বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করেন তিনি। সেই নেটওয়ার্কই গোল্ডেন শফি সিন্ডিকেট নামে পরিচিত।

গোয়েন্দাদের কথায়, গোল্ডেন শফি সিন্ডিকেটের চোরাচালানের পদ্ধতি এতই উদ্ভাবনী, যে তা দেখে গোয়েন্দাদেরও চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। শরীরের বিভিন্ন অংশে সোনা লুকিয়ে বহনের জন্য শফি সিন্ডিকেট বিখ্যাত। অদ্ভুত পদ্ধতিতে জুতো সেলাই করে তার তলায় সোনার বিস্কুট লুকিয়ে রেখে গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিতেও সিদ্ধহস্ত ওই সিন্ডিকেটের কারবারিরা। শফি সিন্ডিকেটের স্টাইলেই উত্তরের সোনা সিন্ডিকেট পাচারের কাজ করছে বলেই জানিয়েছেন গোয়েন্দারা।

এরপর দশের পাতায়

### শফি সিন্ডিকেটের কায়দা

- শরীরের বিভিন্ন অংশে সোনা লুকিয়ে বহনের জন্য শফি সিন্ডিকেট বিখ্যাত
- এই সিন্ডিকেটটি গোল্ডেন শফি সিন্ডিকেট নামে পরিচিত
- বাংলাদেশের এই সিন্ডিকেটের কিংপিন শফিকুল ইসলাম শফিক
- ওই কায়দাতেই উত্তরের সোনা সিন্ডিকেট পাচারের কাজ করছে
- আমলার তৈরি উত্তরের সোনার কেল্লা নিয়ে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট গিয়েছে দিল্লিতে

## প্রশান্তর উপর সর্বক্ষণের নজরদারি

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও কৌশিক বর্মন**

**শিলিগুড়ি ও পুণ্ডিবাড়ি, ১৩ নভেম্বর :** স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে ধৃত কোচবিহার-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সজল সরকারকে হেপাজতে নিল বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁকে বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ পনেরো দিনের জন্য সজলকে হেপাজতে চেয়েছিল। যদিও বিচারক দশদিনের হেপাজত মঞ্জুর করেন। সজল গ্রেপ্তার হতেই বেশ চাপে পড়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। তাঁর সঙ্গে তৃণমূল ব্লক সভাপতির ঘনিষ্ঠতার বেশ কিছু প্রামাণ্য নথিও তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। সজলকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের উপর নজরদারি বাড়িয়েছেন তদন্তকারীরা। বিডিও অফিসে এবং প্রশান্তর শিবমন্দিরের দুটি বাড়িতে প্রায় সর্বক্ষণের জন্য নজর রাখা হচ্ছে। কারা বিডিও'র সঙ্গে দেখা করছেন, বিডিও কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন সব খোঁজ নিচ্ছেন তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে, সজল গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই খোঁজ মিলছে না তাঁর ভাইদের।

এরপর দশের পাতায়

শুনসান সজলের বাড়ি। পুণ্ডিবাড়িতে। বৃহস্পতিবার।

## এবার পালা সুমনের, হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

**অভিজিৎ ঘোষ**

আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, একটি কালো রংয়ের সোফায় বসে টিভিতে খবর দেখছেন শুভেন্দু। খবরে তখন দেখাচ্ছে দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ হওয়ার কথা। খবর দেখতে দেখতেই দু'হাতের চাপড় মেরে শুভেন্দু বলে উঠলেন, 'অব সুমন কাঞ্জিলাল কি বারি!'

আর তারপর থেকেই চর্চা শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ারে। তাহলে কি এবার সুমনের বিধায়ক পদ নিয়ে মামলা করতে চলেছেন শুভেন্দু?

শুভেন্দুই কিন্তু মুকুলের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে মামলা করেছিলেন। প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়। কিন্তু শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টে করতে হবে। সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির বেঞ্চ বিধায়ক পদ খারিজ করে দিয়েছে। এদিন পরে শুভেন্দু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর টার্গেটে সুমনও রয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা ইমিডিয়েট আদালতে যাচ্ছি। সুমন কাঞ্জিলাল, তাপসী মণ্ডল, এবং তন্ময় ঘোষের ব্যাপারে। মুকুলের মতো অন্যদের ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না। আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে, তিনজন তৃণমূলের মিটিংয়ে যাচ্ছেন। বক্তৃতা করছেন। তৃণমূলের পদাধিকারী হয়েছেন। তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন। এরকম ভূরিভূরি অডিও, ভিডিও আছে। আদালতে প্রমাণ করে দেব।' শুভেন্দু যাঁদের নাম নিয়েছেন তাঁরা সবাই বিজেপির টিকিটে জিতে তৃণমূলে যাওয়া বিধায়ক।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

## মোদি আর মমতা ভুল পরামর্শেই প্রশ্নের মুখে

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

আপনার চারপাশে যদি শুধুই নির্বোধ, তৈলবাজ, সমীকরণবাজ, ধান্দাবাজ পরামর্শদাতারা ঘুরে বেড়ায়, তাহলে আপনি একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য। কেউ আপনাকে বলবে না, আপনি ভুল করছেন। সবাই ভুল হচ্ছে জেনেও বরং ধন্য ধন্য করবে।

রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের বেশ কিছু সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত দেখে এ রকমই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারপাশে দু-তিনজন এমন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যাঁরা তাঁদের ভুলগুলো আর দেখাচ্ছেন না। বরং চেষ্টা করছেন মোদি বা মমতার আসল শুভানুধ্যায়ীরা যেন ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে। সারাক্ষণই ওই একই অঙ্কে তাঁরা কার্যত 'বন্দি' করে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে। যাতে ওই পরামর্শদাতাদের নিজেদের আসন ঠিক থাকে!

দেশ দিয়ে শুরু করি প্রথমে।

পহলগামের পর যদি অপারেশন সিঁদুর হয়, তাহলে লালকেল্লার পর কী হতে পারে?

পাড়ার আড্ডায় এই প্রশ্নটা শুনে ভোটনদা বলল, অপারেশন শাঁখা।

উত্তরটা শুনে প্রথমে রাগ হল। এমন সিরিয়াস ঘটনা, সেখানে এমন ছ্যাবলামি? পরে মনে হল,

এরপর দশের পাতায়

## কেউ নেই তাই স্কুল ছুটি

নিউল্যান্ডস এফভি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজায় তালা। বৃহস্পতিবার।

আঁধারে পাঠশালা

**নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়**

**কুমারগ্রাম, ১৩ নভেম্বর :** বৃহস্পতিবার দুপুরে নীল-সাদা ভবনটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখা গেল আশপাশ শুনসান। কোনও পড়ুয়া বা শিক্ষক বা মিড-ডে মিলের রাঁধুনি- কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এটাই নিউল্যান্ডস এফভি প্রাথমিক বিদ্যালয় তো? পথচলতি একজনকে ধরে নিশ্চিত হওয়া গেল, হ্যাঁ এটাই সেই স্কুল। এদিন তো কোনও ছুটি নেই। তাও স্কুলের দরজায় তালা ঝুলছে। কেন?

এই 'কেন'-র কোনও সদুত্তর পাওয়া মুশকিল। তার থেকে পরিসংখ্যান দেওয়া সোজা। কুমারগ্রাম ব্লকের এই স্কুলে পড়ুয়া সাকুল্যে ২ জন। শিক্ষকও ২ জন। সুবীর নন্দী টিচার ইনচার্জ। আর সহ শিক্ষক সফিকুল ইসলাম। স্থানীয়রা বলছেন, বছরের অধিকাংশ দিনই তালাবন্ধ থাকছে নিউল্যান্ডস বনবস্তির এই প্রাথমিক স্কুল।

স্কুলের টিচার ইনচার্জ সুবীর নন্দী বললেন, 'বনবস্তির অধিকাংশ পরিবারই হিন্দি ও নেপালিভাষী। ভাষাগত সমস্যার কারণে স্কুলে পড়ুয়ারা আসে না। বৃহস্পতিবার আমি গিয়েছিলাম। স্কুলে কিছুক্ষণ থাকার পর তালা মেরে পড়ুয়ার খোঁজে অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করতে গ্রামে ঢুকেছিলাম।'

এই স্কুল সম্পর্কে কি খবর রাখেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন? বললেন, 'সেখানে পঠনপাঠন সংক্রান্ত কী সমস্যা হচ্ছে সেটা বনবস্তির বাসিন্দারা জানালে খতিয়ে দেখব। বৃহস্পতিবার স্কুল বন্ধ থাকার বিষয়টি নিয়ে কুমারগ্রাম পূর্ব মণ্ডলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অবশ্যই খোঁজখবর নেবেন।' আর সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রীতিলতা রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। এমনকি মেসেজ করা হলেও জবাব দেননি।

দুর্গম নিউল্যান্ডস বনবস্তিতে ৪৫টি পরিবারের বসবাস। যানবাহন চলাচল

এরপর দশের পাতায়

## জমিতে ফিরছে লুপ্তপ্রায় ৬১৮টি ধান

প্রকৃতির নিয়মে কতকিছুই তো হারিয়ে যায়। আমরা খেয়াল রাখি ক'জন! পেশায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক চিন্ময় দাস অবশ্য রেখেছেন। ধানের। একটি নয়, ৬১৮ প্রজাতির। সেগুলিকে ফিরিয়েও এনেছেন চাষের জমিতে।

**বিবেকানন্দ সরকার**

**রায়গঞ্জ, ১৩ নভেম্বর :** পেশা তাঁর শিক্ষকতা, কিন্তু নেশায় ধান সংরক্ষণ। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে হেতুমারি, বহুরূপী, পারিজাত, রাধাতিলক, কেরালা সুন্দরী সহ অজস্র প্রজাতির ধান। বাংলার বাইরে তাঁর সংরক্ষণে রয়েছে অসম, মণিপুর, অরুণাচলপ্রদেশ, কেরল, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া ধান। পেশায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক চিন্ময় দাস শুধু হারিয়ে যাওয়া ধানগুলিকে নিজের সংরক্ষণে রাখেননি। নতুন করে ওই ধানের চাষ শুরু করার লক্ষ্যে তিনি জমিতে ফিরিয়ে দিয়েছেন ৬১৮টি দেশি ধানের বীজ। উত্তর ও দক্ষিণ, দুই দিনাজপুর মিলিয়ে এখন প্রায় দেড়শো কৃষক হারিয়ে যাওয়া ধান চাষ করছেন শিক্ষকের উদ্যোগে।

কবিরাজ শাল এক ধরনের দেশি ধান, যা এখন প্রায় লুপ্তপ্রায়। এই ধান আয়রন ও জিঙ্কের মতো খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ হওয়ায় রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত। হেতুমারি রেড রাইস সমৃদ্ধ ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে। কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত ধানের মধ্যে রয়েছে কালো চাল, লাল চাল। প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ফাইবার, ভিটামিন বি ফাইভ থাকার কারণে চালগুলি ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য আদর্শ।

ধানের খেতে কৃষকের সঙ্গে পরিচর্যা ও পরামর্শ।

কারণ, এই চাল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। আলসারের সমস্যা থাকলেও ব্ল্যাক রাইস, ব্রাউন রাইসের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পুষ্টি ও নানান গুণ সমৃদ্ধ ধান হারিয়ে যেতে বসাতেই তা সংরক্ষণে জোর দেন শিক্ষক চিন্ময়। ২০১১ থেকে শুরু করেন লড়াই। প্রথম চার বছরে লুপ্তপ্রায় প্রায় ১৫০ জাতের ধান সংরক্ষণ করেন তিনি। এখন তাঁর সংগ্রহে ৬১৮টি প্রজাতির ধান। গড়ে উঠেছে ফিয়াম সিড ডাইভারসিটি কনজারভেশন সেন্টার।

চিন্ময় বলছেন, 'আসলে আবেগকে বাস্তবে রূপায়ণ করার উদ্যোগ। ২০১১ সাল থেকে কাজ করছি। কাশ্মীর থেকে অরুণাচলপ্রদেশ, বাংলার বিভিন্ন ধান সংরক্ষিত রয়েছে ফিয়াম সিড ডাইভারসিটি কনজারভেশন সেন্টারে। বাজারে প্রাপ্ত পালিশ করা সাদা চালগুলি আসলে কার্বোহাইড্রেটের দলা,

এরপর দশের পাতায়

# বীরাঙ্গনা জলপাইগুড়ির দুই কন্যা

**অনসূয়া চৌধুরী ও অভিরূপ দে**

**জলপাইগুড়ি, ১৩ নভেম্বর :** এবছর বীরাঙ্গনা অ্যাওয়ার্ড পেতে চলেছে জলপাইগুড়ির দুই কন্যা। তাদের নাম মল্লিকা পাল ও পৌলোমী কীর্তনিয়া। ময়নাগুড়ি ব্লকের তিস্তা সেতু সংলগ্ন মরিচবাড়ি এলাকায় তাদের বাড়ি। আন্তর্জাতিক চাইল্ড রাইটস ডে-তে মালদার দুর্গাকিঙ্কর সদনে তাদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের কাছে এই খবর পৌঁছে গিয়েছে।

কিন্তু অনেকের প্রশ্ন কে এই মল্লিকা ও পৌলোমী? এমন কী করেছে তারা যে তাদের ওই পুরস্কার দেওয়া হবে?

চলতি বছরের জুন মাসের ঘটনা। ওই সময় তিস্তা নদী ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। নদীর পাশে বসে গল্প করছিল দুই বান্ধবী মল্লিকা ও পৌলোমী। হঠাৎ তাদের কানে জলের মধ্যে কিছু ফেলার শব্দ আসে। ঘাড় ঘুরিয়ে তারা দেখতে পায় এক মহিলা নদীতে কিছু একটা ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। এরপরই কানে ভেসে আসে একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ। সাতপাঁচ না ভেবে দুজনেই ওই ভরা তিস্তায় ঝাঁপ দেয়।

দেড় বছরের এক পুত্রসন্তানকে তুলে আনতে সক্ষম হয় দুই বান্ধবী। এমন ঘটনার পর থেকে অনেকেই তাদের দুজনকে বীরাঙ্গনা বলে ডাকতে শুরু করেছিলেন।

মল্লিকা পাল ও পৌলোমী কীর্তনিয়া।

এবিষয়ে জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার সুদীপ ভদ্র বলেন, 'আন্তর্জাতিক চাইল্ড রাইটস দিবসে রাজ্য সরকারের কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস-এর তরফে বীরাঙ্গনা পুরস্কার পেতে চলেছে জেলার মেয়েরা। এটা অত্যন্ত গর্বের। আমাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছাতেই তাদের পরিবারকে খবরটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

প্রতিবছর সাহসিকতার জন্য ছেলেমেয়েদের বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনা পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এবছরও এমন ৩৪ জনের নাম রয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছে পৌলোমী ও মল্লিকার নাম।

মল্লিকার কথায়, 'এই কাজ করলে পুরস্কার পাব সেটা জানতাম না। তবে মানবিকতার দিক থেকে বাচ্চাটিকে বাঁচিয়ে এখন পুরস্কার পাচ্ছি। এতে খুব ভালো লাগছে।' অপরদিকে, পৌলোমীর মন্তব্য, 'পুরস্কার পেতে কার না ভালো লাগে। তবে এমন অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে শিশুটিকে প্রাণে বাঁচাতে পেরেছি সেটাই বড় প্রাপ্তি।'

# প্রিয়র জন্মদিনেও তালাবন্ধ কার্যালয়

**অনির্বাণ চক্রবর্তী**

**কালিয়াগঞ্জ, ১৩ নভেম্বর :** প্রয়াত কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির নিজের শহর কালিয়াগঞ্জ। অথচ তাঁর ৮১তম জন্মদিনেই শহরের কংগ্রেস কার্যালয়ে তালা ঝুলল দিনভর। দলীয় পতাকা উড়ল না, আয়োজন হয়নি কোনও আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিরও। বরং প্রিয় নেতার স্মৃতিবাহী সেই কার্যালয় এখন কার্যত ভাড়ার বিনিময়ে এক কম্বল ব্যবসায়ীর দখলে।

শহরের তালতলা এলাকায় রাজ্য সড়কের ধারে অবস্থিত এই কংগ্রেস কার্যালয়টি এখন কম্বলের গোডাউনে পরিণত হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শীতের তিন মাসের জন্য পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে অফিস ঘর ও সামনের ফুটপাথটি ভাড়া দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা কম্বল বিক্রেতা ইয়াজুদ্দিনের কাছে। দিনের বেলায় ফুটপাথজুড়ে অস্থায়ী প্যান্ডেলের নীচে কম্বল বিক্রি করেন তিনি। রাতে সেই কম্বলগুলো রাখা হয় কংগ্রেস কার্যালয়ের ভিতরে, যেখানে ইয়াজুদ্দিন নিজেও রাত কাটান।

ফুটপাথের এই ভাড়ার অর্থ দিয়েই কার্যালয়ের ইলেক্ট্রিক বিল ও কিছু দলীয় খরচ মেটানো হয় বলে জানিয়েছেন শহর কংগ্রেস সভাপতি তুলসী জয়সওয়াল। তিনি বলেন, 'প্রতি বছরই এরা আসে। আমরাই ফুটপাথে বসার অনুমতি দিই। এই প্রাপ্য অর্থে কার্যালয়ের বিদ্যুতের বিল সহ কিছু খরচ উঠে আসে। প্রিয়দার মৃত্যুর পর থেকে আমরা তাঁর বাড়ি ও ভবানী মন্দির এলাকার পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।'

তবে প্রিয় নেতার জন্মদিনে দলীয় কার্যালয়ের তালাবন্ধ অবস্থা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। স্থানীয়দের অনেকেই মনে করছেন, একসময় প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সংগঠিত দলের উদাসীনতার কারণেই আজ পার্টি অফিসের এই হাল।

কালিয়াগঞ্জে বন্ধ কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনে কম্বলের দোকান। বৃহস্পতিবার।

> প্রতি বছরই এরা আসে। আমরাই ফুটপাথে বসার অনুমতি দিই। এই প্রাপ্য অর্থে কার্যালয়ের বিদ্যুতের বিল সহ কিছু খরচ উঠে আসে। প্রিয়দার মৃত্যুর পর থেকে আমরা তাঁর বাড়ি ও ভবানী মন্দির এলাকার পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।
>
> **তুলসী জয়সওয়াল** সভাপতি, কালিয়াগঞ্জ শহর কংগ্রেস

একসময় রাজ্য সড়কের দুই ধারে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে কঠোর পদক্ষেপ করেছিলেন বিদায়ি পুর চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা। এখন সেই ফুটপাথেই ভাড়ায় দোকান বসিয়ে কংগ্রেসের দলীয় খরচ তোলার ঘটনায় বিস্মিত তিনি। রামনিবাস বলেন, 'এই ঘটনা আমার জানা ছিল না। এবার জানতে পেরে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে প্রিয়রঞ্জনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁর বাড়ির উঠোনে প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সুজিত দত্ত, শহর সভাপতি তুলসী জয়সওয়াল সহ দলের অন্য নেতা-কর্মীরা। পরে ভবানী মন্দির সংলগ্ন পুরসভা নির্মিত প্রিয়রঞ্জনের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা।

তুলসী জয়সওয়াল বলেন, 'পুরসভা নির্মিত মূর্তির চারপাশে প্রচুর নোংরা-আবর্জনা জমে থাকে। আমরা নিজেরাই পরিষ্কার করে তারপর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।'

এই প্রসঙ্গে বিদায়ি চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা বলেন, 'প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি রাজনীতির ঊর্ধ্বে এক ব্যক্তি ছিলেন। তৃণমূল পরিচালিত কালিয়াগঞ্জ পুরসভা তাঁর মূর্তি স্থাপন করেছে। আজ আমরা সবাই মিলে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।'

প্রিয়রঞ্জনের শহরে তাঁর জন্মদিনে দলীয় কার্যালয়ের এমন চিত্রে অবশ্য প্রশ্ন উঠছে - কালিয়াগঞ্জে কংগ্রেসের ঘাঁটি কি এখন স্মৃতিচিহ্নে পরিণত হতে যাচ্ছে?

# জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তরে বইমেলা

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ১৩ নভেম্বর :** শীত মানে নরম রোদ। আর তার সঙ্গে বইমেলা। বইপ্রেমীদের সংবাদ দিতে এ বছরের শীতকালীন জেলা বইমেলার নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর। উত্তরবঙ্গে একগুচ্ছ বইয়ের সম্ভার নিয়ে আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বইমেলা পর্ব। প্রথম মেলাটি হবে দার্জিলিং জেলায়। ২৪ নভেম্বর শুরু হয়ে দার্জিলিং বইমেলা শেষ হবে ২৭ নভেম্বর। এরপর কালিম্পংয়ের মেলা শুরু হবে ২৯ নভেম্বর। চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। জলপাইগুড়ি জেলার জন্য দিনক্ষণ বেছে দেওয়া হয়েছে ৪ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এরপর মেলা হবে আলিপুরদুয়ার জেলায়। চলবে ১১ থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কোচবিহার বইমেলা শুরু হবে ১৮ ডিসেম্বর থেকে। চলবে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বছরের শেষে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বইমেলা হবে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

নতুন বছরে প্রথম দিন উদ্বোধন হবে উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলার। চলবে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। পাশের জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরে বইয়ের পসরা সাজানো হবে ৮ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। মালদায় বইমেলা শুরুর দিন হিসেবে রাখা হয়েছে ১৫ জানুয়ারি। চলবে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

এদিকে, বৃহস্পতিবার বইমেলা আয়োজনের নিয়মনীতির বিষয়ে আলাদা করে একটি নির্দেশিকা এসেছে দপ্তরের তরফে। তাতে দু'-একটি ক্ষেত্র ছাড়া মোটের ওপর গত বছরের মতোই সবকিছু থাকছে। শিলিগুড়ি মহকুমার সহায়ক জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী বলেন, 'বইমেলা সংক্রান্ত নির্দেশিকা এসেছে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শেখ ইমরান বলেন, 'আগামী ১৭ নভেম্বর জেলা শাসকের কার্যালয়ে বইমেলার প্রস্তুতি সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে আয়োজন ঘিরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আলোচনা করবে।' গত বছর জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলা হয়েছিল ময়নাগুড়িতে। তবে এবার জলপাইগুড়ি শহরে হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।


## অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ডে (No. CMC2624815) পদবি ভুল থাকায় আমি Anki Lama (Dey) W/O Deb Das Dey গ্রাম Gopal Bagan, Sishubari, Madarihat, Alipurduar, 12.11.2025 তারিখে নোটারি পাবলিক, মাথাভাঙ্গা অ্যাফিডেভিট বলে Anki Dey এবং Anki Lama (Dey) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ও হলাম।

## অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির জন্য ঘোষণা

### সেকশন ৮২ সিআরপিসি দেখুন

যেখানে, অভিযুক্ত **হায়দার, টোনে খানের পুত্র, গ্রাম-গুনজুরিয়া, থানা-ইসলামপুর, পশ্চিমবঙ্গের** বাসিন্দার বিরুদ্ধে আমার দ্বারা অভিযোগ করা হচ্ছে যে, **এফআইআর নং-৪৮০/২০১৭ ৩৯২/৪১১/৩৪ আইপিসি সেকশনের অন্তর্গত, থানা-কাশ্মিরী গেট, দিল্লিতে** অপরাধ করেছেন (অথবা অপরাধ করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে) এবং এর প্রত্যুত্তর হিসেবে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে যেখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, অভিযুক্ত হায়দারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং সেইহেতু আমার প্রতিবিধান অনুসারে হায়দারকে পলাতক হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে (অথবা উল্লেখিত গ্রেফতারি পরোয়ানাটিকে এড়িয়ে চলার জন্য তিনি আত্মগোপন করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে)

সেইহেতু ঘোষণাটি করা হচ্ছে যে, **এফআরআই নং ৪৮০/২০১৭, ৩৯২/৪১১/৩৪ আইপিসি সেকশনের অন্তর্গত থানা-কাশ্মিরী গেট, দিল্লিতে** অভিযুক্ত হায়দারকে উল্লেখিত অভিযোগের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য **২২.১২.২০২৫** তারিখের পূর্বে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

**নির্দেশিকাটি জারি করা হয়েছে**
**শ্রী বৈভব গর্গ**
**জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস-১১**
**সেন্ট্রাল রুম নং-১৩৮, দ্বিতীয় তলা**
**টিস হাজারি কোর্ট, দিল্লি**

DP/15179/N/2025

## আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ড চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নিউ মাল জং, ধুবরি, মাল বাজার, ফালাকাটা, বিন্নাগুড়ি এবং নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ড চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-পিএআরকে-৪১। বর্ণনা ঃ** দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ** ২৯-১১-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায়।

| ক্রম নং | লটনং/ক্যাটাগরি | দিন |
|---|---|---|
| এএ/১ | পার্কিং-এপিডিজে-বিএনডি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড) | ১০৯৬ |
| এএ/২ | পার্কিং-এপিডিজে-এফএলকে-এমএক্স-২৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড) | ৩৬৫ |
| এএ/৩ | পার্কিং-এপিডিজে-এনএমজেড-এমএক্স-২৮-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড) | ১০৯৬ |
| এএ/৪ | পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি -এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড) | ১০৯৬ |
| এএ/৫ | পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড) | ১০৯৬ |
| এএ/৬ | পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড) | ১০৯৬ |

**নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ২৯-১১-২০২৫ তারিখে ১৪:২০ টায়। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

## অ্যাফিডেভিট

আমি প্রবীর কুমার দেব, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম Gyanandra Nath Dev -এর পরিবর্তে Jnanendra Dev রয়েছে। বিষয়টি সংশোধনের জন্য গত ০৭/১১/২০২৫ ইং তারিখে কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করেছি। উভয়ই একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হইল। পোষ্ট+থানা+জেলা-কোচবিহার।

আমি Shubhro Talukder S/o Rajib Talukdar ঠিকানা- শিলিগুড়ি, নেতাজি কলোনী, SMC, থানা, ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়ি Pin- 734006 নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্ট WB. শিলিগুড়ি এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা Subhro Talukdar নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট NO- 11AC 846098 Dated 13-11-25 Shubhro Talukder ও Subhro Talukdar একই ব্যক্তি। (C/119091)

মেয়ে Indrakshi Saha-র মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, সার্টিফিকেট, মার্কশিট ও রেজিস্ট্রেশন কাগজে আমার নামের বানান Prodip Saha এবং নিজের সমস্ত নথিতে Pradip Saha থাকায় দিনহাটা JM (1st Class) কোর্টে 12.11.2025 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Pradip Saha হলাম। সাকিন-ওয়ার্ড নং 13, সাহেবগঞ্জ রোড, দিনহাটা। (S/M)

গত 12/11/2025 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Rajib Talukder থেকে Rajib Talukdar নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/119091)

UTTARBANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online tenders are being invited from reputed agencies for supply and installation of various instruments. For details please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Registrar (Actg.)

ABRIDGE TENDER NOTICE
e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of CC Road as per NIT No- 16/PATHASHREE/HRP/DD, Dt- 10.11.2025.
Last date of submission- 03-12-2025 upto 13.00 PM
Date of opening tender- 05.12.2025 after 15.00 PM
Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-014/2025-26** Last date of online bid submission **08/12/2025 Hrs 09:00 AM.** For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

## আরসিসি বক্স দ্বারা ব্রিজের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৮৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ১১-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ৩৫-এপি-১-২০২৫। কাজের নাম: এডিই এন/ই স্ট/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে নিউ বানেশ্বর - নিউ আলিপুরদুয়ারের মধ্যে কিমি. ১৩৬/৫-৬ -এ আরসিসি বক্স ৩.০ এম × ৩.০ এম-এর দ্বারা ব্রিজ নং. ১৪৩ এবং ৩১ (হিউম পাইপ)এর প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ১১,৪৬,৩১,২৫৪.৯৫ টাকা; বায়নার ধন: ৭,২৩,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৭১০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৭৭০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২১৪০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৬৫৩০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৬৫৪০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর


## হারানো/প্রাপ্তি

আমি কিশলয় দাস, পিতা- কৃষ্ণ চন্দ্র দাস, বারোবিশা, আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। আমার S.D.O আলিপুরদুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত Scheduled Caste(S.C.) Certificate No.- 48/kmg/S.C., তারিখ 15-03-2012, 13-10-2025 তারিখে বারোবিশা এলাকায় হারিয়ে ফেলেছি। যিনি পেয়ে থাকবেন, অনুগ্রহ করে- 9434604436 নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/118190)

## বিক্রয়

পাগলুপাড়া নিয়ার সাউডাঙ্গী হাট মেইন রোড থেকে একটু ভিতরে 12 ফিটের রাস্তা 8 কাঠা ওয়াল করা জমি বিক্রয় হবে। দাম প্রতিকাঠা পাঁচ লাখ 8250066241/ 9239615744. (C/119098)

## কর্মখালি

Aquaguard এ M/F Advisor চাই। বেতন+কমিশন। ইন্টারভিউ: ময়নাগুড়ি 17/11/2025 Call: 7001613971(S/C)

শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টের জন্য হেল্পার চাই (রুটি করতে জানা)। বেতন- ১২০০০/-+ থাকা খাওয়া ফ্রি। (M) 9832543559. (C/119122)

1, Post of AT in Physics(Short Term). Qual- B.Sc.(Pure Sc.), B.Ed. Apply before 26/11/2025 to the Secretary, IDEAL High Madrasah, Vill- Kamalpur, P.O.- Meherapur, P.S.- Mothabari, Malda- 732207. (Mob- 9933828004). (C/119093)

## অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 13-11-25 তারিখে Soniya Chakraborty ও Soniya Prasanjit Sarkhel একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/119096)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Biswajit Ghosh আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে Reg No- B/2024/1528732 Dt- 16/11/2024 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 11/11/25- এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধনি করে Soumyajit Ghosh থেকে Tirthajit Ghosh করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119089)

I, Ruma Barman, D/o Nirmal Barman, Vill: Chechakhata, PO: APD Jn, Alipurduar, do hereby declare that Ruma Barman Sarkar and Ruma Barman is one and same identical person, vide affidavit SL.No: 6460 of 10.11.25 sworn before the 1st class Judicial Magistrate, Alipurduar. (118734)

## CINEMA সিনেমা

Now showing at
**BISWADEEP**
**DE DE PYAAR DE-2**
*ing : Ajay Devgan, Rakul Preet Singh
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

Now Showing at
**রবীন্দ্র মঞ্চ**
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
**DE DE PYAAR DE-2 (H)**
*ing : Ajay Devgan, R. Madhavan, Rakul Preet, Jaaved Jaaferi
Time : 12:30, 3:30, 6:30 P.M.
A.C/ Dolby Digital

From 14th November, 2025
at Dinabandhu Mancha
**Sarthopor**
(Bengali Cinema)
Time : 4.00 & 7.00 P.M.

## আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৩০ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, দুপুর ১.০০ ঘাতক, বিকেল ৪.০০ বাঘ বন্দী খেলা, সন্ধে ৭.১৫ অগ্নি, রাত ১০.৩০ রসগোল্লা
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.৪৫ মান সম্মান, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, রাত ৯.৪৫ খোকাবাবু
**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.৩০ শত্রু মিত্র, দুপুর ১২.০০ পরিণাম, ২.৩০ টনিক, বিকেল ৫.০০ বর কনে, রাত ১০.৩০ লোফার
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ নীলিমায় নীল
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ আবিষ্কার
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন
**স্টার গোল্ড সিলেক্ট :** দুপুর ১.০০ জিগরা, বিকেল ৩.৩০ আ জেন্টলম্যান, ৫.৪৫ ম্যায় মেরি পত্নী অওর ওহ, সন্ধে ৭.৫৯ পিঙ্ক, রাত ১০.১৫ বান্টি অওর ববলি-টু
**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.৫৫ মা ভুবনেশ্বরী, দুপুর ২.১৪ বেঙ্গল টাইগার, বিকেল ৪.৪৭ মহাবীর নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৭.২৮ গোপী কিষন, রাত ১০.১৫ মিরুগা
**জি সিনেমা :** বেলা ১১.১৩ ভালাত্তি, দুপুর ১.০৮ কই মিল গ্যয়া, বিকেল ৪.৩২ কৃশ, রাত ১১.২২ দবং থ্রি
**জি বলিউড :** বেলা ১১.১১ সাজন চলেঁ সসুরাল, দুপুর ১.৪৯ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.৪৯ লোফার, সন্ধে ৭.৫৫ কর্মা, রাত ১১.২৯ মসিহা
**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.৪০ ভাগমতী, দুপুর ২.১৬ মর্দ, বিকেল ৫.২০ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ শাদী মে জরুর আনা, রাত ৯.৫২ শার্কনাডো-টু

শিশু দিবস উপলক্ষ্যে

অরুণা, ঐশী এবং স্নেহাশীষের গান শুনুন গুডমর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে। সকাল ৭.০০ আকাশ আট

খোকাবাবু রাত ৯.৪৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

অনুরাগের ছোঁয়া (মহা শুক্রবার) রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো বন্ধুর সহায়তায় ভালো চাকরি পেতে পারেন। সংসারে আর্থিক ঝামেলা কেটে যাবে। উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃষ : রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। সামান্য কাজ নিয়ে পরিবারে বাদানুবাদ। পাওনা অর্থ ফেরত পাওয়ায় স্বস্তি। মিথুন : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সমস্যা মিটে যাবে। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। কর্কট : বিনোদন জগতের সঙ্গে জড়িতরা কাজের সাফল্য এবং স্বীকৃতি পাবেন। চোখের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি বাড়বে। সিংহ : নিকট আত্মীয়ের চক্রান্তে পরিবারের শান্তি নষ্ট হতে পারে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে মুনাফা তুলতে পারবেন। কন্যা : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সংসারে শান্তি নষ্ট হতে পারে। অতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। তুলা : দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগের সুফল লাভ করবেন। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। বৃশ্চিক : অতি উৎসাহে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। পরিবারের কিছু সদস্য আপনার মতের বিরুদ্ধে যেতে পারে। সংগীতশিল্পীরা ভালো সুযোগ পাবেন। ধনু : সামান্য অলসতায় কোনও বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ হারাবেন। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মকর : অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে শারীরিক দুর্বলতার শিকার হতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। কুম্ভ : নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করবার আগে অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। জমি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আইনি পথ বেছে নিতে হতে পারে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মানসিক চাপ কাটবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ২৭ কাতি, সংবৎ ১০ মার্গশীর্ষ বদি, ২২ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৪, অঃ ৪।৫০। শুক্রবার, দশমী রাত্রি ৩।৪৫। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ১।৬। ইন্দ্রযোগ দিবা ১১।২৩। বণিজকরণ দিবা ৩।৪৩ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৩।৪৫ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গেলর ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।৬ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১।৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৩।৪৫ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৮।৩৮ গতে ১১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৬ গতে ৯।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।২৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস। শিশুদিবস। বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫২ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪২ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪২ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ৩।২৯ মধ্যে ও ৪।২৩ গতে ৫।৫৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফালাকাটায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিছিল। বৃহস্পতিবার।

# মাচায় চেপে পাহাড় থেকে হাসপাতালে মুমূর্ষু

**ভাস্কর শর্মা**

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর :** অসুস্থ এক ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার কাপড় জড়িয়ে বাঁশের মাচায় করে সমতলে নামান বক্সার আদমা পাহাড়ের বাসিন্দারা। সেই অসুস্থ ব্যক্তির নাম দর্জিয়াম ডুকপা। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই বক্সা পাহাড়ের করুণ অবস্থা স্পষ্ট হয়েছে। বর্তমান সময়ে এই ছবি লজ্জাজনক বলেই মনে করছেন সভ্যসমাজের নাগরিকরা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, একটি বাঁশে কাপড় পেঁচিয়ে তার মধ্যে দর্জিয়ামকে শুইয়ে নীচে নামানো হয়। বাঁশের দুইদিকে দুজন ধরে পাহাড়ের দুর্গম পথ ও ধস পেরিয়ে তাঁকে সমতলে নামিয়ে আনা হয়। সঙ্গে অন্য বাসিন্দারাও সহযোগিতা করেন। পরে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। বক্সা পাহাড়ে রোগীদের জন্য পালকি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করেছিল প্রশাসন। কিন্তু তা এখন বন্ধ। ফলে বাধ্য হয়ে এখন বাঁশে করে কাপড় জড়িয়ে অসুস্থদের নীচে নামিয়ে আনা ছাড়া গতি নেই।

রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সোনম ডুকপা বলেন, 'বক্সা পাহাড়ে তেমন ভালো রাস্তা নেই। বন দপ্তর অনুমতি না দেওয়ায় তা করাও যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিতেই অসুস্থ, গর্ভবতীদের সমতলে নামিয়ে আনতে হচ্ছে। এভাবে অনেকের মৃত্যুও হচ্ছে। জানি না কবে আমরা রাস্তা তৈরি করতে পারব।'

স্থানীয় বিমলা থাপার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আদমা পাহাড়ে বিভিন্ন জায়গায় ধসের মধ্য দিয়ে হেঁটেই চলাচল করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই দুই-চারজন মিলে বাঁশে কাপড় জড়িয়ে অসুস্থকে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাই। আমাদের এই করুণ অবস্থা হয়তো কোনওদিন ঠিক হবে না।'

কয়েক বছর আগে প্রথম পাহাড়ি এলাকায় অসুস্থকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য বক্সা পাহাড়ে পালকি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু হয়েছিল। দুর্গম পাহাড়ি গ্রাম থেকে গর্ভবতী ও অসুস্থদের সমতলে নিয়ে আসতেই পালকি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু হয়। ফলে বাঁশের মাচায় কাপড় জড়িয়ে রোগীদের বক্সা পাহাড়ের গ্রাম থেকে সমতলে নিয়ে আসার চিত্র মুছে যাবে বলেই প্রশাসন মনে করেছিল। এর জন্য বেশ কয়েকটি পালকি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হয়।

আদমা পাহাড় থেকে বাঁশে কাপড় জড়িয়ে অসুস্থকে নামানো হচ্ছে।

কিছু দিনের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়ও হয় পালকি অ্যাম্বুল্যান্স। কিন্তু বক্সা পাহাড়ে লাগাতার ধসে পালকি অ্যাম্বুল্যান্সের জনপ্রিয়তা কমছে।

পাহাড়ের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পালকি অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী বহন করতে ৬-৮ জন প্রয়োজন। ধসের মধ্যে এতজন এক সঙ্গে চলাচল অসুবিধা। এতে যে কোনও সময় আরও বড় বিপদের আশঙ্কাই থাকে। তাই পালকির বদলে ফের বাসিন্দারা কাপড় জড়ানো বাঁশ বেঁধেই পুরোনো রীতিতে ফিরেছেন। বক্সা পাহাড়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা। কিন্তু আদৌ সেই দাবি পূরণ হবে কি না তা নিয়ে প্রশাসনের একাংশের মধ্যেই আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রশাসনের কোনও কর্তা এবিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

# ভিড় কম, জবাবও নেই ঋতব্রতর

**ভাস্কর শর্মা**

**ফালাকাটা, ১৩ নভেম্বর :** গত রবিবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে ফালাকাটায় এনে মিছিল ও পথসভা করেছিল বিজেপি। সেদিনের কর্মসূচিতে সুকান্ত ফালাকাটা পুরসভায় চেয়ারম্যান পদে রদবদলের পিছনে কাটমানির তত্ত্ব রয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। সেইসঙ্গে বালি পাচার থেকে শুরু করে আরও নানা ইস্যুতে কার্যত তৃণমূলকে ধুয়ে দিয়েছিলেন। তারপরই তড়িঘড়ি বড় মিছিল ও সভার পরিকল্পনা করে তৃণমূল। ঘাসফুল শিবিরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, সুকান্তর কর্মসূচির জবাব হতে চলেছে তাদের সেই কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার ফালাকাটা শহরে তৃণমূলের সেই মিছিল ও পথসভায় যোগ দিতে এসেছিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু যে 'জবাব' দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল রাজ্যের শাসকদল, সেই জবাব মিলল কই?

একে তো তৃণমূলের মিছিলে বিজেপির মিছিলের তুলনায় লোক কম হয়েছে। বিজেপির নেতারা আগে দাবি করেছিলেন, ৭ হাজার লোক হবে। আদতে লোক হয়েছিল হাজার চারেক। আর বিজেপিকে টেক্কা দিতে বৃহস্পতিবার তৃণমূলের মিছিল ও পথসভায় দুই থেকে আড়াই হাজার লোক হয়েছিল। তৃণমূলের কর্মসূচিতে লোক কম নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপির নেতারা উচ্ছ্বসিত। যদিও লোক কম হবার দাবি মানতে চাননি শাসকদলের নেতারা।

এদিন বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডলের সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা বলেন, 'আসলে ওইদিনের আমাদের মিছিল দেখে তৃণমূলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারা পালটা মিছিল করতে গিয়েও আমাদের টেক্কা দিতে পারল না। আসলে মানুষ যে ওদের পাশে নেই এদিনের মিছিল সেটাই প্রমাণ করে।'

যদিও যথেষ্ট লোক হয়েছে বলে দাবি করে তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি রাজু মিশ্র বলেন, 'মিছিলে কয়েক হাজার লোক হয়েছিল। পথসভাতেও অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে কথা শুনেছেন। বিজেপি যাই বলুক আমাদের কর্মসূচি সফল।'

আবার সুকান্ত যে যে অভিযোগ তুলেছিলেন, এদিন সেসব সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি ঋতব্রত। এদিন ফালাকাটা টাউন ক্লাবের সামনে থেকে তৃণমূলের মিছিল বের হয়। মিল রোড, থানা রোড এবং নেতাজি রোড হয়ে মিছিল ট্রাফিক মোড়ে শেষ হয়। মিছিলে ঋতব্রতর সঙ্গে দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল সহ জেলা ও ব্লকের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন প্রথম থেকেই ঋতব্রত এসআইআর নিয়ে সরব হয়েছিলেন। বলেন, 'আমাদের পাশের রাজ্য অসমেও সামনে ভোট। কিন্তু সেখানে কোনও এসআইআর করা হচ্ছে না। আসলে এক্ষেত্রে বিজেপি নির্বাচন দপ্তরকে ব্যবহার করছে। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই। এসআইআর হয়ে যদি কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায়, তাহলে কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাও করে আন্দোলন করব।'

নিজস্ব জীবিকায়। রাঙ্গালিবাজনায় এশিয়ান হাইওয়েতে বৃহস্পতিবার। -মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

## প্রচুর সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ নভেম্বর :** গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেলেন কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের বনকর্মীরা। বৃহস্পতিবার রায়ডাক নদীর পাশে ধনতলিটাপু এলাকা থেকে প্রায় ১০০ সিএফটি সেগুনকাঠ বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা। এই কাঠ পাচারের উদ্দেশ্যে নদীর পাশে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

গত ৬-৭ দিন ধরে এই এলাকায় কাঠ পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে বলে বনকর্মীদের কাছে খবর ছিল। সেই সূত্রে নজরদারি বাড়ানো হয়। এদিন খবর পেয়ে রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার শা-র নেতৃত্বে অভিযান চলে। বহু সময় ধরে খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে নদীর পাশে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ সেগুনকাঠ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কাঠ বক্সার জঙ্গল থেকে কেটে এনে রায়ডাক নদীর ধার দিয়ে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বনকর্মীদের তৎপরতায় পাচারকারীদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার শা বলেন, 'এমন বেআইনি কার্যকলাপ রোধ করতে আমাদের দল দিনরাত টহল দিচ্ছে।'

# শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের দিনই সৈকতের শপথ

**জলপাইগুড়ি, ১৩ নভেম্বর :** শিক্ষিকার কান ধরে ওঠবসের ঘটনার বিতর্ক জিইয়ে রেখেই শুক্রবার চেয়ারম্যান পদে শপথ নিতে চলেছেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়। এনিয়ে দলের অন্দরেই চাপা ক্ষোভ রয়েছে। সৈকত দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন, এমনটাই মনে করছেন তৃণমূলের প্রবীণ কাউন্সিলারদের অনেকে। তবে এখনই তাঁরা প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না। দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে বৃহস্পতিবার পুরসভায় বিদায়ি চেয়ারপার্সন এবং ভাইস চেয়ারম্যানের পদত্যাগপত্র গ্রহণের বৈঠকে গরহাজির ছিলেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে আসেননি বিদায়ি চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালও। কাউন্সিলারদের অনেকেই জানিয়েছেন, একজন প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। চরম অস্বস্তিতে পড়ছেন তাঁরা।

এদিন বৈঠকের পর অস্থায়ীভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন লোপামুদ্রা অধিকারী সাংবাদিকদের জানান, 'এদিন কাউন্সিলারদের উপস্থিতিতে প্রাক্তন চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল এবং ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। শুক্রবার শপথগ্রহণের বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। দুপুর ১টায় পুরসভায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে।' এদিকে, শপথগ্রহণের আগেই পুরসভায় চেয়ারম্যানের চেম্বারের সাজসজ্জা বদলে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন মহল সহ পুরসভার কর্মীদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন রয়েছে।

গত ৬ নভেম্বর তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ ঘোষণা করেন, পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান হবেন সৈকত এবং সন্দীপ মাহাতো। এই ঘোষণার দিন তিনেক বাদেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।) যেখানে দেখা যায়, সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার ঘরে স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত বসে রয়েছেন এবং প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস কান ধরে ওঠবস করছেন। পাশে বসে রয়েছেন অপর

শিক্ষিকা অরুণিমা মৈত্র। ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায় শহরজুড়ে। যদিও সৈকতের দাবি, এআই দিয়ে এমন ভিডিও তৈরি করে তাঁকে কালিমালিপ্ত করতেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পরই শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিবাদ আন্দোলন। শিক্ষা বাঁচাও মঞ্চ শুক্রবার সদর ব্লকে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ওইদিনই সৈকতের শপথগ্রহণের কথা থাকায় বিষয়টি অন্য মাত্রা পাচ্ছে। শহরের অরাজনৈতিক মঞ্চ নাগরিক সংসদ দাবি তুলেছে, সৈকতকে যেন কোনও অবস্থাতেই পুর চেয়ারম্যানের পদে না বসানো হয়।

### দাবি প্রশাসনের, মানছে না বিরোধীরা

# ফর্ম বিলি প্রায় শেষ আলিপুরদুয়ারে

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর :** কে বলে আলিপুরদুয়ারে এসআইআর-এর ফর্ম দুর্লভ? সরকারি হিসেব তো বলছে, জেলাজুড়ে প্রায় ৯৩.৯০ শতাংশ ফর্ম বিতরণ করা হয়ে গিয়েছে। যদিও জেলা প্রশাসনের এই 'আত্মবিশ্বাসী' হিসেব মানতে রাজি নয় বিরোধীরা।

এসআইআর নিয়ে বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় বৈঠক করল আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। এদিন ডুয়ার্সকন্যার বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা বৈঠকে জেলা প্রশাসন এনুমারেশন ফর্ম বিতরণের যাবতীয় তথ্য তুলে ধরে। সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগও খতিয়ে দেখে। বৈঠকে জেলা শাসক আর বিমলা ছাড়াও অন্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনের দেওয়া তথ্য বলছে, জেলায় মোট ভোটার আছে ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৮৬ জন। এর মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ ২০ হাজার ২০৬টি। ফর্ম বিলির ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত ৫টি বিধানসভার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে কুমারগ্রাম। এই বিধানসভায় ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৮৩ জন ভোটারের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৫৪ জনকে। যা ৯৯.১৮ শতাংশ। সবচেয়ে পিছিয়ে আছে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা। এই বিধাসভায় ২ লক্ষ ৭১ হাজার ৪৩ জন ভোটারের মধ্যে ফর্ম দেওয়া হয়েছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮১৪ জনকে। যা ৮৬.৬৩ শতাংশ। এছাড়াও কালচিনিতে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ হয়েছে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৫২টি (৯৪.৮৮ শতাংশ)। ফালাকাটা বিধানসভায় ভোটার আছে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৪৯ জন। আর বিতরণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫৯টি ফর্ম (৯৫.০৩ শতাংশ)। মাদারিহাট বিধানসভায় এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ হয়েছে ২ লক্ষ ৫ হাজার ২৯৭টি (৯৩.১৯ শতাংশ)।

জেলা নির্বাচন দপ্তর এত ফর্ম বিতরণের তথ্য দিলেও তা মানতে নারাজ রাজনৈতিক দলগুলি। এদিন বৈঠকে থাকা বিজেপির মিডিয়া সেলের কনভেনার শংকর সিনহা বলেন, 'অনেক মৃত এবং ভুয়ো ভোটারদের নামে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ হয়েছে। আমরা বিষয়টি জেলা নির্বাচন দপ্তরের নজরে এনেছি।' সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক কিশোর দাস বলেন, 'এনুমারেশন ফর্ম বিতরণের যে তথ্য জেলা নির্বাচন দপ্তর দিয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির কোনও মিল নেই। আমরা জানি, এখনও বহু ভোটারের বাড়িতেই এই ফর্ম পৌঁছায়নি। এদিন নির্বাচন দপ্তরকে তা স্পষ্ট জানিয়েছি।'

শাসকদল তৃণমূলের হয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের বিএলএ-১ সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি আবার ফর্ম বিলি নিয়ে না বলে ফর্ম জমা দেওয়ার সমস্যার কথা বলেন। সৌরভের মন্তব্য, 'এনুমারেশন ফর্ম খুব কম সংখ্যক জমা পড়ছে। এটা একটা চিন্তার বিষয়। আমরা বিষয়টি কমিশনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেছি। পাশাপাশি ফর্ম বিলির কাজও খুব ধীর গতিতে হচ্ছে।'

এসআইআর নিয়ে ডুয়ার্সকন্যায় সর্বদলীয় বৈঠক। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

**পরিসংখ্যান**

- জেলায় মোট ভোটার আছে ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৮৬ জন
- এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ ২০ হাজার ২০৬টি।
- ফর্ম বিলির ক্ষেত্রে ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে কুমারগ্রাম
- সবচেয়ে পিছিয়ে আছে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্র

# কাউন্সিলারের উদ্যোগে কংক্রিট পিচ

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর :** আলিপুরদুয়ার শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির মাঠ আগাগোড়াই এলাকার কিশোর-তরুণদের ক্রিকেট খেলার অন্যতম জায়গা। সারাবছরই সেখানে স্থানীয় তরুণদের ক্রিকেট খেলতে দেখা গেলেও, বর্ষাকালে স্বাভাবিকভাবেই মাঠ কাদা হয়ে খেলা ভেস্তে যেত। তাই বর্ষাকালেও ওই মাঠে ক্রিকেট খেলার জন্য, মাসদুয়েক আগে স্থানীয় তরুণরা ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডলের কাছে গিয়ে, মাঠে একটি পিচ তৈরি করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন।

তাঁদের দাবি মেনেই, তিনি নিজ উদ্যোগে সুভাষপল্লির মাঠে একটি কংক্রিটের পিচ তৈরি করে দিলেন। মাত্র দু'দিনের কাজের পরেই পিচ এখন খেলার যোগ্য। মাঠে নতুন পিচ পেয়ে মুখে হাসি ওই এলাকার ক্রিকেটপ্রেমী তরুণদেরও। কাউন্সিলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্থানীয় অভি সরকার বলেন, 'আমরা এই মাঠে নিয়মিত ক্রিকেট খেলি। এছাড়া অনেক ম্যাচও হয় এই মাঠে। আমরা মূলত ডিউস বলে খেলি। তাই এতদিন মাটির পিচে সমস্যা হত। বর্ষাকালে টানা অনেকদিন খেলা বন্ধ রাখতে হত। কাউন্সিলারকে ধন্যবাদ এই পিচ করে দেওয়ার জন্য।'

এনিয়ে পার্থপ্রতিম বলেন, 'ওরা ওদের মাঠে একটা পিচ করার জন্য বলেছিল অনেকদিন আগে। আমি আমার সামর্থ্যমতো চেষ্টা করলাম। ওরা খেলতে পারলে আমিও খুশি।'

## হকির সরঞ্জাম বিতরণ

**ফালাকাটা, ১৩ নভেম্বর :** বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের তরফে রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতনের হকি খেলোয়াড়দের হাতে হকি খেলার বিভিন্ন সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। এদিন ফালাকাটা টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে পুলিশের একটি ফুটবল ম্যাচের ফাঁকে পড়ুয়াদের হাতে সরঞ্জামগুলি তুলে দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের এদিন ২৫টি হকি স্টিক, ১২টি হকি বল, ২টি হ্যান্ডবল এবং ২টি ফুটবল প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ জেলার অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।

## ২৭টি টেন্ডারের ওয়ার্ক অর্ডার জারি

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর :** নাগরিক সমস্যার দ্রুত সমাধানে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে নতুন পদক্ষেপ করল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। বৃহস্পতিবার একযোগে ২৭টি ম্যানুয়াল টেন্ডারের ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হয়েছে, মোট ব্যয় প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা।

পুর চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'এই প্রকল্পে আমরা

**আলিপুরদুয়ার পুরসভা**

ইতিমধ্যেই ৩৯২টি টেন্ডার করেছি, যার বেশিরভাগই ই-টেন্ডার। তবে কিছু ছোটখাটো স্থানীয় কাজ রয়ে গিয়েছিল- যেমন কোথাও কালভার্ট ভাঙা, কোথাও পানীয় জলের জায়গা পাকা করা, আবার কোথাও নষ্ট বাতি ঠিক করা। এই ২৭টি টেন্ডার মূলত সেসব কাজের জন্যই করা হয়েছে। দু'-একদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে।' তিনি আরও জানান, নাগরিকদের সরাসরি আবেদনেই এই কাজগুলির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারীর কথায়, 'বড় প্রকল্পের পাশাপাশি এই ছোট উদ্যোগগুলিও নাগরিক জীবনে স্বস্তি আনে।'

৬ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার পাশের নর্দমা ভগ্ন অবস্থায় ছিল অনেকদিন। অবশেষে সেটির মেরামতি হচ্ছে শুনে খুশি এলাকার বাসিন্দা গোপাল সাহা। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের সীমা দত্ত জানান, 'রাতে লাইট না থাকায় সমস্যা হত, এবার আশা করছি সেটা ঠিক হবে।'

# হিপ্পির নির্দেশে পদত্যাগে 'না' রবির

**কোচবিহার, ১৩ নভেম্বর :** দলের জেলা সভাপতির পাঠানো নির্দেশ মেনে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। তাঁর কোনও এক্তিয়ার নেই আমাকে পদত্যাগ করার জন্য মেসেজ পাঠানোর।' বৃহস্পতিবার কোচবিহার পুরসভায় এসে নিজের চেয়ারে বসে সাংবাদিকদের রবি বলেন, 'আমাকে এই পদে বসিয়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব। ফলে দলের রাজ্য নেতৃত্ব যদি আমাকে এই নির্দেশ দেয় বা মুখ্যমন্ত্রী যদি একবার ফোন করে বলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্দেশ পালন করব। তার আগে নয়।' তাঁর মতে, এর ফলে দলের যা ক্ষতি হওয়ার হয়েই গিয়েছে। দলের বারোটা বাজিয়েই দিয়েছেন জেলা সভাপতি। পদত্যাগ ইস্যুতে দলের জেলা সভাপতিকে পুর চেয়ারম্যান সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসায় তৃণমূলের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হিপ্পিকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই কোচবিহারে বিভিন্ন জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। বুধবার তৃণমূল সূত্রে জানা যায়, রবি ঘোষকে পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করার জন্য দলের জেলা সভাপতি মেসেজ পাঠিয়েছেন। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। শুধু রবি ঘোষ নন, হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস, মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক ও তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেনকেও একইভাবে নির্দেশ পাঠিয়েছেন হিপ্পি। দলীয় নির্দেশ পেয়ে তনু সেন বুধবারই ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

যদিও বিষয়টি নিয়ে রবি বুধবার তেমন কিছু বলতে চাননি। শুধু জানিয়েছিলেন, রাজ্যের থেকে এ ধরনের কোনও নির্দেশ তিনি পাননি।

> এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। তাঁর কোনও এক্তিয়ার নেই আমাকে পদত্যাগ করার জন্য মেসেজ পাঠানোর।
>
> **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ** *চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা*

বৃহস্পতিবার বেলা ১টা নাগাদ রবি পুরসভায় আসেন। নিজের চেয়ারে বসে বলেন, 'আমাদের সংবিধান আছে। সেই অনুযায়ী পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান পদগুলি প্রশাসনিক পদ। এই পদগুলিতে নিয়োগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে সরানোর নির্দেশও তিনিই দিতে পারেন। কিন্তু দলের রাজ্য নেতৃত্ব বা মুখ্যমন্ত্রীর থেকে কোনও বার্তা এখনও আসেনি। জেলা সভাপতি একটা মেসেজ আমাকে করেছেন। গতকাল আবার সেই মেসেজটাই টাইপ করে আমাকে দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন সাতদিনের মধ্যে আমাকে পদত্যাগ করতে।'

# কাটা পাথরে হয়রানি খয়েরবাড়ির রাস্তায়

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**বীরপাড়া, ১৩ নভেম্বর :** মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের পশ্চিম খয়েরবাড়ির রেলগেট থেকে ছেকামারির সীমানা পর্যন্ত ৪ কিমি ৩০০ মিটার বেহাল রাস্তাটি পাকা করতে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কাজ শুরু হয় ২০২৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। প্রথম ধাপে কাটা পাথর বিছানো হয়েছিল। তারপর থেকে কাজ বন্ধ। এদিকে প্রায় দু'বছর ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে রাস্তাটি। অথচ পিচ ঢালাইয়ের কাজ শুরু করা হয়নি। পাথর বিছানো রাস্তায় চলাচল করা মুশকিল। ধুলোয় নাজেহাল সাধারণ মানুষ।

রাস্তা তৈরিতে সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করা হয়। কাজ করছে

২২ মাসেও পিচ ঢালাই হয়নি প্রায় সাড়ে চার কিমি রাস্তায়।

ডব্লিউবিএসআরডিএ। তবে ওই টাকা আলিপুরদুয়ারের তৎকালীন বিজেপি সাংসদ জন বারলা না রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের, তা জানায়নি ডব্লিউবিএসআরডিএ। এদিকে রাস্তার বেহাল দশায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। পশ্চিম খয়েরবাড়ির টোটোচালক ভুবন হাজরা বলেন, 'ওই রাস্তায় টোটো চালানো মুশকিল। টায়ার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ জনপ্রতিনিধিদের হেলদোল নেই।' কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে এবছরের ১১ মার্চ রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলের কাছে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। সেদিন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দেন। এখন দীপনারায়ণ বলছেন, 'ঠিকাদার কাজ বন্ধ করে রেখেছেন। এতে আমাদের ওপর চাপ বাড়ছে। বিষয়টি জেলা পরিষদের বোর্ডেও জানিয়েছি। শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছে।'

> ঠিকাদার কাজ বন্ধ করে রেখেছেন। বিষয়টি জেলা পরিষদের বোর্ডে জানিয়েছি। শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
>
> **দীপনারায়ণ সিনহা** *বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ, জেলা পরিষদ*

কলোনিপাড়া থেকে ওই রাস্তাটির একটি শাখা রাধিকাটাড়ি পর্যন্ত গিয়েছে। অবশ্য ওই এক কিমি অংশটি একবছর আগেই কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে। তবে বেহাল মূল অংশটি। পশ্চিম খয়েরবাড়ির নিরঞ্জন রায় বলেন, 'রাস্তা লাগোয়া বাড়িগুলির লোকজন ধুলোয় নাজেহাল।' ওই রাস্তা দিয়ে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে সোজাসুজি টোটোপাড়া যাওয়া যায়। তবে দু'বছর থেকে ওই রাস্তা এড়াচ্ছেন অনেকেই। খয়েরবাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান মন্টু রায়ের মন্তব্য, 'রাস্তার কাজ অনেক আগেই শেষ করা উচিত ছিল। মানুষের ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের কটুকথা শুনতে হচ্ছে। তবে ধাপে ধাপে বিল মেটায় কর্তৃপক্ষ। রাধিকাটাড়ি যাওয়ার রাস্তার গার্ডওয়াল তৈরির পর ঠিকাদার বিল পেলে পিচ ঢালাইয়ের কাজ শুরু করবেন বলে শুনেছি।'

স্কুল থেকে ফিরে রাসমেলার মাঠে। বৃহস্পতিবার। ছবি : জয়দেব দাস

# ডাইভারশন তৈরির পালটা প্রস্তাব

## গ্যারগান্ডা সেতুতে ভারী যান বন্ধের পরামর্শ নাকচ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

**বীরপাড়া, ১৩ নভেম্বর :** ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের কাছে গ্যারগান্ডা নদীর সেতুটি বেহাল। তাই সেতুটি মেরামতে সপ্তাহখানেক ভারী যান চলাচল বন্ধের চিন্তাভাবনা করে এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। এজন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাটি আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসককে পদক্ষেপ করার প্রস্তাব দেয়। তবে প্রস্তাব মঞ্জুর করেনি জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক আর বিমলা বলছেন, 'ওই রাস্তায় প্রচুর সংখ্যক গাড়ি চলে। সেগুলিকে অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিতে অনেক সমস্যা রয়েছে। তাই গ্যারগান্ডা নদীতেই ডাইভারশন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সংস্থাটিকে।'

ক্ষতিগ্রস্ত গ্যারগান্ডা সড়কসেতু।

৩১ মে হড়পায় সড়কসেতুটির পশ্চিমদিকের অ্যাপ্রোচ রোড ভাঙে। পূর্বদিকের খুঁটিটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেতুর একাংশ বসে যায়। কিছুদিন পর সেতু সংস্কার করতে শুরু করে মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ। ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে ফের হড়পায় ভাঙে অ্যাপ্রোচ রোড। প্রযুক্তিগত সমস্যায় ততদিনে সেতু সংস্কার মুলতুবি রাখা হয়। সংস্থা সূত্রে খবর, খুঁটি এবং সেতুর সংযোগস্থলে জ্যাক লাগিয়ে বসে যাওয়া সেতুটি ঠেলে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এতে সেতুতে ফাটল ধরেছিল। তাই ওই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। ৪ অক্টোবর ফের প্রবল বৃষ্টিতে অ্যাপ্রোচ রোডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবার প্রযুক্তি পালটে সেতু মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে।

এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং জানিয়েছেন, প্রায় ৬৫ বছর আগে সেতুটি তৈরি করা হয়। অধুনা সেতুগুলিতে লিফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে। গ্যারগান্ডা সেতুতে তা নেই। তাই জ্যাক লাগিয়ে সেতুটিকে ঠেলে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওই পদ্ধতিতে সেতুতে ফাটলও ধরছিল। দীপককুমার বলছেন, 'মেরামত চলাকালীন বাড়তি নিরাপত্তার জন্য ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধের প্রস্তাব দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনকে।'

৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েটি অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে সড়কপথে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি ফোর লেনের রাস্তার কাজ শুরু হয়নি। ধূপগুড়ি-ফালাকাটা পর্যন্ত ফোর লেন রাস্তা তৈরির কাজ শুরুই হয়নি। ময়নাগুড়ি মাথাভাঙ্গা কোচবিহার হয়ে অসম, মেঘালয়, মণিপুরে অনেকটা ঘুরপথে যেতে হয়। ওই রাস্তাটি অপ্রশস্ত। জেলা শাসক বলেন, 'অনেক জায়গাতেই ওই রুটগুলি বড় যানবাহন চলাচলের জন্য প্রশস্ত নয়।'

ফলে গ্যারগান্ডা নদীতেই ডাইভারশন তৈরিতে প্রাথমিক চিন্তাভাবনা করছে মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ। নদীটিতে কমবেশি ৪০০ মিটার লম্বা ডাইভারশন তৈরি করতে হবে। দক্ষিণদিকে ডাইভারশন তৈরিতে স্থানীয়দের ব্যক্তিগত জমি ব্যবহার করতে হতে পারে। বেশকিছু গাছও কাটা পড়ার সম্ভাবনা। এনিয়ে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের প্রতিক্রিয়া, 'ডাইভারশন তৈরি সময়সাপেক্ষ। তাই সেতুতে যান চলাচল বন্ধ না করেই মেরামতের কাজ করা যায় কি তা দেখা হচ্ছে।' বীরপাড়া এথেলবাড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মান্নালাল জৈন বলেন, 'সেতুটি মেরামতে বা নতুন সেতু তৈরিতে এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটির পদক্ষেপ করা উচিত।' সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জানান, ফের টেন্ডার ডাকার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

### যা ঘটেছে

গ্যারগান্ডা সেতুটি মেরামতের জন্য ভারী যান চলাচল সপ্তাহখানেক বন্ধ রাখার চিন্তাভাবনা মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের

কেন্দ্রীয় সংস্থাটি জেলা শাসককে পদক্ষেপ করার প্রস্তাব দেয়, তবে প্রস্তাব মঞ্জুর করেনি জেলা প্রশাসন

ওই রাস্তায় প্রচুর সংখ্যক গাড়ি চলে, সেগুলিকে অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিতে অনেক সমস্যা রয়েছে

গ্যারগান্ডা নদীতেই ডাইভারশন তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন জেলা শাসক

# ৩৭ দিন পরেও হয়নি মেরামত

## হলং নদীর উপর ব্রিজ না থাকায় বাড়ছে সমস্যা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

**মাদারিহাট, ১৩ নভেম্বর :** হলং বিটের পাশে থাকা কাঠের ব্রিজটি গত ৫ অক্টোবর জলের তোড়ে উড়ে গিয়েছিল। এরপর ৩৭ দিন কেটে গেলেও সেটি মেরামত হয়নি। এরফলে রোজগারে টান পড়েছে শালকুমার এলাকার প্রচুর ব্যবসায়ীর। যাঁরা পর্যটকদের ট্রাইবাল ফোক ডান্স পরিবেশন করে অর্থ রোজগার করতেন, তাঁদের রোজগার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বারবার আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা হচ্ছে না বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের।

শালকুমার নতুনপাড়ার ব্যবসায়ী এক্রামুল হক বলেন, 'আমরা জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা খাউচাঁদপাড়া হয়ে মাদারিহাট চলে গিয়েছে সেদিক দিয়েই যাতায়াত করতাম। আমরা মাদারিহাট, হাসিমারা ও জয়গাঁয় ব্যবসা করতে যেতাম। জলদাপাড়ার ভেতর দিয়ে যাওয়ার ফলে দূরত্ব অনেক কম হত। কিন্তু হলং বিটের পাশে থাকা কাঠের ব্রিজটি গত ৫ অক্টোবর জলের তোড়ে উড়ে যাওয়ায় আমাদের ফালাকাটা হয়ে প্রায় দ্বিগুণ পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এরফলে একদিকে যাতায়াতের খরচ যেমন বেড়ে গিয়েছে তেমনি সময়ও বেশি লাগছে।'

এক্রামুল মুরগির ব্যবসা করতেন। কিন্তু ফালাকাটা হয়ে হাসিমারা যেতে ১৪০ কিলোমিটার দূরত্ব পেরোতে হয়। আর জলদাপাড়ার ভেতর দিয়ে মাদারিহাট হয়ে গেলে যাতায়াত ৫০ কিলোমিটার হয়। এই দীর্ঘ রাস্তার কারণে পথেই প্রচুর মুরগি মারা যায়। তাই এই ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন, এখন সম্পত্তি বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। একই কথা শোনা যায় রমেন রায়, সরিফুল মিয়াঁদের গলাতেও। তাঁরা জানালেন, জলদাপাড়ার ভেতর কোর এলাকা দিয়ে যাতায়াত করতে দেওয়া হয় না। আবার ব্রিজ মেরামত করা হচ্ছে না। এত ঘুরপথে যাতায়াত করে আয়ের থেকে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি। সেইজন্য প্রায় সবাই ব্যবসা বন্ধ করে সম্পত্তি বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। এরকম প্রায় ১৫-২০ জন ব্যবসায়ী রয়েছেন। অপরদিকে, জলদাপাড়ায় ঘুরতে আসা পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য ট্রাইবাল ফোক ডান্স করতেন খাউচাঁদপাড়ার ১৯ জন। যাঁদের মধ্যে ১৩ জন মহিলা আর ৬ জন পুরুষ। এই ১৩ জন মহিলার মধ্যে আবার ছাত্রী আছে ৯ জন। যারা এই রোজগারের টাকা দিয়ে পড়াশোনার খরচ চালায়। কিন্তু কাঠের ব্রিজ উড়ে যাওয়ার পর থেকেই এই ফোক ডান্স বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এই ডান্স টিমের কর্ণধার কুমার কার্জির কথায়, 'আমরা ব্রিজের ওপারে ডান্স করতাম। আর পর্যটকরা এপার থেকে ওপারে গিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতেন। এখন ব্রিজ না থাকায় পর্যটকরা ওপারে যেতে পারেন না। ফলে আমাদের রোজগার পুরোপুরিই বন্ধ।'

এই ব্যাপারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা জানিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে।

### একনজরে

- হলং বিটের পাশে থাকা কাঠের ব্রিজটি গত ৫ অক্টোবর জলের তোড়ে উড়ে গিয়েছিল
- এরপর ৩৭ দিন কেটে গেলেও সেটি মেরামত হয়নি এর ফলে রোজগারে টান পড়েছে শালকুমার এলাকার প্রচুর ব্যবসায়ীর
- যাঁরা পর্যটকদের ট্রাইবাল ফোক ডান্স পরিবেশন করে রোজগার করতেন, তাঁদেরও রোজগার পুরোপুরি বন্ধ
- বারবার আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা হচ্ছে না বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের

বংশীধরপুরে চাষিদের কথা ভেবে তৈরি হয়েছে সাঁকো।

### ধান পরিবহণের আশায় চাষিরা

# পাকা সেতুর দাবি আজও অধরা

সুভাষ বর্মন

**ফালাকাটা, ১৩৫ নভেম্বর :** ফালাকাটার বংশীধরপুরে জাপান মুন্ডার বাড়ি বুড়িতোর্ষা নদীর পূর্ব প্রান্তে। কিন্তু ধানখেত নদীর পশ্চিম প্রান্তে। এক বছর ধরে বাঁশের সাঁকো ভাঙা ছিল। কারণ, জাপান শুনেছিলেন এখানে নতুন সেতু তৈরি হবে। এদিকে, জমির ধান পাকতে শুরু করেছে। তাই জমির ধান কীভাবে বাড়িতে আনবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন জাপান। একইরকমভাবে ধানের আঁটি বাড়িতে নিয়ে আসা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন নদীর পশ্চিম প্রান্তের বাসিন্দা ধজ অধিকারী, অনিল বর্মনের মতো চাষিরাও। কারণ, তাঁদের ধানের জমি নদীর অপর প্রান্তে। এদিকে, জনপ্রতিনিধিরা আশ্বাস দিলেও সেতু তৈরির কোনও তৎপরতা চোখে পড়েনি। তবে আপাতত যৌথ বন পরিচালন কমিটির টাকায় একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি হয়েছে। এখন এই সাঁকোর উপর দিয়েই ধানের আঁটি পরিবহণ করতে পারবেন চাষিরা।

আগে ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই এখানে প্রতি বছর সাঁকো তৈরি করা হত। কিন্তু গত বছরের বর্ষায় সাঁকোটি জলের তোড়ে ভেঙে যায়। সেই বেহাল সাঁকোটি পরিদর্শন করেছিলেন এই এলাকা থেকে নির্বাচিত আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়। তিনিই সেখানে সেতুর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এক বছরেও কাজ হল না কেন? মানিকের কথায়, 'ওই সেতুর বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের ওপরমহলের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওখানে পাকা সেতুর প্রস্তাব প্রশাসনের ওপরমহলে পাঠিয়েছি। তবে এখন শুখা মরশুম। তাই নতুন বছরের আগেই কাজটি যাতে হয় সেই চেষ্টা চলছে।'

বংশীধরপুর গ্রামের পাশেই জলদাপাড়া বনাঞ্চল। তবে এবারই প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েতের বদলে যৌথ বন পরিচালন কমিটির টাকায় কয়েকদিন আগে একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়।

যৌথ বন পরিচালন কমিটির স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সবাত অধিকারীর কথায়, 'এখানে সাঁকো না থাকলে চাষিদের তিন-চার কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হবে। নদীর জল মাড়িয়ে ধানের আঁটি বাড়িতে আনতে হবে। এজন্যই যৌথ বন পরিচালন কমিটির টাকায় আপাতত সাঁকোটি তৈরি করা হয়।'

এদিকে বংশীধরপুর গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য সুবল বর্মন বলছেন, 'জেলা পরিষদ থেকে ওখানে সেতু হবে। এজন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আর বাঁশের সাঁকো করা হয়নি। তবে আপাতত যৌথ বন পরিচালন কমিটি যে সাঁকোটি তৈরি করেছে, সেটি দিয়েই চাষিরা ধানের আঁটি নিয়ে আসতে পারবেন।'

এই সাঁকো দিয়ে বংশীধরপুর, যোগেন্দ্রনগর, নেপালিপাড়া, অধিকারীপাড়া সহ আশপাশের আরও কয়েকটি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু আশপাশের বাসিন্দারা জমির ফসল ঘরে নিয়ে আসা নিয়েই সমস্যায় পড়েন। স্থানীয় জাপান মুন্ডার বক্তব্য, 'ধান পাকতে শুরু করেছে। এখন যেহেতু সাঁকোটি হয়েছে তাই ধান কাটা শুরু করব।'

টুকরো খবর

## পরিদর্শন

**ফালাকাটা, ১৩ নভেম্বর :** আলুর মরশুমে সারের কালোবাজারি রুখতে পরিদর্শন শুরু করল কৃষি দপ্তর। বৃহস্পতিবার ফালাকাটার গুয়াবরনগর, ভুটনিরঘাট এলাকায় ৫-৬টি রাসায়নিক সারের দোকান হঠাৎ করেই ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস পরিদর্শন করেন। যাতে কোনওভাবেই সারের কালোবাজারি করা না হয় সেজন্য ব্যবসায়ীদের এদিন সতর্ক করা হয়। তবে এদিন কোনও দোকানে ত্রুটি দেখতে পায়নি কৃষি দপ্তর।

## মেলা শেষ

**কালচিনি, ১৩ নভেম্বর :** কালচিনি ব্লকের নিমতি দোমোহনির রাসমেলা মাঠে অনুষ্ঠিত ১৫তম রাসমেলা শেষ হল। বুধবার রাতে শেষদিনের মেলায় ভালো ভিড় হয়েছে বলে দাবি করেছে মেলা কমিটি। মেলার আয়োজক কমিটির সদস্য শুভঙ্কর মজুমদার বলেন, 'মেলায় নানা অনুষ্ঠানের সুবাদে মেলায় দর্শনার্থীদের ভালো ভিড় হয়েছে। মেলায় প্রায় ৭০টি দোকান বসেছিল। এছাড়াও ছিল ছোটদের বিভিন্ন রাইডিং। কয়েক বছরে ওই মেলা এলাকায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।'

## আদিবাসী দিবস

**সোনাপুর, ১৩ নভেম্বর :** আগামী ১৫ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা চা বাগানের ক্যান্টিন মাঠে আদিবাসী দিবস উদযাপন করা হবে। বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৫, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর তিনদিনব্যাপী আদিবাসী মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সঙ্গে ফুটবল খেলারও আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গার খেলোয়াড়দের সংবর্ধনাও জানানো হবে বলে জানান পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায়।

## আলোচনা সভা

**ফালাকাটা, ১৩ নভেম্বর :** সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দেড়শোতম জন্মবার্ষিকীর উপর বিশেষ আলোচনা সভা হল ফালাকাটা কলেজে। বৃহস্পতিবার কলেজের সেমিনার রুমে এনএসএস (ইউনিট-তিন)-র তরফে এই আলোচনার আয়োজন করা হয়। সেখানে পড়ুয়াদের বল্লভভাই প্যাটেল সম্পর্কে আলোচনা করেন কলেজের অধ্যাপক অভিরঞ্জন বর্মন, শুভ্র সাহা প্রমুখ।

## অস্বাভাবিক মৃত্যু

**বারবিশা, ১৩ নভেম্বর :** বৃহস্পতিবার দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরডাবরি মুসলিমচরে। মতিয়ার শেখ (২২) নামে এক তরুণকে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে থাকতে দেখে বাড়ির লোকজন উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, ঘরের ভেতর ঝুলতে দেখে পূর্ব শালবাড়ি লাগোয়া ভল্কা চড়াই মহলের বাসিন্দা মিঠুন দে-কে (৩২) তড়িঘড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান বাড়ির লোকজন। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

## প্রতিযোগিতা

**বীরপাড়া, ১৩ নভেম্বর :** বীরপাড়া থানার নেপানিয়া ঢেকলাপাড়া টিজিসিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭০ জন পড়ুয়া বৃহস্পতিবার বীরপাড়া মাড়োয়ারি যুবমঞ্চের মহিলা সদস্যদের উদ্যোগে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। পড়ুয়াদের ছবি আঁকার সামগ্রীও উপহার দেয় সংগঠনটি, জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মন্তোষ ঘোষ।

# ঘর তৈরিই সার, পরিষেবা অমিল

## কুমারগ্রামের তিন বাগানে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালুর দাবি

রাজু সাহা

**শামুকতলা, ১৩ নভেম্বর :** কুমারগ্রাম ব্লকের রহিমাবাদ, কার্তিকা এবং তুরতুরি চা বাগানে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হওয়ার পর শ্রমিকদের মনে আশা জেগেছিল, এবার বোধহয় চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে। কিন্তু সে আশা আজও পূরণ হল না। ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার- সমস্ত পদ খালি। নেই ওষুধ কিংবা টিটেনাসের ব্যবস্থা। টেলিমেডিমিন পরিষেবাও চালু হয়নি। শরীর খারাপ হলে ভরসা ২০ কিমি দূরের শামুকতলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো চালু করার দাবিতে ওই তিন বাগানের শ্রমিকদের দাবি জোরালো হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তর চা বাগানগুলোতে যেমন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করছে, তেমনই শ্রম দপ্তরও এই ধরনের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করছে। বেশিরভাগ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়ে গিয়েছে। যে কেন্দ্রগুলি এখনও চালু হয়নি, সেগুলো আমাদের কাছে হস্তান্তর করলেই চালু হয়ে যাবে।'

স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা যেমন, জলের সংযোগের অভাব ও লোকবল না থাকায় ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়নি।

২০২৪ সালের শেষের দিকে রহিমাবাদ, কার্তিকা এবং তুরতুরি চা বাগানে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়। কার্তিকা চা বাগানের শ্রমিক বিমল বরা বলেন, 'সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গোরু, ছাগল ঢুকে যাচ্ছে। অসামাজিক কাজের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। পলেস্তারা খসে পড়ছে। ঘরের অবস্থা ভালো নেই। ভেঙে পড়ছে।'

বাগানের শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, আইন থাকলেও বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের চিকিৎসার কোনও দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। আগের মতো নিয়মিত শ্রম দপ্তরের নজরদারি বন্ধ। প্রতিবাদ করলে বাগান বন্ধ করে দেবার হুঁশিয়ারি আসে। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় শ্রমিকদের বিকল্প আয়ের উৎস নেই। ২৫০ টাকা মজুরি, পিএফ কেটে যা আয় হয়, তাতে চিকিৎসা করাতে সমস্যা হয়। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা গ্র্যাচুইটি, পিএফ না পেয়ে সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুণ বলেন, 'সরকার চা বাগান সহ বিভিন্ন এলাকায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেওয়ায় শ্রমিকরা আশা করেছিলেন, এবার হয়তো চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে। বাস্তবে বছর ঘুরে গেলেও ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার, ওষুধ কিছুই এল না। ঠিকাদার বিল পেয়েছে, নেতারা কাটমানি বুঝে নিয়েছে। আর চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত।' সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি চালু করার দাবিতে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিটু।

> স্বাস্থ্য দপ্তর চা বাগানগুলোতে যেমন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করছে, তেমনই শ্রম দপ্তরও এই ধরনের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করছে। বেশিরভাগ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়ে গিয়েছে। যে কেন্দ্রগুলি এখনও চালু হয়নি, সেগুলো আমাদের কাছে হস্তান্তর করলেই চালু হয়ে যাবে।
>
> **সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়**
> *মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, আলিপুরদুয়ার জেলা*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ধান কাটার মরশুমে।। *নয়ারহাটের পিকনিধারা গ্রামে ছবিটি তুলেছেন দিনহাটার সাহানুর হক।*

# কাজের খোঁজে দিল্লি যাওয়ার ছক নাবালিকার, পরে উদ্ধার

**শামুকতলা, ১৩ নভেম্বর :** গ্রামের দু'তিনজন দিদি দিল্লিতে গিয়ে কাজ করেন। তাঁদের ঝকঝকে জীবন। হাতে দামি মোবাইল। সুন্দর পোশাক। চলাফেরাও পালটে গিয়েছে। সেও ওই দিদিদের মতো হবে। এই ভেবে অসমের ধুবড়ি জেলার একটি গ্রামের পনেরো বছরের এক কিশোরী ঘর ছেড়েছিল। অভাবের সংসার থেকে পালিয়ে দিল্লি যাওয়ার মতলব করেছিল। বেশ খানিকটা পথ পাড়িও দিয়েছিল। তবে শেষপর্যন্ত তার সেই 'পরিকল্পনা' সফল হয়নি। আলিপুরদুয়ার জেলার এক টোটোচালক সেটা বুঝতে পেরেই শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেন। এর পরেই মেয়েটিকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ। মেয়েটিকে ফিরে পেয়ে ওই কিশোরীর বাবা-মা পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মেয়েটি অসম থেকে বারবিশা পর্যন্ত চলে আসে। এখান থেকে একটি টোটোতে চেপে রওনা দেয় আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে। সেই সময়েই ওই টোটোচালক তার কথাবার্তা শুনে সন্দেহ করেন।

> টোটোচালক সময়মতো আমাদের খবর দিয়েছিলেন বলে আমরা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পেরেছি। না হলে মেয়েটির জীবন অন্ধকারময় হয়ে উঠতে পারত।
>
> **সঞ্জীব মোদক,** ওসি
> *শামুকতলা রোড ফাঁড়ি*

মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়েছে, এমনটা অনুমান করে তিনিই থানায় খবর দেন। কিন্তু মেয়েটি এভাবে একা একা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলে শেষপর্যন্ত যে কী হত সেটা ভেবেই রীতিমতো চিন্তায় পুলিশ। মেয়েটিকে তার বাবা-মার হাতে তুলে দিতে পেরে স্বস্তি পেয়েছেন পুলিশকর্তারা।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই কিশোরীর বাবা দিনমজুর। মেয়েটি দশম শ্রেণির ছাত্রী। সংসারে অভাব রয়েছে। গ্রামের অন্য মেয়েরা ভিনরাজ্যে কাজ করে ভালো রয়েছে দেখে তারও ইচ্ছে হয় দিল্লি যাওয়ার। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেন, 'টোটোচালক সময়মতো আমাদের খবর দিয়েছিলেন বলে আমরা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পেরেছি। না হলে মেয়েটির জীবন অন্ধকারময় হয়ে উঠতে পারত। কমবয়সি মেয়েদের এভাবে কাজের খোঁজে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব এবং প্রেমের সম্পর্ক করে ভিনরাজ্যে চলে গিয়ে অন্ধকার জীবন কাটানোর অনেক ঘটনা আমরা শুনতে পাই।' এই প্রবণতা রুখতে এলাকায় লাগাতার সচেতনতামূলক শিবির করা হবে, আশ্বাস ওসির।

## দুর্ঘটনায় জখম

**বারবিশা, ১৩ নভেম্বর :** বৃহস্পতিবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন এক ব্যক্তি। কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা নিউটাউন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পিছন দিক থেকে আসা গাড়িটি তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। জাতীয় সড়কে পড়ে থাকা আহত ব্যক্তিকে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়।

# রাসমেলার যাত্রাপালায় স্মৃতিমেদুর প্রবীণরা

সুভাষ বর্মন

**পলাশবাড়ি, ১৩ নভেম্বর :** এবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের ভান্ডানিমেলায় যাত্রাপালার আসর বসেনি। ঘাটপাড়ের কালীমেলা ও উত্তর মেজবিলে জগদ্ধাত্রীপুজোর মেলাই হয়নি। তাই স্থানীয়রা যাত্রাপালা দেখার সুযোগ পাননি। শতবর্ষ প্রাচীন শালকুমারহাটের কালীমেলায় শুধু একদিন যাত্রাপালা হয়েছিল। তাতে অবশ্য যাত্রা দেখার স্বাদ মেটেনি অনেকের। বচ্ছরকার মনোরঞ্জনের সেই ঘাটতি এবার পূরণ হচ্ছে মেজবিলের রাসমেলায়। এই মেলা রবিবার শেষ হবে। তবে ইতিমধ্যে মঙ্গলবার রাতে যাত্রাপালার আসর বসানো হয়েছে। আগামী শনিবার রাতে যাত্রাপালা হবে। সেদিনও কলকাতার দলের যাত্রা দেখতে ভিড় করবেন বলে প্রবীণরা জানিয়েছেন।

মেজবিল রাসমেলায় যাত্রাপালার দৃশ্য।

কথায় বলে, স্মৃতি সততই মধুর। আর দেখতে এসে প্রবীণ দম্পতিরা ভাসছেন স্মৃতির পাথারে। বার্ষিক মনোরঞ্জনের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি যাত্রাপালা দেখতে এসে অতীতের মেলা ঘুরে দেখার কথা মনে পড়ছে অনেকের। পাঁচ দশক আগে যখন মেজবিলের রাসমেলা শুরু হয় তখন কিন্তু এই যাত্রাপালাই ছিল মেলার মূল আকর্ষণ। অতীতের সেই পুরোনো ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছেন উদ্যোক্তারা। মঙ্গলবার রাত জেগে যাত্রাপালা দেখে বছর পঞ্চান্নর মুকুল রায়ের বক্তব্য, 'ছোটবেলা থেকে এই মেলায় এসে যাত্রা দেখছি। শীতের সময় মেলা হয়। আগে তো মেলা মঞ্চের সামনে খড় পেতে দেওয়া হত। তার ওপর বসে কলকাতার দলের কত যাত্রা দেখেছি!' তাঁর স্ত্রী দীপালি রায় বললেন, 'এখন আর খড় পাতা থাকে না। মঞ্চের সামনে চেয়ারে বসেই যাত্রাপালা দেখতে ভীষণ ভালো লাগে। তাই শনিবারও যাত্রাপালা দেখতে মেলায় যাব।'

মঞ্চের সামনে দেখা মিলল ষাটোর্ধ্ব সুরেন বর্মন, কানাই দাস, মদন বর্মনদের। কানাইয়ের কথায়, 'এবার যাত্রাপালা হয়নি বলে ভান্ডানিমেলায় যাইনি। কিন্তু মেজবিলের মেলায় যাত্রাপালা হচ্ছে। তাই আসছি।' এখন যাত্রাপালা পরিবেশনায় অনেক বদল হয়েছে। আলোকসজ্জায় মঞ্চের সৌন্দর্য বেড়েছে। সুরেন বলেন, 'এই যাত্রাপালা দেখতে ভালো লাগছে।'

মেজবিলের রাসমেলায় যাত্রা দেখে ৪ দশক আগের কথা মনে পড়ে শিশাগোড়ের ষাটোর্ধ্ব সুজিত সরকারের। তাঁর কথায়, 'তখন মোহন অপেরার যাত্রাপালা খুব দেখতাম। কখনও ভুলব না- কারাগার জাগছে। নেলসন ম্যান্ডেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মোহন চট্টোপাধ্যায়।' কালীপুরের আরেক প্রবীণ ঘনশ্যাম বর্মন বলেন, 'কলকাতার নিউ রয়্যাল অপেরার যাত্রাপালার কথা এখনও মনে আছে। সুভাষ ভৌমিক ছিলেন মুখ্য অভিনেতা। যাত্রাপালার নাম ছিল কল্কির হাতে কলি বধ।'

## চেন্নাইয়ে মৃত

চেন্নাই থেকে বীরভূমের বাড়িতে ফিরল পরিযায়ী শ্রমিক অসীম দাসের মৃতদেহ। ছেলের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে ভিনরাজ্যে গিয়েছিলেন। শোকস্তব্ধ গ্রাম।

## মেট্রোয় জট

কলকাতা পুলিশের ছাড়পত্র না মেলায় শুরু হয়নি বেলেঘাটা ও গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশের অসম্পূর্ণ কাজ। আগামী সপ্তাহে ছাড়পত্র মিলতে পারে বলে জানিয়েছে মেট্রো।

## বন্ধ সেতু

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী রবিবারও ১৬ ঘন্টা বিদ্যাসাগর সেতুতে বন্ধ থাকবে যান চলাচল। উদ্বোধনের পর থেকে ঝুলন্ত কেবল রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়নি। এবার সেই কাজ শুরু হবে।

## চেম্বারে দেহ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে আইনজীবীর চেম্বার থেকে উদ্ধার হল আইনের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। অভিযোগ, মৃতার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল আইনজীবীর। উদ্ধার হয়েছে প্রেমপত্র।

### দিল্লিতে বিস্ফোরণ

## গোয়েন্দা ব্যর্থতা, মত প্রাক্তন সেনাকর্তাদের

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** দিল্লির ঘটনার পর গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন প্রাক্তন সেনাকর্তাদের একাংশ এবং পহলগাম কাণ্ডে নিহতদের পরিবার। যদিও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কারণে বড়সড়ো বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলেও মনে করছেন প্রাক্তন সেনাকর্তাদের আরেকাংশ।

প্রাক্তন সেনাকর্তা সমীর মিত্র বলেন, 'নিরাপত্তার খামতি না থাকলে কীভাবে এমনটা ঘটল? যাঁদের যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা তা পালন করেননি। কোনও ঘটনা ঘটার ১০-১৫ দিন এত উদ্বেগ দেখানো হয়, কিন্তু তার পরে সব ঝিমিয়ে যায়।' যদিও প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস বলেন, 'গোয়েন্দা ব্যর্থতা হলে প্রাণ যেতে পারত। এই ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য ডিজিটাল আইডেন্টিফিকেশন, বিদেশি চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন।'

প্রাক্তন সেনাকর্মী বিমান সিংহের মতে, 'নিরাপত্তার স্বার্থে তদন্তকারীরা অনেক কিছু প্রকাশ্যে আনতে পারেন না। তবে মানুষের সচেতনতা দরকার।' প্রাক্তন সেনাকর্তা এন মোহান রাওয়ের বক্তব্য, 'গোয়েন্দারা ৯৯ শতাংশ ভালো কাজ করেছে বলে এত বিস্ফোরক, অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত কিছু হয় না।' প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ আরকে শ্রীবাস্তবের মতে, 'অপারেশন চলাকালীন সব সামনে আনা যায় না, তাতে অপরাধীরা সতর্ক হয়ে যায়।'

যদিও গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন পহলগাম কাণ্ডে নিহত বিতান অধিকারীর দাদা। বিভু অধিকারী বললেন, 'দেশের মানুষ ধোঁয়াশার মধ্যেই রয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের সময় জঙ্গিদের হত্যা করা হয়েছে বলে দেখানো হল। এদের মোটিভ সম্পর্কে খবর নেওয়া হয়?' নিহত সেনা জওয়ান ঝন্টু শেখের পরিবারের দাবিও একই। যদিও বিষয়টি নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি নিহত সমীর গুহের স্ত্রী শবরী গুহ।

# মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজ

## অধ্যক্ষের ইস্তফা দাবি শুভেন্দুর

**অরূপ দত্ত ও রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ হল আদালতে। '২১-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে জেতার পর তৃণমূলে ফিরে যান মুকুল। এই ঘটনায় দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে ২০২১ ও ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আলাদা আলাদা ভাবে মামলা দায়ের করেছিলেন কল্যাণীর আইনজীবী বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সেই মামলায় মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের নির্দেশ দেয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টে মামলা দায়েরের আগে প্রথামাফিক অধ্যক্ষের কাছে বিচার চেয়েছিল বিজেপি। দীর্ঘ শুনানির পর অধ্যক্ষ বিজেপির অভিযোগ খারিজ করে দেন। তাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, এই মামলা কলকাতা হাইকোর্টেই করতে হবে। তারপরেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন শুভেন্দু ও অম্বিকা। এদিন আদালতের রায়কে ঐতিহাসিক বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। অন্যদিকে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমি সবদিক বিবেচনা করেই রায় দিয়েছিলাম। আদালতের রায় হাতে পাওয়ার পর তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।'

এর আগেও মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অধ্যক্ষকে বিবেচনা করতে বলেছিল আদালত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত বদল হয়নি। এদিন মুকুল রায়ের বিধায়কপদ খারিজের পক্ষে আদালতের পর্যবেক্ষণ সাংবিধানিক বিষয় হওয়ায় ১০০ শতাংশ প্রমাণ প্রয়োজন বলে অধ্যক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা সঠিক নয়। তাছাড়া মুকুল রায়ের তৃণমূল যোগ নিয়ে যেসব দৃষ্টান্ত রয়েছে, তা অস্বীকার করেননি মুকুল নিজেই। তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত।

**আদালতের পর্যবেক্ষণ**

- আগেও মুকুলের বিধায়ক পদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অধ্যক্ষকে বিবেচনা করতে বলেছিল কোর্ট
- কিন্তু তা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত বদল হয়নি
- বিধায়ক পদ খারিজের পক্ষে আদালতের পর্যবেক্ষণ সাংবিধানিক বিষয় হওয়ায় ১০০ শতাংশ প্রমাণ প্রয়োজন বলে অধ্যক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছে আদালত
- তাছাড়া মুকুল রায়ের তৃণমূল যোগ নিয়ে যেসব দৃষ্টান্ত রয়েছে, তা অস্বীকার করেননি মুকুল নিজেই

মুকুল তৃণমূলে ফেরার পর বিধানসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। যা প্রথা অনুযায়ী বিরোধী দলের প্রাপ্য। অধ্যক্ষের দাবি ছিল, বিধানসভায় মুকুল রায় বিজেপির বিধায়ক। প্রথা মেনেই মুকুলকে পিএসির চেয়ারম্যান করেছিলেন তিনি। প্রতিবাদে সর্বদল ও বিএ কমিটির বৈঠক ধারাবাহিক ভাবে বয়কট করে বিজেপি। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সেই লড়াইয়ে দেরিতে হলেও সাফল্য মিলল বিজেপির।

এতে দলত্যাগী বিধায়কদেরও বার্তা দিল বিজেপি। '২১-এর বিধানসভা ভোটের পর থেকে বিজেপি শিবির ছেড়ে মুকুল রায় সহ ১০ বিধায়ক দলবদল করেছিলেন। এর মধ্যে রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী, বাগদার বিশ্বজিৎ দাস, রানাঘাট দক্ষিণের মুকুটমণি অধিকারী পদত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দেন। কৃষ্ণ ও মুকুটমণি উপনির্বাচনে জিতে তৃণমূলের বিধায়ক। কালিয়াগঞ্জের ধূপগুড়ির বিষ্ণুপদ রায় মারা যান। ফলে দলবদলু বিজেপি বিধায়ক বলতে আলিপুরদুয়ারের সুমন কাঞ্জিলাল, বিষ্ণুপুরের তন্ময় ঘোষ, কোতলপুরের হরকালি প্রতিহার ও হলদিয়ার তাপসী মণ্ডলদের এবার ভাবতে হবে। এদিন মুকুল রায়ের সূত্রেই বাকি দলবদলুদের বিরুদ্ধেও আদালতে মামলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, চলতি বিধানসভার মেয়াদ এমনিতেই শেষের মুখে। ফলে আদালতে গিয়ে বিশেষ লাভ নেই বিজেপির।

আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'এটা ঐতিহাসিক রায়। দেশের সংবিধান জিতেছে বিধানসভায় তৃণমূলের অধ্যক্ষ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় হয়েছে। এর দায় নিয়ে অবিলম্বে অধ্যক্ষের পদত্যাগ করা উচিত।' যদিও তাকে পাত্তা দিতে চাননি বিমান। সিপিএমের সুজন চক্রবর্তীও রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, যারা নিজেরাই সব সময় সংবিধানকে হত্যা করছে তাদের মুখে এই কথা মানায় না। মুকুল রায়ের ছেলে শুভ্রাংশুর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

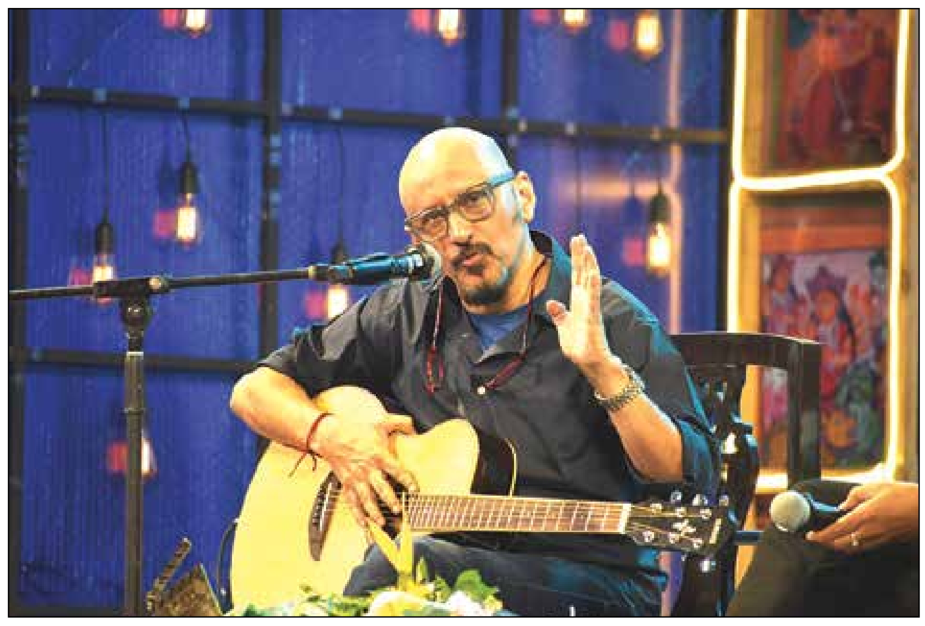

*কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই বিদেশি পরিচালকদের বাংলায় কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীত পরিচালক শান্তনু মৈত্রও। ধরা পড়ল দেবার্চন চট্টোপাধ্যায় ও দেবাশিস মণ্ডলের ক্যামেরায়।*

## বিদেশি পরিচালকদের বাংলায় আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** বিদেশি চলচ্চিত্র পরিচালকদের বাংলায় আসার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে হাজির হয়ে চমকে দিলেন তিনি। বললেন, টলিপাড়ার সঙ্গে হাত মেলালে দেশ-বিদেশের পরিচালকরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমানের ছবি তৈরি করতে পারবেন। কারণ বাংলা ভারতের সংস্কৃতির পীঠস্থান। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, এই বছরের তুলনায় আগামী বছর আরও বড়মাপের চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করবে রাজ্য।

বৃহস্পতিবার জীবনকৃতি সম্মান পেলেন পরিচালক গৌতম ঘোষ। এই সম্মান প্রয়াত স্ত্রী নীলাঞ্জনা ঘোষকে উৎসর্গ করলেন গৌতম। বললেন, 'ও না থাকলে এই পথ চলা সম্ভব হত না।' এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জুন মালিয়া, দীপক অধিকারী (দেব), পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল, স্বামী পিনাকী মিশ্রের সঙ্গে সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ অন্যরা। উৎসবের শেষ দিনে সংগীত পরিচালক শান্তনু মৈত্রের অনুষ্ঠানে দর্শকরা আবেগঘন হয়ে পড়লেন। তাঁকে এদিন সম্মানিত করা হয়। অরিন্দম শীলের সঙ্গে আড্ডায় তিনি তুলে ধরেন কীভাবে বিজ্ঞাপনের জিঙ্গলস দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর জীবন।

**কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি**

উৎসবের শেষ দিন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি যথেষ্ট নজর কাড়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনিই ছিলেন মুখ্য সঞ্চালক। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উঠে নিজেই তাঁর খোঁজ করেন। সমালোচকদের আশঙ্কা, ফেডারেশনের সঙ্গে মনোমালিন্য থাকায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরম। তবে অপর সঞ্চালক জুন মালিয়া মঞ্চেই জানিয়েছেন, গলায় ইনফেকশনের কারণে পরম ব্যাক স্টেজে রয়েছেন। উৎসবের শুরুর দিন থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলাকারী পরিচালকদের সঙ্গে দূরত্ব রাখতেই কি এবার প্রথম দিন থেকে অনুপস্থিত ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সহ অন্যান্য সদস্য? যদিও পরমব্রতর যুক্তি, ফেডারেশনের সঙ্গে মনোমালিন্য থেকে দূরে থাকাটাই তিনি শ্রেয় মনে করেন। আলোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি মিটতে পারে। আইনি পথ নেওয়ার মানেই হয় না। চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে এই সমীকরণকে জড়ানোও অযৌক্তিক। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়চন্দ্র চন্দ্র জানিয়েছেন, কলাকুশলী ও প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে ক্ষোভ তৈরি হওয়ার জন্যই তাঁদের এই অনুপস্থিতি।

### সাবধানে থাকুন, নাহলে উড়ে যাবেন

# হুমকি ফোন শুভেন্দুকে

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** সাবধানে থাকবেন না-হলে উড়ে যাবেন। হুমকি ফোন পেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত মঙ্গলবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিনে এই ফোন পেয়েছেন বলে দাবি শুভেন্দুর। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি। তার পরিপ্রেক্ষিতে শুভেন্দুর নিরাপত্তা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলীয় সভায় যোগ দিতে এসে এই হুমকি ফোনের বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি।

গত মঙ্গলবার দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করতে যান শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, সেই দিনই তিনি ফোনে প্রাণনাশের হুমকি পান। এদিন সেই হুমকি ফোনের অডিও সংবাদমাধ্যমকে শুনিয়েছেন তিনি। অডিওতে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি পাকিস্তান থেকে বলছি। একটু সাবধানে থাকবেন। না হলে উড়ে যাবেন। কতজন বিএসএফ উড়ে গেল ভারতে, আপনিও উড়ে যাবেন। একটু সাবধান হয়ে যান।' শুভেন্দু মনে করেন, এই হুমকি ফোনের সঙ্গে বাংলাদেশের জামাত-যোগ রয়েছে। যদিও ফোনের ওপারের কণ্ঠের দাবি, তিনি পাকিস্তান থেকে ফোন করছেন। কিন্তু যে নম্বর থেকে ফোন এসেছিল +৬৬৬ সেটি সৌদি আরবের কোড নম্বর।

যিনি এই ফোন করেছিলেন, তিনি হিন্দিতে কথা বললেও তা খুব সড়গড় নয়। শুভেন্দুর মতে, বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে কাজ করতে যাওয়া কোনও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্যের এই কাজ হতে পারে। সংবাদমাধ্যমে হুমকি ফোন নিয়ে সরব হলেও মুখে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাননি তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'এরকম থ্রেট কল আমি দু'দিন পর পর পাই। যাঁরা হিন্দুদের হয়ে কথা বলবে ইসলামিক টেররিস্ট গ্রুপ তাঁদেরই হুমকি দেবে। এটা হবেই। কোনও ব্যাপার নয়।

এমনিতেই শুভেন্দু কেন্দ্রের জেড ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা পান। কোচবিহার ও বারুইপুরে দলীয় কর্মসূচি করতে গিয়ে হামলার মুখে পড়ার পর বিরোধী দলনেতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে খতিয়ে দেখা শুরু করেছে কেন্দ্র। সামনেই বিধানসভার নির্বাচন। তাকে মাথায় রেখে বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা বাড়াতে পারে কেন্দ্র। বিশেষত এই হুমকি ফোনের পর সেই সম্ভাবনা আরও কিছুটা বাড়ল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

**চর্চায় জামাত যোগ**

- গত মঙ্গলবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিনে এই ফোন পেয়েছেন বলে দাবি শুভেন্দুর
- বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি
- তার পরিপ্রেক্ষিতে শুভেন্দুর নিরাপত্তা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা
- বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলীয় সভায় যোগ দিতে এসে এই হুমকি ফোনের বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি

## পার্থকে নিশানা বৈশাখীর

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দল থেকে আপাতত ঝেড়ে ফেলতে চাইছে তৃণমূল। দলের কোনও কর্মসূচিতেও তাঁকে না থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে বান্ধবী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার সময় শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন পার্থ। বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে তাঁকে সরাসরি নিশানা করে বৈশাখী বলেন, 'ব্যক্তি জীবনকে রাজনীতিতে আনা ঠিক নয় বলে আজ পার্থবাবু বলছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে শোভনবাবুর রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করার পিছনে মাস্টারমাইন্ড ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ওঁর ষড়যন্ত্রেই শোভনকে দল ছাড়তে হয়েছিল।' পার্থকে কটাক্ষ করে বৈশাখী বলেন, 'আদালতে পার্থবাবু নাকি অর্পিতাকে নিজের ভাগ্নি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। ভাগ্নি কী করে বান্ধবী হয়ে গেলেন। এমনকি এলআইসির কাগজেও অর্পিতাকে ভাগ্নি হিসেবে উল্লেখ করা আছে। পারলে উনি অস্বীকার করুন।'

**দূরত্ব বজায় রাখছে তৃণমূল**

এদিন বৈশাখী আরও বলেন, 'যদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও ধ্বংস করতে হয়, তাহলে পার্থকে রাজনীতিতে আনা দরকার। উনি নিজের দোষ ঢাকতে সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করছেন। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, ওঁর দুর্নীতি গোটা দেশ দেখেছে।' তবে এদিন পার্থ নতুন করে কিছু বলেননি।

কয়েকদিন আগেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর হাত ধরে তৃণমূলে ফিরেছেন শোভন এবং বৈশাখী। পার্থ মঙ্গলবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তৃণমূলেই থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দল যে তাঁর সাসপেনশন এখনই প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেবে না, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বরং তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেই চলবে।

বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনেও আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর পাশে তাঁর জায়গা করা হবে। দল তাঁর সঙ্গে দূরত্ব রেখেই চলবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁকে যে টিকিট দেওয়া হবে না, তাও প্রায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পার্থবাবু দল থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন। তাঁকে দল ফিরিয়ে আনেনি। ফলে তাঁর ব্যাপারে দল পরবর্তীকালে যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাই হবে। আপাতত তিনি তৃণমূলের কেউ নন।'

# সুজিতের স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে ইডি'র তলব

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার রেডারে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। এবার তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। আগামী সপ্তাহে তাঁদের ডাকা হয়েছে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাঁদের ইডির কলকাতা দপ্তরে যেতে বলা হয়েছে।

সম্প্রতি পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে মন্ত্রীর অফিস, তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুর ধাবা, দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপপুরপ্রধান নিতাই দত্তের বাড়ি ও গোডাউন সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত অয়ন শীলকে গ্রেপ্তারির তদন্ত সূত্রেই পুর নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, দক্ষিণ দমদম সহ একাধিক পুরসভায় বেআইনিভাবে নিয়োগ হয়েছিল। সেই সূত্রেই মন্ত্রী সহ তাঁর ঘনিষ্ঠদের জায়গায় অভিযান চালানো হয়। বেশ কিছু নথি ও সুজিতের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তদন্তকারীরা।

জানা গিয়েছে, সুজিত বসুর স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলের ব্যাংকের নথি, ঋণ সংক্রান্ত নথি নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, বিভিন্ন দুর্নীতির ক্ষেত্রে পরিবারকে সামনে রেখে বেআইনি লেনদেন আড়াল করা হত। এক্ষেত্রে তল্লাশির ভিত্তিতে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের তলব করা হয়েছে। সম্পত্তির উৎস সম্পর্কে জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '৪৫ লক্ষ টাকা ছেলের রেস্তোরাঁ থেকে নিয়ে এসেছে ইডি। উনি হিসেব দিতে পারেননি। হিসেব দেবেন কী করে, এটা তো তোলার টাকা। দুর্গাপুজোর নামে তোলাবাজি হয়। কোটি কোটি টাকা ওঠে।'

# বাংলায় সাফল্য নিয়ে উদ্বেগ বঙ্গ বিজেপিতে

## সন্ত্রাস, লক্ষ্মীর ভান্ডারের মোকাবিলায় সংশয়

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** ২০২৬-এ রাজ্যে সরকার গড়ার লক্ষ্য বিজেপির। দলীয় সূত্রে খবর,সেই লক্ষ্যে রাজ্যে ভালো ফল করতে উত্তরবঙ্গে ৪৮ আসনকে পাখির চোখ করছে বিজেপি। তবে রাজ্যের এক শীর্ষনেতার মতে, উত্তরবঙ্গে গড় রক্ষা হলেও রাজ্যে দলের সার্বিক ফল নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। '১৯-এর লোকসভা ভোট ও তার সুবাদে '২১-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপির গ্রাফ উর্ধ্বমুখী হলেও তিন বছর কাটতে না কাটতেই বিজেপি জমি হারাতে শুরু করে। '২৪-এর লোকসভা ভোটে ১৮ থেকে ১২ আসনে নেমে আসা আর উপনির্বাচন এবং দলে ভাঙনের জেরে বিধানসভায় ৭৭ আসন থেকে ৬৫-তে নেমে আসে বিজেপি। '১৯-এর লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের ৩৭ বিধানসভায় এগিয়ে ছিল বিজেপি। '২১-এর বিধানসভায় সেটাই কমে ৩০ হয়েছিল। '২৪-এ লোকসভা ভোটে ফল খারাপ সত্ত্বেও '২৬-এর বিধানসভার লড়াইয়ে উত্তরবঙ্গই ভরসা বিজেপির। সেই কারণে উত্তরবঙ্গের ৫৪ আসনের মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, ইসলামপুর গোয়ালপোখর, কোচবিহারের সিতাই-এর মূলত সংখ্যালঘু আসন ছেড়ে ৪৮ আসন জেতাকে লক্ষ্য করেছে বিজেপি। উদ্দেশ্য একটাই, উত্তরবঙ্গ থেকে যত বেশি সম্ভব আসন জিতে দলের আসন সংখ্যা বাড়ানো। উত্তরবঙ্গের সম্ভাব্য ফল নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও উত্তরবঙ্গের অন্যতম রাজ্য নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'উত্তরবঙ্গে দলের জেতা আসন কমবে না। মোটামুটি আশপাশেই থাকবে।' সুকান্তর মতে, উত্তরবঙ্গে দলের সংগঠনের শেকড় অনেক গভীরে। অন্যদিকে ওখানে তৃণমূলের কোনও সংগঠনই নেই।

তবে দার্জিলিং সহ পাহাড়ের ভোট অনেকটাই নির্ভর করবে দার্জিলিং-এর সাংসদ রাজু বিস্তের ওপর। রাজ্যে সরকার গড়তে ম্যাজিক সংখ্যায় পৌঁছোতে দরকার প্রায় ১৪৮টি আসন। উত্তরবঙ্গ থেকে দলের আসন বাড়লেও সরকার গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিজেপিকে জিততে হবে আরও ১০০ আসন। নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত দলের এক রাজ্য নেতার মতে, তার জন্য অনেকগুলি ফ্যাক্টর কাজ করছে। তবে তার মধ্যে অন্যতম প্রার্থী নির্বাচন। দলের বর্তমান জেতা বিধায়কদের মধ্যে ৪০ শতাংশই টিকিট পাওয়ার উপযুক্ত নন। এই তালিকায় উত্তরবঙ্গেরও বেশ কিছু বিধায়ক রয়েছেন। কিন্তু জেতা বিধায়কদের বাদ দিয়ে নতুন প্রার্থী দিতে হলে তা খুব সতর্কভাবে করতে হবে। দলের নানা গোষ্ঠীর ভারসাম্য রক্ষা করে সঠিক প্রার্থী নির্বাচন তাই দলের সাফল্যের পথে বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের বিভ্রান্তিকর প্রচার, তৃণমূলের সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানো কতটা সম্ভব হবে, তা আগাম বলা শক্ত। ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলিতে আর কী তাস আছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জের মতো দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও মেরুকরণের রাজনীতি বাংলা ও বাঙালি কতটা গ্রহণ করবে, সেটাও পরীক্ষিত নয়। সব মিলিয়ে রাজ্যে দলের সার্বিক ফল নিয়ে এখনই আশ্বস্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

## নিকটাত্মীয়কে বাবা সাজালেন 'বাংলাদেশি'

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** নিকটাত্মীয়কে বাবা সাজিয়ে ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগ উঠল বাংলাদেশি তরুণের ওপর। ক্যানিংয়ের নিকাইঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনায় ইতিমধ্যে স্থানীয় ও নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই নিকটাত্মীয়। শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন অভিযুক্ত বাংলাদেশি তরুণ। অভিযোগ, স্ত্রীর কাকার পরিচয়পত্র ব্যবহার করে নিজের ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড তৈরি করেছেন তিনি।

এদিকে পূর্ব বর্ধমানের কালনায় এসআইআরের কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এক বিএলও। কালনা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই বিএলওকে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কাটোয়ায় শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও কাজ করার জন্য বিডিও অফিসে কেঁদে ফেললেন এক বিএলও। কৃষ্ণনগরে এক ব্যক্তির মধ্যে পরিচয়পত্র জাল করে অন্য ব্যক্তির ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগ উঠেছে। যার ফলে আসল ব্যক্তির নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ।

## নিয়োগ নেই, পর্ষদের দ্বারস্থ চাকরিপ্রার্থীরা

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল পুজোর ছুটির আগেই। ১৩৪২১টি শূন্যপদের সংখ্যা ঘোষণা করা হলেও এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারল না প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। স্পেশাল এডুকেটর পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও সহকারী শিক্ষক নিয়োগের আবেদন গ্রহণ এখনও শুরু হয়নি। অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু ও শূন্যপদ বৃদ্ধির দাবিতে পর্ষদ কার্যালয়ের সামনে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখালেন ২০২২ ও ২০২৩ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পালের আশ্বাস, খুব শীঘ্রই নিয়োগ শুরু করা হবে। পাশাপাশি শূন্যপদ বাড়ানোর চেষ্টাও চলছে।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কেটে গিয়েছে প্রায় দেড় মাস। চাকরিপ্রার্থী বিদেশ গাজি বলেন, 'তিন বছর পেরোলেও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি রাজ্য সরকার। অবিলম্বে এই প্রক্রিয়া চালুর দাবিতে আমরা পর্ষদে স্মারকলিপি জমা করেছি।' প্রাথমিকের নিয়োগে ২০২২-২৩ ছাড়াও অংশগ্রহণ করবেন ২০১৪ ও ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণরা। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, আসন সংখ্যা না বাড়ালে বহু প্রার্থী বঞ্চিত হবেন। এদিন পর্ষদ সভাপতির সঙ্গে দেখা করেন আন্দোলনকারীদের চারজনের প্রতিনিধি দল। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন বিশেষভাবে সক্ষম শহরজান লস্করও।

তাঁর প্রশ্ন, 'এতদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও নিয়োগ কেন শেষ করতে পারল না পর্ষদ?' গৌতম পাল জানিয়েছেন, চলতি মাসের মধ্যেই নিয়োগ শেষ করবে পর্ষদ। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় শিক্ষকমহল। এই নিয়োগ হলে সংকট কাটবে বলেই মনে করছেন তাঁরা। চাকরিপ্রার্থী পার্থজিৎ বণিক বলেন, 'শূন্যপদ না বাড়ালে নিয়োগের সমস্যা মিটবে না। পর্ষদের আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস রাখছি।'

## সহকারী চেয়ে স্মারকলিপি বিএলও-দের

**মেদিনীপুর, ১৩ নভেম্বর :** 'আর পারছি না, ডেটা এন্ট্রি করা সম্ভব নয়।' মেদিনীপুর সদর বিডিও অফিসে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিএলও-রা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেদিনীপুর শহর ও সদর ব্লকের বিএলও-রা একাধিক দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন বিডিও কাহেকাশান পারভিনের কাছে। তাঁদের দাবি, স্কুল করে আর বিএলও-র দায়িত্ব সামলে ডেটা এন্ট্রি করা সম্ভব নয়। এই কাজে আমরা অভ্যস্তও নই। বয়স্ক বিএলও-রা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহারে একেবারেই পটু নন। এছাড়াও, ফর্ম বিতরণ করা যতটা সহজ, সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য খতিয়ে দেখে ফর্ম গ্রহণ করা ঠিক ততটাই কঠিন। তাই ৪ ডিসেম্বরের নির্দিষ্ট সময় আরও কয়েকদিন বাড়ানো হোক।

বিডিও কাহেকাশান পারভিন বলেন, ওনাদের কিছু দাবি ও অভিযোগ ছিল। তা আমি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। সহকারী বিএলও দেওয়ার বিষয়টি আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। মাপকাঠি অনুযায়ী তাঁরা সহকারী বিএলও পাবেন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৭ কার্তিক ১৪৩২

# বিহারের বাস্তবতা

দেশের নজর বিহারে। মর্যাদার লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত কে জিতল, এনডিএ না মহাগঠবন্ধন, ফলাফল ঘোষণার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় দফার ভোটের পর বিভিন্ন বুথফেরত সমীক্ষা তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের চেয়ে নীতীশ কুমারের এনডিএ জোটকে অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে। বুথফেরত সমীক্ষার ফল সবসময় যে মিলে যায়, তা নয়। গত লোকসভা ভোটেই সেভাবে মেলেনি।

এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ক্ষেত্রে ম্যাটিজ, পিপলস ইনসাইট, পিপলস পালস, এনডিটিভি, সিএনএক্স, দৈনিক ভাস্কর, সি ভোটার, টুডেজ চাণক্য, পি মার্কের মতো অন্তত এগারোটি সংস্থার সমীক্ষায় এনডিএ-কে সম্ভাব্য জয়ী দেখানো হয়েছে। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় মূলত জেডিইউ, বিজেপি, লোক জনশক্তি পার্টিকে (রামবিলাস) নিয়ে গঠিত এনডিএ-কে দেওয়া হয়েছে ১৩৩ থেকে ১৮০টি আসন।

অন্যদিকে, আরজেডি, কংগ্রেস, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনকে নিয়ে গঠিত মহাজোটকে বিভিন্ন সমীক্ষা দিয়েছে ৭০ থেকে ১০৩টি আসন। একমাত্র অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। এনডিএ জিতলেও জিতবে নাকি খুব সামান্য ব্যবধানে। মহাগঠবন্ধন অবশ্য বুথফেরত সমীক্ষার ফলকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তারা বলেছে, বিহারে তাদের জয় নিশ্চিত।

নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় যারাই আসুক, বিহার বিধানসভার এবারের নির্বাচন নানা কারণে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেবে। প্রথমত, এবার দু'দফাতেই রেকর্ড ভোট পড়েছে। সেই হার ৬৮ শতাংশেরও বেশি। বিহারের নির্বাচনি ইতিহাসে এই হার নজিরবিহীন। বুথে বুথে ভোটারদের এত দীর্ঘ লাইন কোনও জমানায় দেখেননি বিহারবাসী।

এই রেকর্ডের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে এসআইআর, পরিযায়ী শ্রমিক ও মহিলাদের ঢেলে ভোট দেওয়া- এই তিনটির কথা শোনা গিয়েছে। এটা ঘটনা যে, এবার বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটাররা দলে দলে ভোট দিয়েছেন। মহিলা ভোট পাওয়ার ব্যাপারে নীতীশের ভাগ্য বরাবরই বেশ ভালো। নানা সামাজিক প্রকল্পের দৌলতে প্রমীলা মহলে 'বিহারের চাণক্য' এমনিতেই যথেষ্ট জনপ্রিয়। তার ওপর, এবার নির্বাচনের মুখে বিহারে চালু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দিয়ে আনুষ্ঠানিক সূচনা করানো হয়েছিল এই প্রকল্পের।

এই প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্যের মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এককালীন জমা পড়েছে দশ হাজার টাকা। যে প্রকল্পে মোট উপভোক্তার সংখ্যা দেড় কোটির বেশি। যদি নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ জোটের জয় হয়, তাহলে এই প্রকল্পকেই তাদের তুরুপের তাস বলে ধরে নিতে হবে।

অন্যদিকে, তেজস্বীর মহাজোট যদি কোনওভাবে ক্ষমতায় আসে, তাহলে বুঝতে হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের বড় ভূমিকা আছে। কিন্তু অতি বড় তেজস্বী ভক্তও এখন আর সেই আশা করছেন না। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে চরম বিপর্যয়ের পর 'ইন্ডিয়া' জোট বিহারকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। নীতীশের মানসিক সুস্থতা নিয়ে নানা প্রশ্ন, বিহারের এসআইআর নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির আগ্রাসী ভূমিকা, রাজ্যের ১৭টি জেলায় তেজস্বীকে সঙ্গে নিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির ভোটার অধিকার যাত্রা ইত্যাদিতে তাঁদের দাবি ছিল, বিধানসভা ভোটে 'ইন্ডিয়া' জোটই এগিয়ে থাকছে।

কিন্তু তারপর আসন ভাগাভাগি নিয়ে 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিকদের মধ্যে তীব্র অশান্তি, তেজস্বীকে মুখ্যমন্ত্রী-মুখ হিসেবে মেনে নিতে জোটে চরম মতানৈক্য এবং সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিহারে রাহুলের অনুপস্থিতি এনডিএ'র পালে হাওয়া ঘুরিয়ে দেয়। আসন বণ্টন নিয়ে 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা প্রায় পেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। একেবারে শেষমুহূর্তে কোনওভাবে মুখরক্ষা হয় 'ইন্ডিয়া' জোটের। বুথফেরত সমীক্ষা মিলে গেলে 'ইন্ডিয়া' জোট মহারাষ্ট্রের পর সেই অনৈক্যের মাশুল গুনতে চলেছে বিহারে।

## অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

# নীরবে হারানোর তালিকায় গণসংগীতও

একসময় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে গণসংগীত পরিবেশন প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু সেই ছবি আজ বিস্মৃত।

**শৌভিক রায়**

রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ক্ষুদিরামের বিরাট মূর্তি। সকালবেলার অলস সময়ে তেমন লোক চলাচল নেই। হঠাৎই কানে এল- 'জাগো অনশন বন্দি ওঠো রে জাগো..' ঠিক কতদিন পর শুনলাম নজরুল ইসলামের লেখা প্রখ্যাত এই গণসংগীত? মনে করতে পারলাম না। আজকাল পুরোনো অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। গণসংগীতও বোধহয় সেই হারিয়ে যাওয়া তালিকায়।

আসলে মনুষ্য-স্মৃতি বড় বিচিত্র বিষয়। কবে, কখন, সেটি কীভাবে মানুষকে আক্রমণ করবে, বা করবে না, তা স্বয়ং স্রষ্টাও জানেন না। নভেম্বর মাসের কথাই ধরা যাক। এক-দেড় দশক আগেও এই মাসটি সাড়ম্বরে পালিত হত এই রাজ্যে। দুনিয়া কাঁপিয়ে, ১৯১৭ সালের এই মাসেই তো মানব ইতিহাসের এক অন্য অভিমুখ সৃষ্টি হয়েছিল। মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল বিশ্বের নিপীড়িত জনতা। আর তার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। আমাদের দেশে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলছে। রচিত হচ্ছে দেশাত্মবোধক সংগীত। দেশবাসীর পাখির চোখ তখন একটাই- স্বাধীনতা। এরকমই উত্তাল সময়ে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এই দল স্বপ্ন দেখত, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। সব ধরনের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে শ্রমিকশ্রেণিকে মুক্তি দেওয়া ও শ্রেণিহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ফলে, এই মতাদর্শে বিশ্বাসী গীতিকারদের মধ্যে, দেশাত্মবোধক গানের পাশাপাশি, অন্য ধারার সংগীত রচনার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। সেই সংগীতের চরিত্র ও ব্যাপ্তি ছিল বেশ কিছুটা আলাদা। কালক্রমে সেটিই পরিচিত হয়েছিল গণসংগীত নামে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভাষায়, 'স্বদেশচেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিশল, সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম।'

গণসংগীতের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে, মূল বক্তব্য হিসেবে কিন্তু একটি বিষয়ই ফুটে ওঠে- অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। কিন্তু শুধুই কি এটুকু? গবেষক মধুরিমা গুহ রায় বলছেন, 'গণসংগীত দেশ ও কালের বেড়ায় আবদ্ধ নয় কোনওদিনই। যেহেতু সারা পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে শোষক-শোষিতের লড়াই চলেছে, চলছে, সে লড়াইয়ের চরিত্র সর্বত্র এক বলেই, এই লড়াইগুলি থেকে উঠে আসা গান কোনও বিশেষ দেশের নয়, কোনও বিশেষ কালের নয়- আন্তর্জাতিক, কালোত্তীর্ণ; উচ্চমানের গণসংগীত-এর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।' সেজন্যই বোধহয় কমল সরকারের অনুবাদে পল রোবসনের 'ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না/ নিগ্রো ভাই আমার পল রবসন/ আমরা আমাদের গান গাই, ওরা চায় না' কবে যেন দেশ ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে একান্ত আমাদের নিজেদের হয়ে যায়। একই কথা বলতে পারি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অনুবাদে, পিট সিগারের সেই প্রবাদপ্রতিম গানের ক্ষেত্রেও। 'উই শ্যাল ওভারকাম' গানটিকে 'আমরা করব জয়' হিসেবে যখন গাই, তখন কি মনে হয় না, এই কথাগুলি আমাদেরই?

*শিলিগুড়িতে গণসংগীতের আসরে। -ফাইল চিত্র*

ইতিহাস বলছে, এই বঙ্গে গত শতকের চল্লিশের দশক গণসংগীতের সৃষ্টিকাল। কিন্তু গণসংগীতের বীজ বহু আগেই পোঁতা হয়েছিল। মগ্ন পাঠ দেখিয়ে দেয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের মধ্যেও রয়েছে গণসংগীতের সুর। তবে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'উঠো জাগো শ্রমজীবী জনতা' গানটিকেই প্রথম গণসংগীত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পিছিয়ে ছিলেন না কাজী নজরুল ও মোহিত মৈত্র। তাঁদের তিনজনের একটি মিল রয়েছে। সকলেই অনুবাদ করেছিলেন প্যারি কমিউনের যোদ্ধা ইউজিন পোতিয়ের লেখা 'লা ইন্টারন্যাশনালে' গানটি- 'জাগো অনশন বন্দি ওঠো রে জাগো..'

কিন্তু চল্লিশের দশক কেন? প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সারা বিশ্বের মানুষের মনোজগতে এক বিরাট ধাক্কা দিয়েছিল। বাহ্যিক ক্ষতির থেকেও অনেক বেশি মানসিক ক্ষতি হয়েছিল। মানুষের এত দিনের লালিত মূল্যবোধ, সংস্কার, চেতনা সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। সুযোগসন্ধানী ধান্দাবাজেরা ক্রমে দখল নিচ্ছিল শাসনকার্যের। বাড়ছিল ফ্যাসিস্ট অত্যাচার। কণ্ঠরোধ হচ্ছিল গণতন্ত্রের। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছিল রাষ্ট্রশক্তির রক্তচক্ষু। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ হচ্ছিল সাধারণ মানুষের। ক্রমশ দেওয়ালে পিঠ ঠেকছিল তাঁদের। বিশ্ব এগোচ্ছিল আর একটা যুদ্ধের দিকে।

ভারত তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল। কিন্তু সেই আন্দোলনে এখন আর সমদর্শী মানুষই নন, এসে গিয়েছেন অন্য ধারার মানুষও। তাঁদের প্রতিবাদ-আন্দোলন ছিল সাবেক পন্থার চাইতে আলাদা। পার্থক্য ছিল মনন ও চিন্তনে। ফলে, দেশে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মর্যাদার কথা ভাবতে লাগলেন তাঁরা। সব দিক থেকেই মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে বাদ গেল না, শিল্প সাহিত্যের মতো সৃজনশীল ব্যাপারগুলিও। তাঁরা চাইলেন এমন শিল্প-সাহিত্য, যা পথ দেখাবে একটি দেশকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কাজী নজরুল ছাড়া আর কারও মধ্যেই সংগীতের নতুন পরিভাষা সেভাবে দেখা গেল না।

পরিবর্তন এল চল্লিশের দশকে। ইতিমধ্যে সারা দেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ১৯৩৬ সালে সৃষ্টি হয়েছে 'প্রগতি লেখক সংঘ'। মুন্সী প্রেমচাঁদ, হীরেন মুখোপাধ্যায়, সরোজ দত্ত, চিন্মোহন সেহানবীশের মতো প্রখ্যাত মানুষরা যোগ দিয়েছেন তাতে। কলকাতাতেও তার শাখা গড়ে উঠেছে। এরই কাছাকাছি সময়ে, ১৯৪০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট। উচ্চ শিক্ষিত, মেধাবী একদল ছাত্র সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মতো গান লিখতে শুরু করলেন। বিভিন্ন কারণে ধুঁকতে থাকা বাংলা গানের জগতে 'মায়াভেদী ভূমিকায়' আবির্ভূত হল এক অন্য ধারার সংগীত, যাকে আমরা গণসংগীত বলেই জানি। ফলে, প্রগতি লেখক সংঘ ও ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউটকে গণসংগীতের জন্মদাতা বলা যেতে পারে।

ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট ছিল ১৯৪৩ সালে সৃষ্ট ভারতীয় গণনাট্য সংঘর ভিত্তিভূমি। গণনাট্যের প্রতিষ্ঠা বাংলা শিল্প-সাহিত্য জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। শুধুমাত্র বাংলা নাটকের বিরাট বাঁকবদলেই আবদ্ধ নয় তাঁদের অবদান। গণসংগীতকেও অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন তাঁরা। নাটক, যাত্রা ইত্যাদির মতোই সংগীতের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁরা পৌঁছে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। বহু মানুষ গান লিখেছেন, গেয়েছেন। উল্লেখ করতে পারি, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, দিলীপ রায়, ভূপেন হাজারিকা, প্রীতি রায়চোধুরী, আল্পনা গুপ্ত, ভূপতি নন্দী, প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম। বিশেষ করে উল্লেখ করছি কোচবিহারের নিবারণ পণ্ডিতের নাম। আজও শোনা যায় তাঁর 'আরে ও মোর বন্ধু দরদিয়া/ বুঝি দেখ কায় বানাইল তোমাক নবীন বাউদিয়া'। সমস্যা হল, অনেকে এই গানটি গাইলেও জানেন না, সেটি নিবারণ পণ্ডিতের লেখা।

আধুনিক গানের ক্ষেত্রে গণসংগীতের প্রভাব আমরা দীর্ঘদিন লক্ষ করেছি। রুমা গুহঠাকুরতা, অজিত পান্ডে প্রমুখের হাত ধরে হাল আমলের কবীর সুমনও গণসংগীত গেয়েছেন। একসময় শিলিগুড়ি ও ফালাকাটার মুক্তমঞ্চে, পয়লা বৈশাখে দিনহাটার সংহতি ময়দানে গণসংগীত পরিবেশন প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু ক্রমে জনমানস থেকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে এই ধারাটি। আজকের চটজলদির যুগে যেখানে আমাদের রুচি আটকে গিয়েছে রিলস আর স্থূল মাধ্যমে, সেখানে গণসংগীতের জায়গা কোথায়? 'আমি আর তুমি আর আমাদের সন্তান'-এর স্বার্থপর দুনিয়ায়, সাধারণের কথা শুনবার ও বলবার লোক আর নেই বোধহয়। অনস্বীকার্য যে, সময়ের সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সেই পরিবর্তন যদি উত্তরণ না আনে, তবে আর লাভ কোথায়? তাই গণসংগীতের হারিয়ে যাওয়া আসলে সাধারণ মানুষেরই ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া।

*(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)*

## আজ

**১৮৮৯**

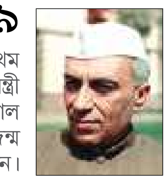

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্ম আজকের দিনে।

**১৯৩৫**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা নিমু ভৌমিক।

## আলোচিত

যাঁরা দলত্যাগ করেন, কিন্তু পদ ছাড়েন না, তাঁদের চরম বার্তা দিল আদালত। দেরি হতে পারে, কিন্তু কোর্ট ছেড়ে কথা বলবে না। বরাবর দেখেছি, শাসকদলের স্পিকাররা দলত্যাগীদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগান। ফলে কোর্টের এই নির্দেশ স্পিকারদের কাছেও বার্তা পাঠাল।

- আব্দুল মান্নান

## ভাইরাল/১

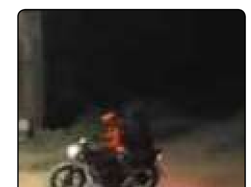

মহারাষ্ট্রের এক বিয়েবাড়িতে ঢুকে বরকে ছুরিকাঘাত! এরপর বাইকে চেপে শাঁইশাঁই করে পালিয়ে যেতে থাকে দুই দুষ্কৃতী। ড্রোন শটে রেকর্ড হওয়া ওই দৃশ্য কোনও সিনেমার চেয়ে কম নয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিডিওগ্রাফির দায়িত্বে যিনি ছিলেন, তাঁর বুদ্ধিমত্তার জোরেই অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পেরেছে পুলিশ।

## ভাইরাল/২

সিঁড়ি দিয়ে নামছে ১৩ বছরের ছাত্র। সামনে দাঁড়িয়ে স্কুলের প্রিন্সিপাল। কাছে আসতেই বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রটিকে ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দেন প্রিন্সিপাল। নীচে পড়ে যায় সে। তুরস্কের মানিসার ওই প্রিন্সিপালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জনমন

## জনমত

# শিশুশ্রমিকদের ভাগ্য সেই তিমিরেই

১৪ নভেম্বর দেশজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক শিশু দিবস। এই দিনে রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রী সকলেই শিশুদের উদ্দেশে নানা রকম বার্তা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানও হয়। কিন্তু এত সবের পরেও শিশুশ্রমিক প্রথা লোপ পায়নি। আদৌ কখনও লোপ পাবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা শত চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষের লোভ, মানুষের মুনাফালিপ্সা, বিলাসিতার প্রতি অমোঘ আকাঙ্ক্ষা সহজলভ্য শিশুশ্রমিক তৈরি করেছে।

সমগ্র বিশ্ব বিবেক, বিশ্ব চেতনার কাছে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে সমাজে এত শিশুশ্রমিক কেন? কেন তারা শৈশবহীন? কেন তাদের শৈশবের খেলাঘর চূর্ণবিচূর্ণ? এর উত্তর অতি সহজ। মুনাফাখোর লোভাতুর বিত্তবান মানুষজন তাদের আরও মুনাফা, আরও আরাম, আরও সম্পদ, আরও বিলাসিতার জোগান অফুরন্ত রাখতে নিয়োগ করে এইসব নিরন্ন হতভাগ্য শিশুদের। তৃতীয় বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ শিশুর এটাই নিয়তি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতসব আইন করেও ভারতের প্রায় দুই কোটিরও বেশি শিশুশ্রমিকের দুর্দশা লাঘব করা যায়নি। তার বড় প্রমাণ, এত আইন পাশ করেও আজ পর্যন্ত শিশুশ্রম নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আইনে কোনও একজনেরও শাস্তি হয়নি। সে কারণে আজও আমরা আমাদের চারপাশে শতসহস্র শিশুকে প্রতিনিয়ত ইটভাটায়, বিড়িশিল্পে, কার্পেট তৈরির কারখানায়, বিস্ফোরক পদার্থশিল্পে, রাজমিস্ত্রির জোগালি হিসাবে এবং দূরপাল্লার যানবাহনে চালকের সহযোগী হিসাবে পরিশ্রম করতে দেখি। আইন আইনের খাতায় লিপিবদ্ধ আর শিশুশ্রমিকদের ভাগ্য সেই তিমিরেই।

শিশুশ্রমিক সমস্যার সমাধান করতে হলে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা একান্ত জরুরি। শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থা আজও আমাদের কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ। তবুও সমাজের প্রাপ্ত ব্যবস্থার মধ্যে শিশুদের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা থেকে শুরু করে তাদের সর্বপ্রকারের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যেমন কল্যাণমুখী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, তেমনই সাধারণ নাগরিকদের মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থায় এ ব্যাধি নিরাময় হওয়ার নয়।

**কিরণ মজুমদার**
**ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।**

### পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি—৭৩৪০০১

ই—মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

# শুধু ব্ল্যাকবোর্ডে আটকে থাকলে চলবে না

আজকের এআই-এর যুগে ডিজিটাল জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা আর বিলাসিতা নয়, মৌলিক প্রয়োজন।

**সৈকত দেবনাথ**

আজ ১৪ নভেম্বর, জাতীয় শিশু দিবস। শিশুরা হল ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি, তাদের মধ্যে আমরা নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার সন্ধান পাই। আজকের শিশুরা আগামীর নাগরিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, আগামীর আদর্শ কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক গঠনে আমরা কি সঠিকভাবে এগোচ্ছি? নাকি আমরা কেবল প্রতীকী ভালোবাসায় তাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছি? আজকের শিশু দিবসে তাই এর বাস্তব পর্যালোচনা প্রয়োজন।

শিশুদের হাসিখুশি ও নিরাপদ শৈশব উপহার দেওয়া যেমন আমাদের দায়িত্ব তাদের সার্বিক বিকাশের পথে অগ্রসর করা সকলের কর্তব্য। সার্বিক বিকাশের অর্থ হল একটি শিশুর মন, মেধা ও মানবিকতার সুষম প্রসার। যার জন্য প্রয়োজন সামাজিক সুরক্ষা, আধুনিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে শেখানো হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, মুখস্থবিদ্যার মাধ্যমে নয়, সঙ্গে সুস্থ শরীর ও মানসিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। সৃজনশীলতা ও কৌতূহলের বিকাশ, ডিজিটাল দক্ষতা ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার জ্ঞানও নিশ্চিত হবে। সবশেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা, যাতে শিশু ভবিষ্যতের পরিবর্তনের সঙ্গে সৎ ও সফলভাবে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

২০০৯ সালে চালু হয়েছিল Right to Education (RTE) আইন, যা প্রতিটি শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে। কিন্তু আজ দেড় দশক পরও এটা স্পষ্ট, এই আইনে 'Education' আছে, কিন্তু 'Quality

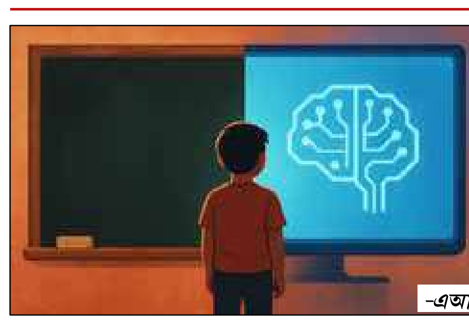

*-এআই*

Education' অনুপস্থিত। এএসইআর রিপোর্ট ২০২৩ অনুযায়ী, গ্রামীণ ভারতের প্রাথমিক স্তরের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই ক্লাসের মান অনুযায়ী পড়তে বা অঙ্ক করতে পারে না। বাকি পরিসংখ্যানও খুবই উদ্বেগের, শুধু বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নয় বরং শিক্ষার গুণগত মানই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে বৈষম্য আজ ভীষণ আশঙ্কাজনক। শহরের নামী স্কুলে শিশুরা স্মার্ট বোর্ড, রোবোটিক্স ল্যাব, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শেখে, অন্যদিকে বহু সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা, ভাঙা বেঞ্চ, আর সেকেলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠক্রম। এই বৈষম্য শুধু শিক্ষার মানে নয়, শিশুদের সার্বিক বিকাশ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রকাশ নিয়ে অভিভাবকদের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। আজকের এআই যুগে ডিজিটাল জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা আর বিলাসিতা নয়, মৌলিক প্রয়োজন। অথচ অধিকাংশ সরকারি স্কুলে ইন্টারনেট, কম্পিউটার বা ডিজিটাল লার্নিংয়ের সুযোগ এখনও সীমিত, আমরা এখনও 'চক-ডাস্টার-বোর্ড'-এর যুগে আটকে আছি। ফলে শিশুদের বিকাশ কেবল মানসিক নয়, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ছে। পাঠক্রমে পরীক্ষার চাপ, বাবা-মায়ের প্রত্যাশা, এবং স্কুলের সীমাবদ্ধতা মিলে শিশুর আনন্দময় শৈশবকে সংকুচিত করছে।

শিশুদের কৌতূহল, সৃজনশীলতা, মূল্যবোধ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে শিক্ষক ও অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্র, সকলের দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। সরকারের কর্তব্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও সময়োপযোগী, সৃজনশীল পাঠক্রম নিশ্চিত করা, যা শিশুর চিন্তা, কল্পনা ও মূল্যবোধকে বিকশিত করে। শিক্ষক চাই মানসম্মত ও আনন্দময় শিক্ষা প্রদানে সমর্থ, অভিভাবকদের উচিত সন্তানকে নম্বর নয়, শেখার আনন্দে উৎসাহিত করা আর সমাজকে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সহানুভূতিশীল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এই চার স্তম্ভ একত্রে কাজ করলে শিশুরা গড়ে উঠবে একজন আদর্শ, নৈতিক ও মানবিক সুনাগরিক।

*(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা।)*

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

### শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯২

**পাশাপাশি** : ১। সহযোগিতা, উৎসাহ ৩। বাংলা বছরের মাস ৫। মদ, কাঠ ৬। শিখ সম্প্রদায় ৮। তিতির পাখি ১০। সংগীতের বাঁধুনি ১২। বিশেষ ভাবভঙ্গিযুক্ত চলন ১৪। বৃহৎ চর্মবাদ্যযন্ত্রবিশেষ ১৫। বোলতা-এর আঞ্চলিক রূপ ১৬। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত নদীবিশেষ, শ্রীক্ষেত্র, শ্রীরাধিকার জনৈক সখী।

**উপর-নীচ** : ১। বসন্তকালের রাত্রি ২। তদন্ত, অনুসন্ধান ৪। ছোট ঘণ্টা, আলজিভ ৭। চিঠি, পত্র ৯। সন্নাসীদের আখড়া, চিনি দিয়ে তৈরি মন্দিরাকৃতি মিঠাইবিশেষ ১০। তরজা জাতীয় গানবিশেষ, হাফ আখড়াই ১১। কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবীর আরাধনা ১৩। মহোৎসব-এর বিকৃত কথ্যরূপ।

**সমাধান ■ ৪২৯১**

**পাশাপাশি** : ১। মিঠাই ৩। কদুত্তর ৪। নারাচ ৫। কদাকার ৭। মঘা ১০। লখ ১২। ঘরবাড়ি ১৪। ঘরানা ১৫। কানাকড়ি ১৬। তণ্ডুল।

**উপর-নীচ** : ১। মিজোরাম ২। ইনাম ৩। কচকচ ৬। কাহিল ৮। ঘাগর ৯। তড়িঘড়ি ১১। খলখল ১৩। বনাত।

## বিন্দুবিসর্গ

# বিহারে স্থিতাবস্থা না বদল, ফল আজ

## জয়ের দাবি দুই পক্ষেরই

**পাটনা, ১৩ নভেম্বর :** আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা। তারপরই জানা যাবে নীতীশ কুমার না কি তেজস্বী যাদব কে বসতে চলেছেন মগধভূমের মসনদে। টুডেজ চাণক্য, অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া সহ অন্তত ১১টি বুথফেরত সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, বিহারে বিপুল ভোটে জিতে ফের সরকার গড়তে চলেছে এনডিএ। শুধুমাত্র জার্নো মিরর নামে একটি সমীক্ষায় পালাবদলের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষার ফল আদৌ মিলবে কি না সেটা অবশ্য শুক্রবার ইভিএম খুললে টের পাওয়া যাবে। তবে দুই দফায় বিহারে যেভাবে রেকর্ড পরিমাণ ভোট পড়েছে তাতে আশার আলো দেখছে শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষই।

শুক্রবার রাজ্যের ৩৮টি জেলার ৪৬টি কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে গণনা শুরু হবে। ২৬০০-রও বেশি প্রার্থীর ভাগ্যনির্ধারণ হবে তাতে। প্রতিটি গণনাকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ২৪৩টি আসনের বিহার বিধানসভার ম্যাজিক সংখ্যা ১২২।

এবার সমীক্ষার ফলে এনডিএ-র পালে বিপুল জয় আসছে বলে জানালেও তা মানতে রাজি হননি তেজস্বী যাদব। তিনি দাবি করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র অঙ্গুলিহেলনে ওই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে এবং চ্যানেলগুলিতে সম্প্রচার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তেজস্বী মহাজোটের সমস্ত শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এর মধ্যেই আরজেডি নেতা সুনীল সিং রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এদিন। তিনি বলেন, 'গণনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আধিকারিককে বলে রাখছি, মানুষ যাঁকে ভোট দিয়েছেন তাঁকে যদি আপনারা হারানোর চেষ্টা করেন তাহলে নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কায় যা হয়েছিল, বিহারের রাস্তাতেও তার পুনরাবৃত্তি হবে।' উসকানি দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যে সুনীল সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। এদিকে পাটনায় জেডিইউ দপ্তরের বাইরে নীতীশ কুমারের নামে পোস্টার লাগানো হয়েছে। তাতে লেখা আছে টাইগার জিন্দা হ্যায়। জয়ের আশায় ইতিমধ্যে পাটনার এক বিজেপি কর্মী ৫০১ কেজি লাড্ডুর অর্ডার দিয়েছেন। এদিকে এবারই প্রথম বিহারের একটিও বুথে পুনর্নির্বাচন হয়নি বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এবারের ভোটে এনডিএ-র প্রচারের হাতিয়ার ছিল, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে গত ২০ বছরে বিহারের অভূতপূর্ব উন্নয়নের দাবি। সেই সঙ্গে জাতপাতের সমীকরণের পাশাপাশি মহিলা এবং তরুণরাও নীতীশ কুমারের পাশে রয়েছেন বলে দাবি এনডিএর। অপরদিকে ভোট চুরি, বেকারত্ব, কাজের খোঁজে দলে দলে তরুণদের ভিনরাজ্যে পলায়ন, বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো একাধিক অভিযোগকে সামনে রেখে এবার নির্বাচনি সংগ্রামে নেমেছে মহাজোট।

# আতশকাচে আল ফালাহ'র ১৩ নম্বর রুম

## নোটিশ ন্যাকের, তদন্তে ইডি-ও

**নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর :** লালকেল্লার কাছে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে রহস্যের জাল ক্রমশ ছড়াচ্ছে। সেই জালের সূত্র ধরে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, সমগ্র হামলার পরিকল্পনা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই। রেড ফোর্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে সোমবার যে গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার চালকের আসনে বসেছিল অভিযুক্ত জঙ্গি ড. উমর উন নবি। ডিএনএ ম্যাচিংয়ের পর এটা নিশ্চিত করেছেন তদন্তকারীরা। বাকি তিন অভিযুক্ত জঙ্গি ড.মুজাম্মিল শাকিল, ড.আদিল রাঠের এবং ড.শাহিনা সইদ বর্তমানে পুলিশ হেপাজতে।

'হোয়াইট কলার টেরর নেটওয়ার্ক'-এর জাল কীভাবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়েছিল, তা খুঁজতে গিয়ে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ দশা তদন্তকারীদের। সেই সূত্র ধরে তাঁরা জানতে পেরেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ নম্বর বিল্ডিংয়ের ১৩ নম্বর ঘরে ড. উমর ও তার সঙ্গীরা গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করত। সেখানেই নাশকতার পরিকল্পনা করা হত। ১৩ নম্বর ঘরটি লালকেল্লা নাশকতায় আরও এক অভিযুক্ত জঙ্গি ড. মুজ্জাম্মিলের নামে বরাদ্দ ছিল। পুলিশের ধারণা, ওই রুমে দিল্লির পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের একাধিক স্থানে হামলার চক্রান্তও

*বিস্ফোরণের পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে লালকেল্লা চত্বর। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।*

করা হয়েছিল।

একটি উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকদের জইশ-ই-মহম্মদ কীভাবে মগজধোলাই করল, কীভাবে তাদের জঙ্গি মতাদর্শে দীক্ষিত করা হল, কারা হামলার ছক কষল-সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার আল ফালাহর ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটি শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে ন্যাক-ও। অনুমোদনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তার উত্তর চেয়ে ওই নোটিশটি পাঠানো হয়েছে। আল ফালাহর ওয়েবসাইটে যে 'গ্রেড-এ' লেখা আছে তাকেও পুরোপুরি ভুল এবং মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর বলে ন্যাক ওই নোটিশে জানিয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে তাদের নোটিশের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। আল ফালাহ স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি যে এ-গ্রেড পেয়েছিল সেটির মেয়াদ ২০১৮ সালেই ফুরিয়ে গিয়েছে। আবার আল ফালাহ স্কুল অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের ছাড়পত্রের মেয়াদ ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ছিল।

ন্যাশনাল মেডিকেল এডুকেশন জানিয়েছে, তদন্তের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে আল ফালাহতে কীভাবে টাকা তোলা হত তার সূত্র খুঁজতে এদিন আসরে নেমেছে ইডি। সূত্রের খবর, আল ফালাহতে কীভাবে টাকা পাঠানো হত, কারা সেই টাকা পাঠাত সেই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখছে ইডি। এদিন সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে ইডি ডিরেক্টরের আলোচনায় এই বিষয়গুলি সামনে এসেছে। এদিন ক্যাম্পাসে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জনেরও বেশি আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

*দূষণের সাদা ফেনায় ঢেকেছে যমুনা। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।*

# সুরক্ষার কড়াকড়ি ২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর :** লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর হরিয়ানার আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে, সেই প্রেক্ষিতেই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার চাদরে ঢাকল রাজধানী দিল্লির দুই নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়। বুধবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টোরিয়াল বোর্ড এক জরুরি বৈঠকে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমস্ত কলেজ, বিভাগ ও হস্টেল চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কঠোর ও সুসংহত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৈঠকে উত্তর ও দক্ষিণ দিল্লি ক্যাম্পাসের সব কলেজের প্রিন্সিপাল, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং হস্টেল ও হলের প্রোভোস্টরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল ক্যাম্পাসের প্রতিটি কোণে নজরদারি বৃদ্ধি, প্রবেশপথে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং অননুমোদিত প্রবেশ রোধে প্রযুক্তিগত ও মানবিক উভয় ধরনের তদারকি জোরদার করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর অধ্যাপক মনোজ কুমার জানিয়েছেন, 'নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কলেজ চত্বরের ভিতরে ও বাইরে উভয় এলাকাতেই কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রবেশদ্বারে নিরাপত্তারক্ষীরা সব বেসরকারি যানবাহনের বিস্তারিত রেকর্ড রাখবেন। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে বৈধ পরিচয়পত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। বহিরাগতদের প্রবেশ

সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।'

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে রাজধানীর আর এক প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-তেও। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত সিসিটিভি স্থাপন, প্রবেশপথে আলাদা চেকপয়েন্ট এবং রাতের পাহারায় আরও বেশি নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# বিস্ফোরণ নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা

**নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর :** লালকেল্লা বিস্ফোরণের তদন্তের মধ্যেই কীভাবে এই হামলা হল, কেন তা আটকানো গেল না, কেন কেউ জবাবদিহি করছেন না তা নিয়ে জোর তর্জায় জড়াল শাসক ও বিরোধী শিবির। কোন পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিকরা এমনকি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও জঙ্গিতে পরিণত হচ্ছেন তা নিয়ে এক্সে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম প্রশ্ন তোলেন। তিনি লেখেন, 'পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার আগে ও পরে আমি বলেছিলাম দুই প্রকারের সন্ত্রাসবাদী আছে। একদল বিদেশে প্রশিক্ষিত অনুপ্রবেশকারী জঙ্গি আর ঘরের মধ্যেই বেড়ে ওঠা জঙ্গির দল।' তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিজেপি নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদীরা যখনই আঘাত পায় তখনই কংগ্রেসের লোকজন চিৎকার শুরু করে দেয়। আমি জানি না কেন ওঁরা সন্ত্রাসবাদীদের মুখপাত্রের মতো কথা বলেন।' আরও এক বিজেপি নেতা নলিন কোহলি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসবাদীই। কংগ্রেস নেতারা তাদের কীভাবে ভাগ করলেন সেটা বড় কথা নয়। হয় আপনি সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে থাকবেন। নয়তো তাদের বিরুদ্ধে থাকবেন।'

গেরুয়া শিবিরের সমালোচনা সত্ত্বেও প্রশ্ন তোলা ছাড়ছে না কংগ্রেস। বিস্ফোরণে নিহত ১৩ জনের প্রতি শোকপ্রকাশ করে বৃহস্পতিবার দলের মুখপাত্র পবন খেরা এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আমরা পুলওয়ামা হামলার সময়ও

> পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার আগে ও পরে আমি বলেছিলাম দুই প্রকারের সন্ত্রাসবাদী আছে। একদল বিদেশে প্রশিক্ষিত অনুপ্রবেশকারী জঙ্গি আর ঘরের মধ্যেই বেড়ে ওঠা জঙ্গির দল।
>
> **পি চিদম্বরম**

আরডিএক্স কীভাবে এল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। আজ পর্যন্ত তার জবাব পাইনি। এবার রাজধানী দিল্লিতে ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক পৌঁছে গেল। প্রশ্ন হল, এটা কীভাবে এল? এই ব্যর্থতার দায় কে নেবে?' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জবাবদিহি করছেন না কেন সেই প্রশ্নও তুলেছেন পবন খেরা।

# মাস্কেও হবে না, ভার্চুয়াল শুনানিতে জোর

**নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর :** ঘন ধোঁয়াশায় ঢাকা দিল্লি। মাত্রাতিরিক্ত দূষণের জেরে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষের। এদিন সুপ্রিম কোর্ট রাজধানীর বায়ুদূষণ নিয়ে বৃহস্পতিবার উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতিদের আদালতে না এসে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে বিচার চালাতে বলেছে।

বিচারপতি পিএস নরসীমা প্রবীণ বিচারপতিদের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ স্বরে বলেছেন, 'পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, মাস্ক ব্যবহারেও যথেষ্ট সুরক্ষা মিলছে না। আপনারা কেন এখানে আসবেন? আমাদের ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা আছে। আপনারা ওই ব্যবস্থা কাজে লাগান। আমরা প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলব।' দিল্লির বিষাক্ত বাতাসে শরীরের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

এদিন শহরের বায়ুদূষণের সূচক (একিউআই) গুরুতর জায়গায় পৌঁছোয়। শ্বাসকষ্ট কিংবা হৃদরোগের সমস্যা যাঁদের রয়েছে, দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।

# ছাত্রের মৃত্যু

**ভোপাল, ১৩ নভেম্বর :** একদিনের জ্বরে বি.টেকের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের মৃত্যুতে অভিযোগ উঠল আইআইটি ভিলাই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ঠিক সময়ে চিকিৎসা না পেয়েই মারা গেলেন সৌমিল সাহু নামে বছর ১৮-র পড়ুয়া। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। তদন্ত চলছে। সাসপেন্ড হয়েছেন সংস্থার মেডিকেল অফিসার। মৃত্যুর ঘটনাটি হয় ১১ নভেম্বর।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থীরা। বুধবার হয় মোমবাতি মিছিল। এএসপি রাঠোর জানিয়েছেন, ময়নাতদন্ত হচ্ছে। সৌমিলের মৃত্যুতে কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করে ক্যাম্পাসে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসাকর্মী, অ্যাম্বুল্যান্স রাখা নিশ্চিত করেছেন।

## গণতন্ত্রের মোড়কে সেনা শাসন!

# বিল পাশ পাকভূমে ক্ষমতা বৃদ্ধি মুনিরের

**ইসলামাবাদ, ১৩ নভেম্বর :** আর অভ্যুত্থান নয়। এবার ঘুরপথে সেনাশাসন শুরু হয়েছে পাকিস্তানে! বুধবার পাক পার্লামেন্টে যে সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে তারপর সেই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। ফলে শুধু সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনিরকে বাড়তি ক্ষমতা এবং আইনি রক্ষাকবচ দেওয়াই নয়, পাক সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়েছে ভীষণভাবে। সব কিছু হয়েছে শাহবাজ শরিফের নির্বাচিত সরকারকে সামনে রেখে।

পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে সংবিধানের ২৪৩ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছে শরিফ সরকার। ফলে সেনাপ্রধান থেকে মুনির চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস। অর্থাৎ, এখন থেকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মুনির। চাকরিরত অবস্থায়, এমনকি অবসরের পরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না। এছাড়া সংবিধান সংক্রান্ত সমস্ত মামলার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নতুন গঠিত সাংবিধানিক আদালতের আওতায়।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নয়া বিন্যাস নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে তখন ভারতের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মিডিয়ার নজর কাড়ার চেষ্টা করেছেন সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। ভারত ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। আসিফ বলেন, 'আমরা একসঙ্গে ২টি ফ্রন্টে লড়াইয়ের জন্য তৈরি। পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রস্তুত রয়েছে পাক সেনা। প্রথম পর্বে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেছেন। দ্বিতীয় পর্বেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না।'

# বাস দুর্ঘটনায় মৃত ৩৭

**লিমা, ১৩ নভেম্বর :** ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা পেরুতে। যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৩৭ জনের। আহত ২৩। আহতরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার রাতে ৬০ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি আরেকুইপা শহরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ট্রাকের চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছন থেকে বাসটিকে ধাক্কা মারেন। বাসটি রাস্তার পাশে ২০০ ফুট গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ে। বিকট আওয়াজে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে ট্রাকের সামনের অংশ। অভিযুক্ত ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

# কাশ্মীরি মানেই সন্ত্রাসবাদী নয়

## বার্তা ওমরের

**শ্রীনগর, ১৩ নভেম্বর :** কাশ্মীরি মুসলিম মাত্রই জঙ্গি নন। সন্ত্রাসবাদকে ইস্যু করে সাধারণ কাশ্মীরিদের সঙ্গে বৈষম্য করা অনুচিত। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর মতে, দিল্লিতে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের ঘটনায় একাধিক কাশ্মীরি চিকিৎসকের নাম জড়ানোয় সাধারণ কাশ্মীরি মুসলিমদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিটি বাসিন্দা সন্ত্রাসবাদী নন। তাঁরা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যুক্ত নন। শুধু কয়েকজন মানুষ যারা সবসময় আমাদের এখানে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে চায়, তারাই সন্ত্রাসবাদে জড়িয়ে পড়ে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'যখন আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিটি বাসিন্দা তথা কাশ্মীরি মুসলিমদের দেখি এবং মনে করি যে তাঁদের প্রত্যেকে সন্ত্রাসবাদী, তখন জনগণকে সঠিক পথে রাখা কঠিন

হয়ে পড়ে।' সোমবার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশন চত্বর। সেই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে উমর উন নবি নামে এক কাশ্মীরি চিকিৎসকের। তার ঘণ্টা কয়েক আগে দিল্লি সংলগ্ন হরিয়ানায় ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার মামলায় আরও ২ কাশ্মীরি চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একের পর এক কাশ্মীরি চিকিৎসকের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে নাম জড়ানোয় নানা মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্তদের সঙ্গে সাধারণ কাশ্মীরিদের গুলিয়ে ফেলা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী।

# 'এসো মার্কিনদের শিখিয়ে চলে যাও'

## এইচ-১বি ভিসায় নয়া কৌশল ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ১৩ নভেম্বর :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এইচ-১বি ভিসায় নতুন নীতি নিলেন। তাঁর এই নীতির মূল কথা হল, দক্ষ বিদেশি কর্মীরা অস্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে মার্কিন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। তারপর তাঁরা নিজেদের দেশে ফিরে যাবেন।

মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, দক্ষ বিদেশি কর্মীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেবেন আমেরিকানরা। তাঁরা সম্পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করলে বিদেশি প্রশিক্ষকরা দেশে ফিরবেন। আগামী তিন, পাঁচ কিংবা সাত বছরের মধ্যে সেটা হয়ে যাবে। ট্রাম্প সরকারের এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদনের পুনরুজ্জীবন ও মার্কিনদের চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করা। অভিবাসীদের আমেরিকায় থাকার ব্যাপারে ভিসা ব্যবস্থার ওপর নির্মমভাবে কোপ বসিয়েছেন ট্রাম্প।

তাঁর সরকারের আগ্রাসী অভিবাসন নীতিকে কেন্দ্র করে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়েছে অভিবাসী মহলে। মেধার অভাবে দক্ষ কর্মীর সংকট কাটাতে এবার কিছুটা নরম হল ওয়াশিংটন।

# সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে জুলাই সনদে গণভোট

## ঘোষণা ইউনূসের

**ঢাকা, ১৩ নভেম্বর :** বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে হবে জুলাই সনদের ওপর গণভোট। বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে একথা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি জানান, চারটি বিষয়ের ওপর হবে গণভোট। চারটি বিষয়ের ওপর একটি প্রশ্নে 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দিয়ে জনগণ মতামত জানাবে। ইউনূসের কথায়, 'আমরা সব বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোটের আয়োজন করা হবে। জাতীয় নির্বাচনের মতো গণভোটও ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংস্কারের লক্ষ্য কোনওভাবে বাধাগ্রস্ত হবে না।'

গণভোটে যে চারটি বিষয়ের ওপর প্রশ্নটি করা হবে, সেগুলিও পড়ে শুনিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?' যে ৪টি বিষয়ের ওপর গণভোটে জনমত যাচাই করা হবে। তালিকায় প্রথমেই রয়েছে নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক

> জাতীয় নির্বাচনের মতো গণভোটও ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংস্কারের লক্ষ্য কোনওভাবে বাধাগ্রস্ত হবে না।
>
> **মুহাম্মদ ইউনূস**

সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠন করা হবে কি না।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচিত সংসদ দু-কক্ষ বিশিষ্ট হবে। নির্বাচনে দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ আসনের উচ্চকক্ষ গঠন এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে। তৃতীয়ত, সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নির্দিষ্ট করা, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকারের সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলি ঐকমত্য হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে জয়ী দল বা জোট দায়বদ্ধ থাকবে। চতুর্থত, জুলাই সনদে উল্লেখিত বিভিন্ন সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদের ওপর গণভোটের আয়োজন একসঙ্গে করার বিরোধিতা করেছে জামায়াতে ইসলামি।

# আওয়ামী লিগের লকডাউনে থমথমে ঢাকা

## হাসিনার বিরুদ্ধে রায় পিছিয়ে ১৭ নভেম্বর

**ঢাকা, ১৩ নভেম্বর :** দেশছাড়া শেখ হাসিনা। হাতছাড়া ক্ষমতা। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নেতা-কর্মীরা। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লিগের। সেই দলের আন্দোলনের ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া মিলল। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের মামলার রায় ঘোষণার দিন জানানোর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ঢাকায় লকডাউন ঘোষণা করেছিল আওয়ামী লিগ। তার মধ্যেই অবশ্য হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার রায়ের দিন ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের বিচারপতি মহম্মদ গোলাম মুর্তাজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ৩ বিচারপতির বেঞ্চ। ১৭ নভেম্বর মামলাটির রায় ঘোষণা করা হবে। এই মামলায় শেখ হাসিনা বাদে বাকি দুই আসামি হলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এবং প্রাক্তন পুলিশ প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাকায় গাড়ি চলাচল সহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠান

বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছিল শেখ হাসিনার দল। আওয়ামী লিগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গির কবির নানক ভিডিওবার্তায় বলেন, 'এই লকডাউনে গাড়ি-ঘোড়া, যানবাহন, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা সব বন্ধ রেখে অবৈধ ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা অনাস্থা জ্ঞাপন করুন।' সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এদিন ঢাকার রাস্তা থেকে কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছিল বেসরকারি যানবাহন। লোক চলাচল ছিল হাতেগোনা। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকায় বেরিয়েছে আওয়ামী লিগের ঝটিকা মিছিল। অন্তত একডজন গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। তেজগাঁও স্টেশনে একটি পরিত্যক্ত রেল কামরাতেও আগুন দিয়েছে জনতা। একাধিক জায়গায় পথ অবরোধ করেছেন আওয়ামী লিগের কর্মী-সমর্থকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশকে। দিনভর তল্লাশি চালিয়ে হাসিনার দলের ৪৩ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আওয়ামি লিগের পরিত্যক্ত সদরদপ্তরে আগুন লাগিয়েছে জামায়াত ও এনসিপি সমর্থক ছাত্র-

## ক্যাম্পাস-কাহিনী

## পঞ্চাশের কবিতা নিয়ে চর্চা সূর্য সেনে

**তমালিকা দে**

শৈশবে কবি হওয়ার সাধ কার না জেগেছে। সাহিত্যের অন্য আর্ট ফর্মের মধ্যে কবিতার সঙ্গে আমাদের নিবিড়তা অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দের বাংলা আজ খণ্ডিত। তবে বাংলা কবিতাচর্চা কিন্তু থেমে নেই। এই আবহে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে এবং মহাবিদ্যালয়ের আইকিউএসি'র সহযোগিতায় ৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল 'দুই বাংলার পাঁচের দশকের কবিতা : একটি পর্যালোচনা'।

প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশের দিনাজপুরের বীরগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মাসুদুল হক। আলোচনার শুরুতে অধ্যাপক হক বলেন, 'বাংলা কবিতার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্ব পঞ্চাশের দশক। এই দশকজুড়ে দুই বাংলার সাহিত্যে নানা পরিবর্তন হয়েছিল। এই সময় দুই বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল উত্তাল। দেশভাগের পরের সামাজিক ও মানসিক বিপর্যয়, ভাষা-চেতনার উন্মেষ, নতুন সমাজ-বাস্তবতার মুখোমুখি মানুষ। এই বহুমাত্রিক পরিবর্তনের অভিঘাতই দুই বাংলার কবিতাকে দিয়েছিল নবচেতনার দীপ্তি।'

আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে ছিলেন শিলিগুড়ি মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার সাঁফুই। অধ্যাপক সাঁফুই দুই বাংলার পঞ্চাশের দশকের কবিতায় স্বীকারোক্তিমূলক অভিব্যক্তি, সংবাদসুলভ গদ্য ও ইউরোপীয় কবি বোদলেয়ার, এলিয়ট, গ্রিন্সবার্গের প্রভাবের কথা বলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, শামসুর রহমান, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের কথাও। আলোচনাচক্রে প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত বক্তাদের প্রশ্ন করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়া দিবাকর রায়, বাংলা বিভাগের পড়ুয়া কোয়েল মল্লিক, রিতিকা গুপ্ত সহ অন্য পড়ুয়ারা। দুই আমন্ত্রিত বক্তা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত মৌলিক, অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র, আইকিউএসি'র কোঅর্ডিনেটর ডঃ বাবলি মণ্ডল। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক সুফল বিশ্বাস। ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন ডঃ বিকাশরঞ্জন দেব। সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপিকা ভবানী রায়। প্রচুর পড়ুয়া, কবিতাপ্রেমী আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন।

## দূষণ রোধের শপথ

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন 'সহকার'-এর উদ্যোগে গৌড় মহাবিদ্যালয়, মালদা মহিলা মহাবিদ্যালয় ও মালদা কলেজের সহযোগিতায় এবং সামসী কলেজের ভূগোল বিভাগের অংশগ্রহণে 'ক্লিন এয়ার, হেলদি লাইভস' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মালদা কলেজের সেমিনার হলে এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন কোচবিহার কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কেশব মণ্ডল। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির সহ চারটি কলেজের প্রায় দুই শতাধিক পড়ুয়া ও শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মালদা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মানসকুমার বৈদ্য, সামসী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সলিলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ রাখেন সংগঠনের সম্পাদক শ্রী রূপক দেবশর্মা।

কেশবের কথায়, 'দূষণ রোধে আমাদের কিছু উদ্যোগ খুব শীঘ্রই নিতে হবে। যেমন গ্রিন ইনিসিয়েটিভ কার্ড চালু, ড্রোনের মাধ্যমে দূষণ পর্যবেক্ষণ চালু ও সর্বাধিক দূষিত অঞ্চলে দূষণ পরিমাপক যন্ত্র বসানো। আমাদের নিঃশ্বাসের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।'

মালদা কলেজের ভূগোল বিভাগের পড়ুয়া আতাউল ইসলামের কথায়, 'প্রকৃতি থেকে প্রতি মুহূর্তে যা গ্রহণ করি, তার প্রতিদান দেওয়ার জন্য নিজেদের তৈরি হতে হবে। সেমিনারে স্যারদের কথা শুনে অনেক কিছু জানতে পারলাম। অনুষ্ঠান শেষে সকলে মিলে পরিবেশ দূষণ রোধের শপথ নিয়েছি।' আরেক পড়ুয়া সাত্যকি সিনহার বক্তব্য, 'পরিবেশ রক্ষায় আগামী প্রজন্মকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। দূষণ রোধে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।'

**আজ শিশু দিবস। সময় বদলেছে, বদলেছে আচার-আচরণ। শিশুদের বড় হয়ে ওঠার পরিবেশে পরিবর্তন এসেছে। একটা বড় অংশের পরিবার এখন আর একান্নবর্তী নয়। বাবা-মা, দুজনেই হয়তো কাজ করেন। 'ছোটবেলা' এখন অনেক স্মার্ট। স্কুলের আগে-পরে কোচিং ও গান, সাঁতারের ক্লাসে ছোটাছুটি আছে। অ্যাসাইনমেন্টের চাপ আছে। দু'পক্ষের ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানো, তার সঙ্গে কথা বলা, ওর মন বোঝার চেষ্টা করা, ভালোমন্দ লাগাকে গুরুত্ব দেওয়া ভীষণ জরুরি। শৈশবের স্মৃতি যেন সুখকর হয় প্রত্যেক সম্ভাবনার, সেটা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য হোক।**

# শৈশব রঙিন হোক আপনার সংস্পর্শে

**মাধবী দাস**

শিক্ষিকা, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল, কোচবিহার

সময় ও নগরায়ণের হাত ধরে আমূল বদল এসেছে জীবনযাত্রায়। বদলেছে আমাদের চিন্তা-চেতনা আর মূল্যবোধ। এমনকি পারিবারিক বন্ধনের ছবিও। এই পরিবর্তন সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে শিশু-কিশোরদের মনে। প্রতিযোগিতার ভিড়ে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে রঙিন শৈশব, অথচ শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ।

প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে অধিকাংশ 'সচেতন' মা-বাবারা ভাবছেন, সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তি করানো, বাহ্যিক সচ্ছলতা প্রদান করাই হয়তো একজন প্রকৃত অভিভাবকের দায়িত্ব। অথচ, তাঁরা একথা প্রায় ভুলতে বসেছেন যে, একটি শৈশবের মূল চাহিদা খেলনা বা দামি পোশাক হতে পারে না। বরং তা স্নেহ ও মনোযোগ।

নিজেদের না পাওয়া, অপূর্ণ ইচ্ছে সন্তানদের মধ্য দিয়ে পূরণের তীব্র বাসনা ও অযৌক্তিক প্রত্যাশা এক ভয়ংকর প্রবণতা। এই প্রত্যাশা ও বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে ছোট থেকেই শিশুর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন অনেকে। সবকিছুতেই সেরা হওয়া যেন প্রধান কর্তব্য তাদের। শিশুর কী ভালো লাগে, কী মন্দ- সেকথা ভাবাই হয় না। 'অমুক বাবুর ছেলে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে, তোমাকেও হতে হবে', 'আমার কলিগের ছেলে আবৃত্তিতে রাজ্য স্তরে পুরস্কার পেয়েছে, তোমাকে এত টাকা খরচ করে শেখাচ্ছি, কেন পারবে না?', 'তোমার পিসির ছেলে অলিম্পিয়াডে দুটো মেডেল পেল, তোমার কী হবে?' এসব কথা শুনে শিশুর মুখে রা নেই। চোখ পিটপিট করে যন্ত্রমানবের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে। তুলনার দাঁড়িপাল্লায় উঠে ক্রমশ চঞ্চলতা হারিয়ে একা হতে শুরু করে।

ক'দিন ধরেই খেয়াল করছিলাম, প্রতিবেশী একটি বছর ছয়েকের কন্যা হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। আগের মতো লাফিয়ে এসে কোলে উঠে বায়না জুড়ছে না। কথার ফুলঝুরি নেই। মেয়েটির মাকে জিজ্ঞেস করতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এবারের পরীক্ষায় পূর্ণমানের থেকে তিন নম্বর কম পেয়েছে। খুব ছোট ছোট ভুলের জন্য। তাই স্কুলের মিস বকেছেন। সেই থেকে মেয়ে আমার ভীষণ সিরিয়াস!'

ও যে কতটা কষ্ট পাচ্ছে, মানসিক পরিস্থিতি কতটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে- তা হয়তো আশপাশের কেউই বুঝতে পারছে না। এভাবেই ধীরে ধীরে শিশুমন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। আত্মবিশ্বাস হারায়। বাবা-মাকে তাই সচেতন হতে হবে। মানসিক ও আবেগিক বিকাশ ব্যাহত হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। আজ আমরা যদি তাদের মনের কথা না শুনি, তাদের ইচ্ছেকে গলা টিপে মারি, তবে একদিন তারা আবেগহীন ও দায়িত্ব-কর্তব্যহীন যন্ত্রমানবে পরিণত হয়ে সমাজের স্বাভাবিক জীবনধারাকে অমান্য করবে।

কথায় বলে শিশুর 'সেকেন্ড হোম' তার বিদ্যালয়। সার্বিক বিকাশে পরিবারের পাশাপাশি স্কুলের বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয় ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সেখানে থেকে শিশুরা শেখে সামাজিক ন্যায়-নীতি, দায়বদ্ধতা। হাতেখড়ি হয় সৃজনশীলতা আর খেলাধুলোয়। অথচ আজকাল দেখি, বেশিরভাগ স্কুলেই খাতায়-কলমে পড়ুয়া সংখ্যার তুলনায় উপস্থিতির হার তলানিতে ঠেকছে। অনলাইন কিংবা প্রাইভেট টিউশন নির্ভরতা কমিয়ে বিদ্যালয়মুখী করার ক্ষেত্রেও অভিভাবকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। সমবয়সি, বন্ধুদের সাহচর্যে মননশীলতা ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে।

একসময় যৌথ পরিবার ও প্রতিবেশীদের সান্নিধ্যে শিশুরা রাগ-অভিমান-দুঃখে ফুঁপিয়ে কাঁদার আশ্রয় পেত। এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে হয়তো বাবা-মা দু'জনেই কর্মজীবী। সন্তান বড় হচ্ছে বোর্ডিং, ক্রেশ কিংবা আয়ার কাছে। দিনশেষে বাবা-মা সন্তানের খবর নিচ্ছেন 'হোমওয়ার্ক করেছ?', 'সময়মতো জল খেয়েছ?', 'দুষ্টুমি করোনি তো?'। অথচ এর বাইরেও কিন্তু ছোটদের অনেক কথা বলার থাকে। আপনাদেরও শোনার থাকে।

অথচ সেই সময়টুকু কেড়ে নেয় মোবাইল। প্রযুক্তি একদিকে যেমন জ্ঞানের নতুন পথ খুলে দিয়েছে, অন্যদিকে হয়ে উঠছে মানসিক বিচ্ছিন্নতার কারণ। শিশুরাও মেতে উঠছে ভিডিও গেমসে। আকৃষ্ট হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পাশের বাড়ির ছেলের নাম না জানলেও গেমের দৌলতে হরিয়ানা কিংবা জাপানে তার 'ফ্রেন্ড' জুটে যায়।

এখানেও শুধরে দেওয়ার দায়িত্ব অভিভাবকের। ছোটরা তো ভুল করবেই। বকাঝকা নয়, বরং উষ্ণ আলিঙ্গনে চিনিয়ে দিতে হবে সঠিক রাস্তা। একজন বন্ধু হিসেবে সমাজের নেতিবাচক দিক, কোন জিনিসের কী কুপ্রভাব এবং কতটা ক্ষতি- তা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে। শত ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানকে সময় দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে রুটিনে রাখতে হবে। তাকে পড়াশোনায় সাহায্য করা, একসঙ্গে খেতে বসা, ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আপনার বৃদ্ধকালে আজকের নবজাতকরাই কিন্তু হয়ে উঠবে নিরাপদ আশ্রয়।

শিশুর রঙিন শৈশব রং ছড়াবে আগামীর সমাজে। আলোকিত হবে আমাদের দেশকাল। সেই সম্ভাবনাকে লালন করার দায়িত্ব আপনারই কাঁধে।

# বৈচিত্র্যেই ভারতের প্রাণ, যুক্তি কলেজে

**দামিনী সাহা**

'যে ভারতকে একসূত্রে বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্দার প্যাটেল, আজ সেই স্বপ্নই নতুন প্রজন্মের হাতে বাস্তব রূপ নিচ্ছে।'- এই ভাবনাকে উদাযাপন করতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'Unity March – Ek Bharat, Aatmanirbhar Bharat'।

কলেজের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (NSS) ও মেরা যুব ভারত, জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ৩ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত কলেজ প্রাঙ্গণে এই আয়োজন যেন এক উৎসবের আবহ তৈরি করে। কখনও বিতর্কের মঞ্চে অকাট্য যুক্তির ভিড়, কখনও পোস্টারে রঙের ছোঁয়া, আবার কখনও দেশপ্রেমের ছন্দে একাত্মতার সুর- প্রতিটা দিন হয়ে উঠেছিল রঙিন।

প্রথম দিন ছিল 'Vision of One India' বিষয়ক বক্তৃতা সভা। একতার দর্শন ও সংবিধান রচনায় প্যাটেলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে। বক্তব্য রাখেন, কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায়। তিনি বলেছেন, 'সর্দার প্যাটেলের জীবন আমাদের শেখায় কীভাবে একতা, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম দিয়ে এক ভারত গড়া যায়। আজকের প্রজন্ম যদি তাঁর মূল্যবোধকে আত্মস্থ করে, তবে ভারত সত্যিই আত্মনির্ভর হবে।'

পরের দু'দিন যথাক্রমে কলেজ ক্যাম্পাস ও লোহারপুলে 'পরিচ্ছন্নতা অভিযান' এবং 'রিল প্রতিযোগিতা' হয়। ছাত্রীদের কেউ মোবাইল ক্যামেরায় একতার বার্তা দিয়েছেন, কেউবা আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন তুলে ধরেন শর্ট রিলে।

পরবর্তী কার্যক্রম ছিল পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা। রংতুলির ছোঁয়ায় পড়ুয়ারা ফুটিয়ে তোলেন সর্দার প্যাটেলের জীবনদর্শন।

তাঁর ঐক্যের আহ্বান, দৃঢ়তা ও দেশপ্রেম যেন প্রতিটি ছবিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হন বৃতি দেবনাথ। ইংরেজি বিভাগের পঞ্চম সিমেস্টারের ওই ছাত্রীর কথায়, 'দেশের ঐক্য প্রমাণ করতে ইতিহাস থেকে উদাহরণ টেনে আনতে হবে কেন, এটা আমাদের রোজকার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। ছোট ছোট প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আমরা এক ভারত গড়তে পারি।'

এর পরদিন ছিল রচনা প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারীরা লিখেছেন আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন, যুবসমাজের ভূমিকা এবং ঐক্যের শক্তি নিয়ে। আরও এক আকর্ষণীয় পর্ব ছিল বিতর্ক প্রতিযোগিতা। 'Unity in Diversity is India's Greatest Strength and its Greatest Challenge' বিষয়টি নিয়ে ছাত্রীরা যুক্তির লড়াইয়ে নেমেছিলেন। কেউ বললেন, বৈচিত্র্যের মধ্যেই ভারতের প্রাণ। কারও মতে, ঐক্য রক্ষা করা আজকের দিনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী পঞ্চম সিমেস্টারের স্মিতাক্ষী দেবনাথের ব্যাখ্যায়, 'আমাদের পার্থক্যই আমাদের সৌন্দর্য। সেই পার্থক্যকে সম্মান করে একতা রক্ষা করা আমাদের প্রজন্মের দায়িত্ব।'

সবশেষে 'নেশামুক্ত ভারত'-এর শপথ নেন পড়ুয়ারা। পুরস্কার বিতরণী সভায় বিজয়ীদের হাতে স্মারক তুলে দেন অধ্যাপক ও অতিথিরা। অনুষ্ঠানের পরিচালক অধ্যাপক জয়দীপ সিং বলছিলেন, 'এই অনুষ্ঠানগুলো কেবল প্রতিযোগিতা নয়, এক শিক্ষণীয় যাত্রা। আমাদের মেয়েরা নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা- এই তিনের মেলবন্ধন শিখতে পারছে।' এক সপ্তাহজুড়ে আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয় যেন একতা, উদ্যম আর আত্মবিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কথায়, চিন্তায় ও প্রতিশ্রুতিতে মিশে গিয়েছিল সর্দার প্যাটেলের আদর্শ। আজকের যুবসমাজ সেই লৌহপুরুষের উত্তরসূরি। যারা বিশ্বাস করে, 'ঐক্যই শক্তি, আত্মনির্ভর ভারত আগামী।'

## ক্যাম্পাস কথা

## আইন নিয়ে সচেতন হল পড়ুয়ারা

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণার ফাঁদে পড়লে কিংবা সাইবার ক্রাইমের শিকার হলে কী করণীয়, সে বিষয়ে পড়ুয়াদের বোঝাতে আয়োজন করা হল আইনি সচেতনতা শিবিরের। ট্রাফিক আইন, বাল্যবিবাহের কুফল, সেটা রোখার উপায় ইত্যাদি বাতলে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য একটাই, নিজেদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে পড়ুয়াদের অবহিত করা এবং তাদের মাধ্যমে আরও পাঁচজনকে সুরক্ষিত রাখা।

রায়গঞ্জের দেবীনগর কেসিআর বিদ্যাপীঠে উত্তর দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা সহায়তা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল শিবির। স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা শিবিরে অংশ নেয়। শিবিরে অংশ নিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হল, জানাল নবম শ্রেণির পড়ুয়া রিম্পি দাস। তার কথায়, 'মোবাইল সবার হাতেই রয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক অপরিচিত ছেলে এবং মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তারা যে সবাই বিশ্বাসের যোগ্য নয়, সেটাই বোঝালেন স্যার, ম্যামরা।'

পাশাপাশি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির ১৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে লিগ্যাল লিটারেসি ক্লাব গঠন করা হয়। লিগ্যাল লিটারেসি ক্লাবের সদস্যরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাসের পড়ুয়াদের ট্রাফিক আইন, সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত নিয়মকানুন, নারী এবং শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বোঝাবে। শিবিরে এসেছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা সহায়তা কমিটির সেক্রেটারি কাদম্বরী অধিকারী, ধারক আইনজীবী ইনতেখাব আলি সরকার, শিক্ষিকা মহাশ্বেতা ঠাকুর, শিক্ষক অরিন্দম কুণ্ডু প্রমুখ।

একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া জয়া বিশ্বাস আবার বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে আগেই জানত। কিন্তু এর ফলে যে আইনি প্যাঁচে পড়তে হয়, সেটা জানা ছিল না। বলল, 'এরপর লিগ্যাল লিটারেসি ক্লাবের সদস্য হয়ে অন্যদের বোঝাব।'

দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া গৌরব দাসের কথায়, 'আইনি সহায়তাকেন্দ্রগুলো খেলার ছলে বা আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে এই বিষয়গুলো তুলে ধরলে পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়বে।'

উদাহরণ দিতে আইনি পরিষেবা সহায়তা কমিটির সেক্রেটারি পড়ুয়াদের বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। এরপর মেসেজ চালাচালি থেকে সম্পর্ক তৈরি হয়। কাউকে না জানিয়ে একজন অপরিচিতের সঙ্গে চলে যাওয়া বোকামি। হয়তো সে বহুদূরে কোথাও নিয়ে গেল, তারপর আর পরিবারের তরফে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। শেষে দেখা যায়, মেয়েটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।' এমন ঘটনা এড়াতে নিয়মিত সচেতনতা প্রচার প্রয়োজন বলে মত তাঁর।

## আলোচনায় অধিকার

দোকানে গিয়ে সামগ্রী কেনার আগে প্যাকেটে লেখা এমআরপি (সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য) দেখে নেন তো? এক্সপায়ারি ডেট বা মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পেরোল কি না, নির্দিষ্ট যে সমস্ত জিনিসে আইএসআইয়ের হলমার্ক থাকার কথা- তা আছে কি না, দোকানদার পাকা বিল দিচ্ছেন কি না ইত্যাদি খতিয়ে দেখেন? এই সমস্ত অভ্যেস তৈরি না হলে, এখন থেকেই গড়ে তুলুন। নয়তো ঠকতে হবে।

রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও কনজিউমার ক্লাবের পরিচালনায় আইকিউএসি'র (ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল) সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছিল সচেতনতামূলক সেমিনার। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া স্নিগ্ধা মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ডঃ চন্দন রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রণতি মজুমদার, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ক্লাবের আহ্বায়ক। ছিলেন আইকিউএসি'র সদস্য, বিভাগীয় অধ্যাপক ও পড়ুয়ারা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেন। ভোক্তা অধিকার কী, এর গুরুত্ব কতটা এবং কেন প্রত্যেক নাগরিকের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন, তা নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যক্ষ।

এরপর শুরু হয় প্রযুক্তিগত প্রথম অধিবেশন। সেখানে অতিথি বক্তা ছিলেন ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের সহ অধিকর্তা প্রবীর অধিকারী। তিনি শিক্ষার্থীদের ভোক্তা অধিকার কার্যকরের উপায় ও প্রয়োগিক দিক সম্পর্কে জানান। একাধিক উদাহরণের মাধ্যমে তিনি বিষয়টি আকর্ষণীয় করে তোলেন। প্রযুক্তিগত দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ভোক্তা কল্যাণ আধিকারিক সুপ্রতিম সোম। তিনি ন্যায়, সমতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রতিটি ভোক্তার জন্য টেকসই জীবনযাপনের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সেমিনারে উপস্থিত পড়ুয়াদের মধ্যে সৌম্য দাস, নিলয় সাহা ও দীপা পালের মতে, 'ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে, যখন বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ক্রেতাদের নিয়ে গিয়ে ক্যাম্প করা হবে। দোকানে দোকানে নিয়মিত অভিযান হবে। কারণ, অধিকাংশ মানুষই জিনিসপত্রের এমআরপি, মেয়াদ ও পরিমাণের বিষয়ে সচেতন নন।।'

## সৌরমণ্ডল সৃষ্টির গল্প

২০০০ সালের ৯ নভেম্বর উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের প্রান্তিক গ্রাম রানিপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় জনপদের প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নেন তৎকালীন মন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়। কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ১৪টি বিষয়ে পঠনপাঠন হয় এখানে। পড়ুয়াসংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে সারাবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা হয়েছে। নভেম্বরের ৯ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত চারদিন ধরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা, খাদ্যমেলা, বিজ্ঞানমেলা, প্রতিযোগিতামূলক বিভাগীয় প্রদর্শনী ও বিভাগীয় সৃজনশীল অনুষ্ঠান হল। প্রদর্শিত হয়েছে কলেজের উত্তরণ নিয়ে 'উড়ান' নামক শ্রুতি নাটক, নাচ ও গান ইত্যাদি।

অন্যতম আকর্ষণ ছিল, আলোচনাচক্র। শিরোনাম 'আ ভয়েজ টু দি কসমস'। বাংলায়, মহাজাগতিক ভ্রমণ। এসেছিলেন খ্যাতনামা মহাকাশ বিজ্ঞানী গবেষক ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারী। তৃতীয় ডঃ মেঘনাদ সাহা স্মারক বক্তৃতা দেন তিনি। চিত্তগ্রাহী উপস্থাপনা, ভিডিও এবং ছবির মাধ্যমে তিনি শোনান সৌরমণ্ডল সহ এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকালের কাহিনী। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব এবং মানবসভ্যতার বিকাশ যে কিছু মহাজাগতিক ঘটনার অসম্ভব নিখুঁত সমন্বয়ের মাধ্যমেই হয়েছে, তা তিনি ব্যাখ্যা করেন পড়ুয়াদের সামনে। উদ্বেগ প্রকাশ করেন দূষণের মাত্রা নিয়ে। তাঁর সাবধানবাণী, 'মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখতে অসম্ভব সুন্দর। কিন্তু নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডাকছি আমরা। এখনও সময় আছে সচেতন হওয়ার। সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে, ব্যবসায়িক কারণে প্রকৃতির ওপর অত্যাচার চালানো বন্ধ হোক।'

পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন পড়ুয়া ওমর ফারুকের কথায়, 'দুয়ারী স্যারের আলোচনা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম। মহাজগতের বহু বিষয়, যা এতদিন আমাদের জানা ছিল না, তা খুব সহজেই তিনি বোঝালেন।' আলোচনা শুনতে আসা দুই পড়ুয়া অষ্ট সরকার এবং পারমিতা দাসের অভিজ্ঞতা, 'প্রকৃতি খারাপ থাকলে আমরা ভালো থাকব না, এই কথা তিনি বারবার বলেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তুলতে পারলেই দেশ এগিয়ে যাবে।'

কলেজের উপাধ্যক্ষ ডঃ মুকুন্দ মিশ্র বলছিলেন, 'কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে গত ২৫ বছর অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। আজও ঝুলিতে অনেক পাওয়া, না-পাওয়ার গল্প আছে। স্মার্ট ক্লাসরুম, আইসিটি নির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতি, আধুনিক ল্যাবরেটরি, সেমিনার হল, মুক্তমঞ্চ, খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম, সিসিটিভি নজরদারি, অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন- এসবের সুবিধা পান পড়ুয়ারা। কর্মমুখী স্কিল শেখানোর উদ্যোগ নিচ্ছি। রয়েছে ক্যান্টিন, পরিস্রুত পানীয় জল, গার্লস কমন রুম, ন্যাপকিন ভেন্ডিং ও ইনসিনারেটর মেশিন। সোলার পাওয়ার আর রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেমের মতো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার হয় কলেজে।'

তবে কাজ বাকি এখনও অনেক। বিজ্ঞান বিভাগের জন্য আলাদা ভবনের কাজ অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে আর্থিক অনুদানের অভাবে। আধুনিক কম্পিউটার, STEM ও রোবোটিক্স ল্যাবরেটরি প্রয়োজন। ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব দরকার। প্রয়োজন একটি নিজস্ব অডিটোরিয়ামের। চাই আরও ক্লাসরুম, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী।

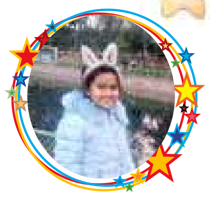

ছোট্ট তারা

আরুষি সরকার জয়গাঁ সেন্ট অ্যান্টনি স্কুলে পড়াশোনা করে। ৭ বছরের এই খুদে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচতে ভালোবাসে।

# কামাখ্যাগুড়ি সাফাইয়ে উদ্যোগ ওসির

**পিকাই দেবনাথ**

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ নভেম্বর :** কামাখ্যাগুড়িকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে তোলার লক্ষ্যে এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সুবিমল বর্মন। ‘ক্লিন কামাখ্যাগুড়ি, গ্রিন কামাখ্যাগুড়ি’ নামে এক বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সকালে ওসি নিজে ফাঁড়ির বেশ কয়েকজন কর্মী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন। কামাখ্যাগুড়ি বাজার এলাকা, বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন অঞ্চল ও প্রধান রাস্তাগুলিতে জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কারে নেতৃত্ব দেন। স্থানীয়দের উৎসাহিত করতে তিনি বলেন, ‘শহরটা আমাদের সবার, তাই একে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও সবার।’

অভিযানের অংশ হিসেবে শহরের রাস্তাঘাটে লাগানো পুরোনো ও অপ্রয়োজনীয় ফ্লেক্স, ব্যানার ও পোস্টার সরিয়ে ফেলা হয়। পাশাপাশি, যাঁরা বাণিজ্যিক কারণে দোকানের শেড বা কাঠামো রাস্তায় বাড়িয়ে রেখেছেন, তাঁদের প্রতি

> পুলিশের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরা ব্যবসায়ীরা এতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। কামাখ্যাগুড়ি শহরকে পরিষ্কার রাখতে সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।
>
> -প্রাণকৃষ্ণ সাহা সম্পাদক কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতি

সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। ওসি জানান, এই বিষয়টি নিয়ে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (পিডব্লিউডি)-এর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং আগামীদিনে এর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।

এই সমস্ত উদ্যোগে শহরের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ, সকলেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহা বলেন, ‘পুলিশের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা ব্যবসায়ীরা এতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। কামাখ্যাগুড়ি শহরকে পরিষ্কার রাখতে সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।’ স্থানীয় বাসিন্দা হরিশংকর দেবনাথ জানান, দীর্ঘদিন ধরেই শহরের রাস্তায় ফ্লেক্স ও জঞ্জাল ছিল। প্রশাসনের এই সচেতনতামূলক পদক্ষেপ শহরবাসীর মধ্যে নতুন বার্তা দেবে। পরিচ্ছন্ন শহর মানেই সুস্থ সমাজ। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা দীপক ভৌমিক মনে করেন, এমন আধিকারিক থাকলে শহর বদলাতে দেরি হবে না।

ওসি জানান, এই উদ্যোগ কেবল প্রশাসনিক নয়, বরং সামাজিক আন্দোলন হিসেবেই দেখা উচিত। তাঁর কথায়, ‘শহরকে সুন্দর রাখা পুলিশের একার কাজ নয়। প্রত্যেক নাগরিকের সচেতন অংশগ্রহণই আসল শক্তি। আমরা চাই, কামাখ্যাগুড়ি শুধু পরিষ্কার নয়, সবুজও হোক।’ এই নতুন অভিযানের ফলে শহরের ছবি ইতিমধ্যেই কিছুটা পালটেছে। রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা সরিয়ে নেওয়ায় পরিবেশ অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। শহরের বাসিন্দারা আশা করছেন, প্রশাসন ও নাগরিকের যৌথ প্রচেষ্টায় কামাখ্যাগুড়ি শীঘ্রই পরিচ্ছন্ন ও সবুজ শহরের আদর্শ উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

## নতুন পরিকল্পনা ওদের

# ছোট্ট মুখে বড় কথা

আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাই তাদের কাঁধে অনেক দায়িত্ব। বড় হওয়া নিয়ে তাদের অনেক পরিকল্পনাও রয়েছে। কেউ হতে চায় পুলিশ তো কেউ বিজ্ঞানী। তাই শিশু দিবসের আগে কয়েকজন খুদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাদের যদি একদিনের জন্য পুলিশ সুপার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী কিংবা শিক্ষামন্ত্রী এবং বিজ্ঞানী করে দেওয়া হয় তাহলে তারা কী কী পরিবর্তন আনবে, সেই নিয়েই খোঁজ নিলেন সায়ন দে।

### যদি বিজ্ঞানী হতাম

আমি ঘুরতে খুব পছন্দ করি। পরীক্ষা শেষে ছুটিতে ঘুরতে যাই। আমি বড় হয়ে বিজ্ঞানী হলে একটা টাইম ট্রাভেল মেশিন তৈরি করব, যাতে করে আমি যখন-তখন যেখানে খুশি ঘুরতে যেতে পারব।

**অভীক শা**, সপ্তম শ্রেণি

### যদি শিক্ষামন্ত্রী হতাম

আমি পড়াশোনার থেকেও খেলতে ভালোবাসি। তাই আমি শিক্ষামন্ত্রী হলে সব স্কুল দু’দিন করে ছুটি দিয়ে দেব। যাতে সবাই বেশি করে খেলতে যেতে পারে। সঙ্গে স্কুলগুলোতে ভালো ভালো টিফিনের ব্যবস্থা করে দেব।

**অর্পণ কুণ্ডু**, ষষ্ঠ শ্রেণি

### যদি পুলিশ সুপার হতাম

বড় হয়ে আমিও একদিন পুলিশ হব। পুলিশের তো অনেক বড় বড় লাঠি থাকে। যারা দুষ্টুমি করবে তাদের ধরে নিয়ে যাব। তাহলে আর তারা দুষ্টুমি করতে পারবে না।

**রীতিকা দাস**, ষষ্ঠ শ্রেণি

### যদি ক্রীড়ামন্ত্রী হতাম

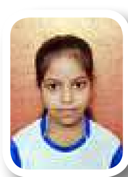

আমি পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো করি। আমি যখন কোনও ম্যাচ হেরে যাই তখন আমার খুব খারাপ লাগে। তাই আমি বড় হয়ে এমন অ্যাকাডেমি খুলতে চাই যেখানে খেলা শিখলে কেউ কোনও ম্যাচে হারবে না।

**আরোহী দত্ত**, পঞ্চম শ্রেণি

### যদি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতাম

আমি অনেকগুলো হাসপাতাল খুলব। যেখানে একবার মানুষ এলেই আর কখনও তাঁদের রোগ হবে না। ওষুধও খেতে হবে না। একেবারে রোগ ভ্যানিশ হয়ে যাবে।

**আরিয়াভ রায়**, তৃতীয় শ্রেণি

# সোনালি বিকেল আজ আর নেই...

শৈশবে বিকেলবেলাটার একটা আলাদা গুরুত্ব থাকে। বিকেল মানেই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা, আড্ডা মারা। সঙ্গে মাঠে কিংবা পার্কে নানা রকমের খেলা। তবে সেসব দিন এখন অতীত। তার কারণ অবহেলায় পড়ে থাকা উদ্যান। আজ শিশু দিবস। সেই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান হবে। তবে উদ্যানগুলো থাকবে সেই অন্ধকারেই। শহরের সেইসব উদ্যানের পরিস্থিতি তুলে ধরলেন সায়ন দে।

## বেহাল পরিস্থিতি

- ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সুকান্ত শিশু উদ্যানের দোলনা সহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে
- সেখানে কোনও শিশুকেই আসতে দেখা যায় না
- রবীন্দ্র শিশু উদ্যানে শিশুদের টু ইন ওয়ান চেয়ার ভাঙা অবস্থায় পড়ে
- প্যাডেল বোট এখন অকেজো
- বাবুপাড়ায় উদ্যানের গেটে তো তালাই ঝুলছে
- পার্কের সামনেই আবর্জনার স্তূপ
- আবার আলিপুরদুয়ার শিশু উদ্যানে ঝিল আবর্জনা ও গাছের পাতায় ঢাকা

> সুকান্ত শিশু উদ্যানের খেলার সরঞ্জামগুলি ভাঙা। তাই বন্ধুরা কেউ সেখানে খেলতে যায় না। বিকেলে পাশের মাঠেই সবাই খেলি।
>
> তন্ময় সাহা
> চিত্তরঞ্জনপল্লির বাসিন্দা

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর :** একটি বড় ঝিল আছে। তবে গোটাটাই আবর্জনা আর গাছের পাতা দিয়ে ঢাকা। দুটো দোলনা থাকলেও সেটা বাধা। কোথাও আবার স্লিপারের ওপর ডাস্টবিন উলটে পড়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আর যাই হোক শিশুদের পক্ষে খেলা সম্ভব নয়। তাই শিশুদের স্কুল থেকে ফেরা হয়, তারপর পড়াশোনা হয় তবে আগের মতো আর সারাদিনের ক্লান্তি আড়াল করতে শিশু উদ্যানে যাওয়া হয় না। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার শহরের প্রায় প্রত্যেকটি শিশু উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে। পরিকাঠামোরও অভাব রয়েছে।

এই যেমন এদিন শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সুকান্ত শিশু উদ্যানে গিয়ে দেখা গেল সেখানে কোনও শিশুই নেই। সেই পার্কের দোলনা সহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে। তবে সেই পার্কের পাশেই রয়েছে একটি মন্দির। সেই মন্দিরের মাঠে কয়েকজন শিশুকে খেলতে দেখা গেল। স্থানীয় বাসিন্দা অর্জুন সাহার কথায়, ‘পার্কটিতে আগে ভিড় হলেও এখন একদমই হয় না। পার্কটি পরিধিতে ছোট হওয়ায় সেখানে বেশি সরঞ্জাম নেই। তার ওপর অনেকদিন থেকে খেলার সরঞ্জাম ভাঙা, সেটাও ঠিক করেনি। তাই ছেলেমেয়েরা পার্কটিতে আসতেও চায় না।’

ওই উদ্যানটি ২০১৮ সালে তৎকালীন পুরসভার চেয়ারম্যান আশিসচন্দ্র দত্তের হাত ধরে উদ্বোধন করা হয়েছিল। প্রথমে সব ঠিকঠাকই ছিল। তবে ধীরে ধীরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে বেহাল দশা হয়েছে পার্কটির। সেই উদ্যানের মাঝে বেশ কয়েকটি গর্ত রয়েছে। উদ্যানটিতে সাজিয়ে রাখা গাছগুলি এখন পরিচর্যার অভাবে শুকিয়ে গিয়েছে।

তাহলে কি পরিকাঠামোগত অভাবের জন্যই উদ্যানগুলোতে শিশুদের দেখা পাওয়া যায় না, সেই প্রশ্ন উঠছে। এ ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, ‘উদ্যানের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের একটা তালিকা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো রয়েছে। সেখান থেকে অনুমতি পেলেই আমরা সংস্কার করে দেব। আশা করছি তাড়াতাড়ি সেই সমস্যার সমাধান হবে।’

শহরে ২, ৩, ১১ এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে শিশু উদ্যান। তার মধ্যে ২, ৩ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শিশু উদ্যানটি আলিপুরদুয়ার পুরসভার তৈরি। অন্যদিকে, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে কোচবিহার উদ্যান ও কানন বিভাগের তৈরি আলিপুরদুয়ার পার্ক সবচেয়ে পুরোনো।

২ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভা ভবনের ঠিক কাছেই রবীন্দ্র শিশু উদ্যান। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত খোলা থাকে ওই পার্ক। আগে বেশ জমজমাট থাকলেও পরিকাঠামোগত অভাবের জন্য ওই পার্কেও শিশুদের সংখ্যা কমেছে। সেখানে শিশুদের টু ইন ওয়ান চেয়ার ভাঙা অবস্থায় পড়ে। সেই উদ্যানেই আছে ট্রামপোলিন ও প্যাডেল বোটের ব্যবস্থা। তবে সেই প্যাডেল বোট এখন অকেজো। তা ঢেকে রাখা হয়েছে। এদিন সেখানে ঘুরতে এসেছিলেন শান্তিনগরের বাসিন্দা উজ্জ্বল নাগ। তাঁর কথায়, ‘মাঝে মাঝেই মেয়েকে নিয়ে আসি বিকেলে। তবে আগে উদ্যানের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। দিন-দিন খেলার সরঞ্জামগুলি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।’ আবার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে বাবুপাড়ায় উদ্যানের গেটে তালা ঝুলছে। ভেতরে দোলনাগুলিও তালা দিয়ে বেঁধে রাখা। সেখানে ঘাসগুলি বড়, পার্কের সামনেই আবর্জনার স্তূপ। এসবের মধ্যে আলিপুরদুয়ার শিশু উদ্যানে তেমন কোনও ত্রুটি চোখে পড়েনি। সকাল থেকেই খুলে যায় ওই উদ্যান। তবে সেখানে একটি ঝিল আবর্জনা ও গাছের পাতায় ঢাকা। এখন কবে ওই উদ্যানগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন হবে সেটাই দেখার।

# দোকানে অগ্নিকাণ্ড

**জয়গাঁ, ১৩ নভেম্বর :** গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত জয়গাঁ লিংক রোডে অবস্থিত একটি চশমার দোকান। বুধবার রাতে আগুন লেগে যায় বলে জানা গিয়েছে। জয়গাঁ পুলিশ এবং দমকল এসে ভোর ৩টার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দোকানের মালিক বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, দোকানের ভেতরে সব ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। ক্যাশ বাক্সে থাকা টাকা পুড়ে গিয়েছে। দমকলের অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্ত করছে দমকল এবং পুলিশ।

আজ ওদের দিন।। আলিপুরদুয়ার শহরে বৃহস্পতিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

# রাতদুপুরে বাড়ির ছাদে ঢিল শান্তিনগরে

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর :** রাত হতেই দরজায় টোকা পড়ছে। সেই সঙ্গে পাথর ছোড়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দারা। গত কয়েকদিন ধরে দরজায় টোকা মারার শব্দ শোনা গিয়েছিল। বুধবার রাত থেকেই পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। জানাজানি হওয়ার পর এলাকায় শোরগোল তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। খোঁজ করে অবশ্য কাউকে পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ফের পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। পাথর ছোড়ার অভিযোগ পেয়ে এদিন সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এলাকায় সিমেন্টের টুকরো পড়ে থাকতেও দেখা গিয়েছে।

পূর্ণিমা রায় নামে এক গৃহবধূর কথায়, ‘কয়েকদিন ধরেই দরজা ও জানলায় টোকা মারার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তবে বুধবার রাতে হঠাৎ পাথর ছোড়া শুরু হয়। কয়েকজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে ফের পাথর ছোড়া শুরু হয়। টিনের ছাউনিকে টার্গেট করেই পাথর ছোড়া হচ্ছে।’

প্রথমে চোরের উপদ্রব মনে করেছিলেন স্থানীয়রা। তবে এলাকা থেকে কোনও চুরির অভিযোগ কিন্তু মেলেনি। আলিপুরদুয়ার থানার এক পুলিশকর্তার কথায়, ‘বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। কে বা কারা পাথর ছুড়ছে তা দেখতে পুলিশের দল নজরদারি চালাচ্ছে।’

নীলিমা রায় নামে অপর এক গৃহবধূর কথায়, ‘দরজা ও জানলায় টোকা মারার শব্দ শোনার পর বাড়ির মহিলারা ভীত হয়ে পড়েছিল। এলাকায় কারা প্রবেশ করে তা দেখার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে নজর রাখা হয়। দুজন অচেনা তরুণকে দেখা গিয়েছে। তবে তাদের মুখ স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছে না।’

সেই ঘটনার পর ভোররাত পর্যন্ত জেগে এলাকা পাহারা দিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে এদিন বিকাল থেকেই পাথর ছোড়ার ঘটনায় হতবাক সকলে। সংলগ্ন কোনও বাড়ি বা ঝোপের আড়াল থেকে

পাথর ছোড়া নিয়ে শান্তিনগর এলাকায় স্থানীয়দের শোরগোল।

## কী ঘটেছে

- গত কয়েকদিন ধরে দরজায় টোকা মারার শব্দ শোনা গিয়েছিল
- বুধবার রাত থেকেই পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে
- বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ফের পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে
- খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ

পাথর ছোড়া হচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। কয়েকমাস আগেই নিউটাউন গার্লস স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এমন পাথর ছোড়ার ঘটনায় শোরগোল তৈরি হয়েছিল। সেখানে অবশ্য নেশার আড্ডা থেকে পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল। শান্তিনগরের যে গলিতে পাথর ছোড়ার অভিযোগ তার কিছুটা দূরে একাধিক গলি, ঝোপঝাড় ও নির্মীয়মাণ বাড়ি রয়েছে। সেখানে সিমেন্টের টুকরো পড়ে রয়েছে। সেখানেই ঝোপের আড়ালে বসে বা ছাদের ওপর থেকে দূরে পাথর ছোড়া সম্ভব। স্থানীয় বাসিন্দা নমিতা কুণ্ডুর কথায়, ‘চুরি নাকি অন্য কোনও খারাপ মতলব রয়েছে কি না, তা বুঝতে পারছি না। বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না।’

# বৃহন্নলাদের র‍্যাম্প শোয়ে বাঙালিয়ানা

**আয়ুষ্মান চক্রবর্তী**

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর :** তাঁদের সঙ্গে কখনও রাস্তায়, ট্রেনে অথবা কখনও হঠাৎ তাঁরা বাড়িতে এলে দেখা হয়। তবে সেই দেখার ভঙ্গিটা সবসময় একটু আলাদা। সাংবিধানিকভাবে হয়তো তাঁরা সব স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে বৃহন্নলারা এখনও সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে পারেনি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। তবে তাঁরা যে বাকিদের থেকে আলাদা নয়, সেটা বোঝাতে এবার আলিপুরদুয়ারের সর্বজয়া নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। বৃহন্নলাদের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে নাচ, গান তো থাকছেই। সঙ্গে সবাইকে তাক লাগাতে র‍্যাম্প শো-এরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আগামী ১৬ নভেম্বর শহরের পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে সেই অনুষ্ঠান হবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে বিয়ন্ড জেন্ডার-২০২৫। যেহেতু হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি অনুষ্ঠানের তাই এখন জোরকদমে নাচ, গানের মহড়া চলছে তাঁদের। প্রায় রোজ সন্ধেবেলায় বৃহন্নলারা নৃত্যের তালিম যেমন নিচ্ছে তেমনি র‍্যাম্প শোয়ের জন্য প্রস্তুতি চলছে। বৃহন্নলা ডায়না ঘোষের কথায়, ‘সমবেতভাবে আমরা নৃত্য পরিবেশন করব। খুবই ভালো লাগছে। সঙ্গে র‍্যাম্প শোও করব। খুব খুশি আমরা। এখন জোর তালিম চলছে।’ বৃহন্নলাদের নিয়ে এধরনের অনুষ্ঠান আগে হয়নি, বলছেন ওই সংগঠনের সদস্য মিঠু অধিকারী।

ওই সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ন্ড জেন্ডার অনুষ্ঠানে সবাই বৃহন্নলাদের সম্পূর্ণ নতুনরূপে দেখতে চলেছে। ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুভব করতে পারবেন যে তাঁরাও সমাজের একটা অংশ। তাঁদের মধ্যেও সাংস্কৃতিক বিকাশের একটা প্রতিভা আছে। যেটা হয়তো তাঁরা নিজেরা জানেন না। অনুষ্ঠানে ৫টি সমবেত ও এককভাবে নৃত্যের অনুষ্ঠান হবে। সেখানে সেমি ক্ল্যাসিকাল, ফোক সংগীতের ওপর অনুষ্ঠান হবে। অন্য অনুষ্ঠানও আছে। পাশাপাশি সেখানে মূল আকর্ষণ র‍্যাম্প শো। যেখানে বাঙালিয়ানায় সাজবেন তাঁরা।

বৃহন্নলা রূপা সরকারের কথায়, ‘আলিপুরদুযয়ারে এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রথম হচ্ছে। আমাদের মধ্যে যে প্রতিভা আছে সেটা দেখানোর সুযোগ পাচ্ছি। আমরাও যে সমাজের অংশ সেটাও প্রকাশ পাবে।’ অনুষ্ঠানের কোরিওগ্রাফারের দায়িত্বে থাকা অরিন্দম ঘোষ বলেন, ‘এই ধরনের অনুষ্ঠানে কাজ করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।’

অনুষ্ঠানের মহড়ায় ব্যস্ত বৃহন্নলারা। বৃহস্পতিবার।

# উত্তরে আমলার ‘সোনার কেল্লা’

*প্রথম পাতার পর*

ডিরেক্টর অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্সের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন ‘কাটআউট ফর্মুলা’য় বাংলাদেশ বা মায়ানমার থেকে উত্তরবঙ্গে সোনা এনে কলকাতা ও মেদিনীপুরের গোপন ঘাঁটিতে গলিয়ে তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওড়িশায়। কী এই কাটআউট পদ্ধতি? ওই আধিকারিকের ব্যাখ্যা, বাহককে হাতে সোনা দেওয়ার সময় হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য মাধ্যমে তাকে একটি ছেঁড়া নোটের সিরিয়াল নম্বর বা নির্দিষ্ট নোটের একটি অংশ কোড হিসেবে জানানো হয়। সেই কোড মিললে তবেই হাতবদল সম্পূর্ণ হয়। যে দিচ্ছে এবং যে নিচ্ছে এক্ষেত্রে কেউ কাউকে চেনে না। কোডের মাধ্যমেই তাদের জানাশোনা হয় কিছু সময়ের জন্য। ফলে ধরা পড়লে বাহকরা কার কাছ থেকে সোনা পেয়েছে তার নাম-পরিচয় বলতে পারে না। ফলে মূল মাথারা সবসময় আড়ালেই থেকে যায়। আমলার সোনা সিন্ডিকেট কাটআউট পদ্ধতিতে কাজ করায় তাদের হাতেনাতে ধরা বেশ শক্ত।

নেপাল ও ভুটানেও উত্তরে সোনার কালো কারবারিদের বিনিয়োগের বেশ কিছু তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে। কালচিনির মুস্তা’র মাধ্যমে আমলা সিন্ডিকেট ভুটানে বেনামে ডলোমাইটের কারবার শুরু করেছে। সিন্ডিকেটের এক মাথা কুচিলিডাঙার বেশি ডাম্পার কিনে ভাড়া খাটাচ্ছে। সেই ডাম্পারগুলো নেপাল সীমান্তে বেআইনি বালি পাচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন সিন্ডিকেটে যুক্ত এক নেতা সম্প্রতি একাধিকবার দিল্লিতে যাতায়াত করেছেন। মাটিগাড়ার একটি বিলাসবহুল হোটেলে একাধিকবার কয়েকজনের সঙ্গে রাতের খাবারও খেয়েছে সে।

না এখানেই শেষ নয়, গোয়েন্দাদের তথ্য বলছে, নিউজ পোর্টালের নামে চলতে থাকা স্থানীয় দুটি ফেসবুক পেজ পরিচালনার কাজে আমলার সোনা সিন্ডিকেটের টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। আমলা ও তৃণমূল নেতার হয়ে নিয়মিত নানা তথ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হত সেই পেজগুলি থেকে। আমলার তৈরি উত্তরের সোনার কেল্লা নিয়ে ইতিমধ্যে দুটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দিল্লিতে প্রাথমিক রিপোর্টও পাঠিয়েছে। কালো কারবারের রহস্য উন্মোচনের দাবি উঠেছে সব মহল থেকেই।

# এবার পালা সুমনের, হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

*প্রথম পাতার পর*

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি কর্মীরাও ওই বিষয়টি নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁরা ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, ‘সুমন কাঞ্জিলালের বিধায়ক পদে থাকা উচিত নয়। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন দলের কর্মীদের সঙ্গে। যারা তাঁকে ভোট দিয়ে জেতাল, তাদের বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। তাঁর বিধায়ক পদ অবশ্যই চলে যাওয়া উচিত।’

যদিও এই বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ সুমন। তাঁর কথায়, ‘এটা পুরোটাই বিধানসভার আইনগত বিষয়। এটা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।’

সুমন কাঞ্জিলাল ২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন। ২০২৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি তৃণমূলে নাম লেখান। এরপর জেলার রাজনীতিতে তাঁর তৃণমূলের হয়ে বিচরণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ ও দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে আবার তাঁকে বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানও করা হয়। এখনও সেই পদে রয়েছেন তিনি। শুভেন্দু সুমনের মতো পদ্ম শিবিরত্যাগী বিধায়কদের হুঁশিয়ারি দিলেও আদতে তাতে কতটা কাজ হবে, সেই নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। কেননা মুকুল রায়কে নিয়ে মামলা করে তাঁর পদ খারিজ হতেই প্রায় চার বছর সময় লাগল। আর আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে আর কয়েক মাস সময় বাকি। এত কম সময়ে আদালতে মামলা করে সেই মামলার রায় পাওয়া কতটা সম্ভব? আর একেবারে শেষবেলায় রায় যদি পাওয়া যায়, তাহলে তা থেকে আর কতটা ফায়দা তুলতে পারবে বিজেপি?

সেই কথাটাই বলছেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী। তিনি বলেন, ‘কোর্টের রায় না দেখে কিছু বলা যাবে না। একটা মামলা করে ফল পেতেই এত সময় লেগে গেল। দেখা যাক আগামীতে কী হয়।’

## উত্তরবঙ্গে জেতা আসন ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি

# স্বচ্ছ এসআইআর-এ সংশয় শুভেন্দুর

রাহুল মজুমদার

**শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর :** পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর (ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন) চালুর দাবিতে সবচেয়ে বেশি সরব ছিল বিজেপি। এবার সেই পদ্ম শিবিরের বিধায়কই দাবি করলেন, বিহারের মতো এ রাজ্যে স্বচ্ছভাবে এসআইআর সম্পন্ন হবে না। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে এসে এমন আশঙ্কার সুর শোনা গেল শুভেন্দু অধিকারীর গলায়।

এমন মন্তব্যের পেছনে কারণ কী? শুভেন্দুর দাবি, হয় তৃণমূলের ভয়ে কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে বিএলও-দের একাংশ নির্বাচন কমিশনকে সঠিক তথ্য নাও দিতে পারেন। তাই শ্মশানঘাট, কবরস্থান, এমনকি রাজ্যের সমব্যথী প্রকল্প থেকে তথ্য সংগ্রহের নিদান দিয়েছেন তিনি। বিরোধী দলনেতার এও দাবি, নির্বাচন কমিশন নাকি এই পদ্ধতিতে মৃতদের তালিকা সংগ্রহ করে আধার কার্ডের সঙ্গে লিংক দেখে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিল করছে। কমিশন নাকি আধার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত কয়েক লক্ষ মৃত ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করেছে।

শুভেন্দুর কথায়, ‘এ রাজ্যে বিহারের মতো এসআইআর হওয়া সম্ভব নয়। আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। কমিশনকে বলেছি, যাঁরা সামাজিক প্রকল্পের টাকা পান, তাঁদের তথ্য

*শিলিগুড়িতে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার।*

যেন সরকারের থেকে নেওয়া হয়। আমরা একাধিকবার নথিভুক্ত থাকা ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার নাম কমিশনকে দিয়েছি। কমিশনকে দলের তরফে বলা হয়েছে, এআই পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ফোটো স্ক্যান করতে। তবুও হয়তো রাজ্য সরকারের বিরোধিতার ফলে এসআইআর ১০০ শতাংশ সফল হবে না।’

বিজেপির বরাবরের অভিযোগ, এ রাজ্যে ভুয়ো ভোটার আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংকে ভর করেই তৃণমূল ক্ষমতায় টিকে আছে। তাই দ্রুত নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু করাতে তৎপর হয় ভারতীয় জনতা পার্টি। গত সপ্তাহ থেকেই রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া সঠিক ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হবে কি না, এদিন তা নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেন খোদ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, বিএলও-দের ভয় দেখিয়ে, আবার কোনও কোনও বিএলও রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে কমিশনে সঠিক তথ্য দেবেন না। অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গাদের বাঁচাতেই তৃণমূল সরকার এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা করছে বলে অভিযোগ তাঁর।

সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে কাকাকে বাবা পরিচয়ে, টাকার বিনিময়ে অপরিচিতকে মা বানিয়ে ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগ সামনে এসেছে। শুভেন্দুর দাবি, এরা প্রত্যেকে বাংলাদেশি রোহিঙ্গা। সকলের নাম বাদ পড়বে। কিন্তু এদের বাংলাদেশে ফেরাতে বিজেপি সরকার প্রয়োজন বলে দাবি তাঁর। শুভেন্দুর বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু হয়েছে। বিজেপির অন্দরেও কানাঘুষো চলছে। তৃণমূল বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। গৌতম দেবের বক্তব্য, ‘এসব কথার কোনও মানে হয় না। ওরাও জানে, প্রক্রিয়াটি সরাসরি দিল্লি থেকে মনিটর হচ্ছে। আমরা চাই না, একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাক। সেটা হতেও দেব না।’

# বিধায়ক, সাংসদদের নিয়ে বৈঠক

**শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর :** বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন। যাকে কেন্দ্র করে বাংলায় চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গে দলের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছয়টি জেলার পদাধিকারী এবং বিধায়ক ও সাংসদদের নিয়ে বৃহস্পতিবার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে শক্তিকেন্দ্রভিত্তিক কমিটি তৈরির নির্দেশ দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব। বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নির্বাচনের কো-ইনচার্জ বিপ্লব দেব, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির একটি হোটেলে নির্বাচনি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই কমিটি তৈরির পাশাপাশি কীভাবে কাজ করতে হবে, তা স্পষ্ট করেছেন দলের শীর্ষ নেতারা। বিজেপি সূত্রে খবর, চার থেকে পাঁচটি বুথ নিয়ে একটি করে শক্তিকেন্দ্র তৈরি করতে বলা হয়েছে। প্রতি শক্তিকেন্দ্রে একজন করে ইনচার্জ থাকবেন। শক্তিকেন্দ্রগুলির কাজের ওপর সাংসদ এবং বিধায়কদেরও বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এদিনের বৈঠক ও নির্দেশ নিয়ে সেভাবে কোনও নেতাই মুখ খোলেননি। এ রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনের কো-ইনচার্জ বিপ্লবের বক্তব্য, ‘আমরা তৃণমূল স্তরের কর্মীদের ওপরেও ভরসা রাখি। তাই তাঁদেরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’ শুভেন্দু বলেন, ‘সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেটা সংবাদমাধ্যমে বলার নয়।’

উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। তাই বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের সব জেতা আসন যাতে ধরে রাখা যায়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। কোনওভাবেই উত্তরে দলের ক্ষমতা খর্ব করতে চাইছে না বিজেপি। এসআইআরে যাতে বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের নাম বাদ যায়, সেদিকেও দলীয় পদাধিকারীদের নজর দিতে বলা হয়েছে। তাই আগামী ২০ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বত্রই শুধু এসআইআরের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে বড় কিছু না ঘটলে কোনও কর্মসূচি হবে না। প্রত্যেককেই এসআইআরের শিবির করতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৪ ডিসেম্বরের পর থেকে নির্বাচনের কাজে ঝাঁপাতে হবে। ওই সময় কীভাবে কাজ করা যাবে, কোথায় কোথায় জনসভা, পথসভা করা যাবে, সেই সংক্রান্ত তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। ছোট ছোট কমিটি করে প্রচারে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সিটিং বিধায়ক এবং সাংসদের নিজের জেলার পদাধিকারীদের সঙ্গে এই সময়কালে যোগাযোগ রেখে দলীয় প্রচারে নামতে বলা হয়েছে।

দার্জিলিং মোড়ে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের পাশের একটি হোটেলে বৈঠক চলে তিন ঘণ্টা ধরে। তার আগে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে পাঁচ নম্বর মণ্ডলের কর্মীদের নিয়ে একটি ক্লাবে বৈঠক করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এই বৈঠকে কর্মীদের এসআইআর চলাকালীন বিএলও-দের সঙ্গে যেতে বলা হয়েছে। এলাকায় কারও নাম বাদ পড়ল কি না, কেউ অবৈধভাবে নাম তুলছেন কি না, সে বিষয়ে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

# প্রশান্তর উপর সর্বক্ষণের

*প্রথম পাতার পর*

প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার সাঙ্গোপাঙ্গরাও নিজেদের আড়াল করে ফেলেছেন। এদিন পুণ্ডিবাড়ির পরেশ কর চৌপথি এলাকায় থাকা সজলের বাড়ি ছিল কার্যত ফাঁকা। বাইরে থেকে ডাকাডাকি করলেও সাড়াশব্দ মেলেনি। বুধবার সন্ধ্যায় সজলের গ্রেপ্তারির খবর ছড়ানোর পর থেকেই থমথমে পরিবেশ পরেশ কর চৌপথি এলাকায়। মাথায় প্রশান্তর হাত থাকায় দলের জেলা নেতৃত্বকে পাত্তা দিতেন না সজল। জেলা সভাপতির তৈরি করে দেওয়া কমিটিকে অস্বীকার করে সমান্তরাল কমিটি তৈরি করে চৌপথির পার্টি অফিস থেকেই নিজের মতন করে ব্লক চালাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর বাড়ি লাগোয়া সেই পার্টি অফিস বুধবার থেকেই বন্ধ। সজলের বৌদি গায়েত্রী সরকার কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। এদিন তাঁকে দপ্তর বা বাড়ি, কোথাওই পাওয়া যায়নি। একাধিকবার ফোন করলেও ফোন তোলেননি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কথা বলতে চাইছেন না সজলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর ঘোষিত ব্লক কমিটির সম্পাদক সুব্রত চাকদার। তাঁর কথা, ‘বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্ব দেখছেন। তাঁরাই যা বলার বলবেন।’ সজল-ঘনিষ্ঠ আমবাড়ি অঞ্চল সভাপতি সুব্রত দেবও কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রের খবর, সজলের মোবাইল ফোন ঘেঁটে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ। তদন্তকারীরা বলছেন, ২৬ অক্টোবর পরেশ কর চৌপথি এলাকায় একটি সাংগঠনিক সভা করেন সজল সরকার। সেই সভা থেকেই জেলা সভাপতিকে চ্যালেঞ্জ করে ভাষণ দেন তিনি। এরপর ৩০ অক্টোবর বাণেশ্বর এলাকায় একটি দলীয় সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন সজল। মাঝে ২৭, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর তাঁকে কোনও কর্মসূচিতে বা এলাকায় দেখা যায়নি। স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ করা হয়েছিল ২৭ অক্টোবর। ২৯ অক্টোবর তাঁর দেহ পাওয়া যায়। পুলিশের তথ্য অনুসারে স্বর্ণ ব্যবসায়ী অপহরণ ও হত্যার সময় সজল কোচবিহারে ছিলেন না। মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে তদন্তকারীরা ঘটনার সময় সজলের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছেন। সজলকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ঘটনার পুনর্নির্মাণ করবে পুলিশ।

খুনের সঙ্গে প্রশান্ত কীভাবে জড়িত, সল্টলেকের ফ্ল্যাটটির আসল মালিক কে, ঘটনায় যে সোনা চুরির তত্ত্ব সামনে এসেছে সেই সোনা আসলে কার, সেই সোনার উৎস কী, কত পরিমাণ সোনা ছিল, চুরি হলেও কেন পুলিশে অভিযোগ দায়ের হল না- এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। সজলের সম্পত্তির লম্বা তালিকা তৈরি করেছেন তদন্তকারীরা। কীভাবে সজল বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হলেন তা জানতে চেয়েছেন তাঁরা। তাঁর দুই ভাই সম্পর্কেও সজলের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। সজলের এক গাড়ির চালক সম্পর্কেও তথ্য জোগাড় করতে শুরু করেছে পুলিশ। ওই চালক কয়েক বছর আগেই পুণ্ডিবাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। সেখানেই সজলের হয়ে কাজ করতেন। শাসকদলের ব্লক সভাপতির দায়িত্ব অনেক। নিয়মিত দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই কলকাতায় স্থায়ী চালক বা গাড়ি কোনওটিই রাখার তেমন দরকার হয় না। সেই চালক এমন কোন বিশেষ কাজ করতেন যার জন্য তাঁকে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় রেখেছিলেন সজল তা এখনও তদন্তকারীদের কাছে স্পষ্ট নয়। ওই চালককে বাগে পেতে জাল গোটাচ্ছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে এখনই বিস্তারিত কিছু না বলতে চাইলেও বিধাননগর পুলিশের এক কর্তার কথা, ‘সজলের মোবাইল থেকে এমন কিছু নম্বর পাওয়া গিয়েছে যেগুলি বিস্ময় তৈরি করেছে।’

রাজনীতিতে বরাবরই বিতর্ক জিইয়ে রেখেছেন সজল। এলাকায় বাহুবলী নেতা হিসাবেই তিনি পরিচিত। কোচবিহার-২ ব্লকজুড়েই দাপট দেখান সজল এবং তাঁর দুই ভাই। তিনজনকে নিয়েই এলাকায় ক্ষোভ রয়েছে। এর আগেও খাগড়াবাড়ি ট্রাক টার্মিনাসের সরকারি প্রকল্পের জমি দখল করে বিক্রির অভিযোগও উঠেছে সজলের বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগেই তাঁর ভাই সুবলের বিরুদ্ধে পিস্তলের বাঁট দিয়ে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় জেলেও গিয়েছিলেন সুবল। পরিস্থিতি সুবিধার নয় বুঝে সজল গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর সমর্থকরাও আপাতত সিঁটিয়ে আছেন।

# তুরস্ক-যোগ, তদন্তে

*প্রথম পাতার পর*

সুতো মিলেছে দেশের বাইরে। ‘উকাসা’ নামে তুরস্কভিত্তিক একটি হ্যান্ডলার থেকে অভিযুক্তদের কাছে নির্দেশ আসত বলে জানা গিয়েছে। এই কাজ হত বিশেষভাবে তৈরি একটি এনক্রিপ্টেড অ্যাপে। গোয়েন্দারা ‘উকাসা’র সঙ্গে পাকিস্তানের জইশ-ই-মহম্মদ এবং আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দ’এর যোগসূত্র আছে কি না খতিয়ে দেখছেন। তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২২ সালে উমর সহ চার চিকিৎসক তুরস্কে গিয়ে ওই হ্যান্ডলারের সঙ্গে দেখা করে। সেখানেই তৈরি হয় বিভিন্ন হামলার ছক। যার মধ্যে দিল্লি, গুরুগ্রাম ছাড়াও অযোধ্যা ছিল অন্যতম লক্ষ্য। ষড়যন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে নিরাপদ যোগাযোগের জন্য ওই অ্যাপে একটি প্রাইভেট গ্রুপ গঠন করেছিল এবং সেখানে নির্দেশনামূলক কথাবার্তা ও সময়সূচি ভাগাভাগি করা হত। এমন চ্যাট-রেকর্ড তো বটেই, আর্থিক লেনদেনের খোঁজ মিলেছে তদন্তে। ফলে দিল্লিতে বিস্ফোরণে বিদেশের হস্তক্ষেপ ও তহবিল সরবরাহের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে।

রুপোলি রঙের আই-২০ গাড়িতে বিস্ফোরণের পর উমরের মালিকানার একটি লাল ইকোস্পোর্ট গাড়ি নজরে এসেছিল তদন্তে। বৃহস্পতিবার আবার সিলভার রঙের একটি ব্রিজা এসইউভি নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও বিস্ফোরকের খোঁজে বম্ব স্কোয়াড বৃহস্পতিবার তল্লাশি চালানোর সময় গাড়িটি উদ্ধার হয়। গাড়িটির মালিক ইতিমধ্যে ধৃত চিকিৎসক শাহিনা সইদের বলে মনে করা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং ফরিদাবাদের পুলিশ মনে করছে, এই গাড়িটিও বিস্ফোরণের চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত।

আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল কমপ্লেক্সেও বৃহস্পতিবার তল্লাশি চলে। অভিযুক্ত দুই চিকিৎসক উমর উন নবি ও মুজাম্মিলের ঘর থেকে উদ্ধার হয় একটি নোটবুক ও দুটি ডায়েরি। যাতে সাংকেতিক কোড পাওয়া গিয়েছে। সেই তদন্তেই উমরের সঙ্গে যুক্ত আরও তিন চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিল, আদিল রাঠের এবং শাহিনা সইদ মিলে ২৬ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ জোগাড়ের তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা। এই টাকা বোমা তৈরির সরঞ্জাম কেনার জন্য জোগাড় করা হয়। তদন্তকারীরা জেনেছেন, গুরুগ্রাম ও নুহ থেকে কেনা হয়েছিল ২৬ কুইন্টাল এনপিকে সার, যা ব্যবহার করা হয় আইইডি তৈরি করতে। হামলা চালানোর জন্য আটজনকে দায়িত্ব দেওয়ার কথাও উঠে এসেছে। ওই আটজনকে চার দলে ভাগ করে আলাদা শহরে আইইডি বসিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এদিনও বলেছেন, ‘দোষীদের একজনকেও ছাড়া হবে না।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘দোষীদের বিচার করা হবে।’ যদিও কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরার প্রশ্ন, ‘দিল্লির বুকে কীভাবে ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক চলে এল? কোথায় ব্যর্থতা ছিল? এই ব্যর্থতার দায় কার? কে জবাবদিহি করবেন?’ প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি তুলেছে কংগ্রেস। অমিত শা এদিনও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, আইবি ডিরেক্টর তপন ডেকার সঙ্গে বৈঠকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

# উত্তরে এনআইএ

*প্রথম পাতার পর*

জঙ্গি কার্যকলাপ সমর্থন করা, অর্থ সহযোগিতা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সব ধারা যোগ করা হয়েছে। ওইদিন কার্যত নিঃশব্দে অভিযান হলেও তা প্রকাশ্যে আসে বৃহস্পতিবার। সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেই দাবি করছেন, আরিফ আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা। বছর দশেক আগে ভারতে ঢোকে সে। দিল্লিতে বছর পাঁচেক কাজ করার পর নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দিনা গ্রামে ঘাঁটি গেড়ে বসে। স্থানীয় এক তরুণীকে বিয়েও করে। পাঁচ বছর ধরে সে শ্বশুরবাড়িতেই রয়েছে। নয়ারহাটে একটি ছোট কাপড়ের দোকান চালায় সে। এনআইএ’র অভিযোগ, কাপড়ের দোকানের আড়ালে জঙ্গি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে আরিফ।

আরিফ যে বাংলাদেশ থেকে এসেছে, তা স্বীকার করে নিয়েছে তার শাশুড়ি সাহেরা বিবি। তাঁর কথায়, ‘পাঁচ বছর আগে আরিফের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তখনই আমরা জানতে পারি, সে ঢাকার বাসিন্দা। তবে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠায় বিয়ে দিই।’ যদিও আরিফের স্ত্রী এবিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। এনআইএ অভিযান প্রসঙ্গে সাহেরা জানান, চারটি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন তদন্তকারীরা। তিনজন হিন্দিতে কথা বলছিলেন। তাঁরা সাতটি ঘরে তল্লাশি চালান। আরিফের ব্যাংকের পাসবই দেখার পাশাপাশি তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি নিয়ে যান।

এনআইএ অভিযানের পর থেকেই নন্দিনা গ্রাম পুরো থমথমে। গ্রামের মোড়ে জটলা সাধারণ মানুষের। তবে এগিয়ে যেতেই কিছু জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মনসুর আলিও স্বীকার করে নিয়েছেন, ‘আরিফ বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। দীর্ঘদিন দিল্লিতে কাজ করার পর এই গ্রামে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করে। ওর ভোটের কার্ডও রয়েছে। বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে ভোটও দিয়েছে।’ তবে আরিফের বিরুদ্ধে এনআইএ যে অভিযোগ তুলেছে, তা মেনে নিতে পারছেন না মনসুর। আরিফের বাড়িতে এনআইএ যে এসেছিল, তা স্বীকার করে নিয়েছেন কোচবিহার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই। তিনি জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের পুরোনো একটি মামলায় বুধবার ভোরে দলটি আরিফের বাড়ি যায়। তবে কোন ঘটনা, সে বিষয়ে তাঁদের কিছু জানা নেই বলে দাবি করেছেন।

সূত্রের খবর, ওই ঘটনায় শুধু বাংলা নয়, গুজরাট, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও হরিয়ানাতেও অভিযান চালিয়েছে এনআইএ। ২০২৩ সালের জুন মাসে মামলাটি নথিভুক্ত করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। মূল অভিযুক্ত হিসেবে চার বাংলাদেশি নাগরিকের নাম ছিল। এরপরই তদন্তে নেমে উঠে আসে আল-কায়দা যোগের তত্ত্ব। মহম্মদ সজীব মিয়াঁ, মুন্না খালিদ আনসারি ওরফে মুন্না খান, আজারুল ইসলাম ওরফে জাহাঙ্গির ওরফে আকাশ খান এবং আবদুল লতিফ ওরফে মোমিনকুল আনসারি ওই চার বাংলাদেশি বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকেছিল। তাদের কাছে ছিল ভুয়ো পরিচয়পত্র। প্রত্যেকেই আল-কায়দা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে আল-কায়দা অপারেশনের জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল এরা।

# শংসাপত্র জালিয়াতি

**খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ১৩ নভেম্বর :** খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ইস্যু করা জন্মমৃত্যুর জাল শংসাপত্র নিয়ে তদন্তে স্বাস্থ্য দপ্তর ও গোয়েন্দাদের নজরে এখন আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর পাইকপাড়ার একটি অনলাইন সার্ভিস ক্যাফে থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সুব্রত ঘোষ ওরফে লিটনকে। তাঁকে খড়িবাড়ি থানায় এনে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

জাল শংসাপত্র তৈরির কারবারে আরও দুজনকে খুঁজছেন তদন্তকারীরা। এঁরাও ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের বাসিন্দা। একজন স্থানীয় বিডিও অফিসের বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের কর্মী। অপরজন, বিধাননগর বাজার এলাকায় একটি অনলাইন পরিষেবা দেওয়ার দোকান চালান। দুজনেই এলাকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছেন। এই কারবারে দক্ষিণবঙ্গের একজনের নাম তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন।

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের তদন্তে নেমে স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে এসেছে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও জন্মমৃত্যুর প্রচুর জাল শংসাপত্র ইস্যু হয়েছে।

# কেউ নেই তাই স্কুল

*প্রথম পাতার পর*

করে না। নিউল্যান্ডস চা বাগান পর্যন্ত বাস যায়। সেখান থেকে ৩ কিমি হেঁটে, সাইকেলে, মোটরবাইকে কিংবা টোটোভাড়া করে যাতায়াত করতে হয়। বক্সার জঙ্গলঘেঁষা পথে বছরভর বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ভয়ও রয়েছে। তবুও সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে গাঁটের কড়ি খরচ করে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের বেসরকারি হিন্দি কিংবা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াচ্ছেন। কারণ স্থানীয় নিউল্যান্ডস এফভি প্রাথমিক স্কুলে সুষ্ঠুভাবে পঠনপাঠন হয় না। শিক্ষকদের ১ জন পালা করে নাকি স্কুলে আসেন। ঘণ্টাখানেক থেকে বাড়ি ফিরে যান। শেষ কবে পুরো স্কুল হয়েছে, এলাকার কেউ বলতেই পারলেন না।

নিউল্যান্ডস এফভি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী সুনীতা মাঝি। প্রাকপ্রাথমিকের ছাত্র শান মাঝি। খোঁজ নিয়ে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখা গেল শান ও সুনীতারা খেলছে। স্কুলে যাওনি কেন? সুনীতার সোজাসাপটা উত্তর, ‘এবিসিডি লিখতে দিয়েছিল সেই কবে। ঠিক লিখলাম নাকি ভুল হল সেটাও মাস্টারমশাই দেখে দেননি। তাই স্কুলে যেতে ভালো লাগে না।’ আর শান তো খেলা নিয়েই ব্যস্ত। প্রশ্ন শুনে উত্তরও দেয়নি। সুনীতার বাবা পেশায় দিনমজুর গোড়ে মাঝি কোদাল দিয়ে মাটি কাটতে কাটতে জানালেন, আর্থিক সামর্থ্য নেই তাই মেয়েকে প্রাইভেট স্কুলে দিতে পারিনি। একই সুর শানের মা রুঞ্চি মাঝির মুখেও।

স্কুলের পাশেই সবিতা ওরাওঁয়ের বাড়ি। ছেলে সাগুন ওরাওঁ ৮ নম্বর বস্তির বেসরকারি স্কুলে ইউকেজিতে পড়ে। সবিতার সাফ কথা, ‘বাচ্চাকে তো শুধু মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য স্কুলে পাঠাব না। লেখাপড়াও শিখতে হবে।’ চম্পা মাঝির মেয়ে বিশাখা মাঝি, অরুণা মাঝির ছেলে আরিয়ান মাঝি পাশের গ্রামের এক বেসরকারি স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। দেবী লামার নাতি ওয়াংচু লামাও তাই। কাঞ্ছী মাঝির মতো অধিকাংশ অভিভাবকের পরিষ্কার বক্তব্য, ওই স্কুলে পড়িয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব নাকি?

# মোদি আর মমতা ভুল পরামর্শেই প্রশ্নের মুখে

*প্রথম পাতার পর*

অপারেশন সিঁদুরকেও এরকম হাসির খোরাক করে ফেলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এতদিনেও পহলগামের মূলচক্রী ও হত্যাকারীদের কেশ স্পর্শ করতে পারেনি কেউ। শুধু বক্তৃতাই দিয়ে গিয়েছি আমরা, শুধু হুমকি দিয়ে গিয়েছি।

আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সাতসকালে ভুল খবর দিয়ে গোটা দেশকে জানিয়ে দিলেন, মেগাস্টার ধর্মেন্দ্র আর নেই। ভালো করে না জেনেই আমার আপনার মতো দ্রুত টুইট। গোটা দেশ বিভ্রান্ত। দেশের হাসপাতাল থেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীই যদি ভুল খবর দিয়ে সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকাকে ‘মেরে ফেলেন’, তা হলে বিদেশের খবর নিয়ে তাঁর ওপর ভরসা করি কীভাবে?

যে ডাবল ইঞ্জিন দেখিয়ে মোদি-শা’রা সব বিরোধী শাসিত রাজ্যে উন্নতির লোভ দেখান, সেই তত্ত্ব মুখ থুবড়ে যমুনার জলে। লালকেল্লার শহরে তো কেন্দ্রেও বিজেপি, রাজ্যেও। লাগোয়া দুই রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানাতেও তাই। এই চতুষ্কোণ বলয়ে নিরাপত্তার এমন চূড়ান্ত ফসকা গেরো হয় কী করে?

নয়াদিল্লির পরেই এরকমই বিস্ফোরণ হল ইসলামাবাদের রাস্তায়, কোর্টের সামনে। সেখানেও কার্যত মৃত্যুমিছিল। পাকিস্তানের অভিযোগ, এর পেছনে রয়েছে ভারত-আফগানিস্তানের হাত। মূলত আফগানদের কাজ, পিছন থেকে সাহায্যকারী ভারত।

পাড়ার আড্ডায় ভোটনদা এই শুনে বললেন, পাকিস্তান এবার অপারেশন বোরখা করতে পারে।

ওই যে সন্ত্রাসবাদকে নিয়ে আমাদের দুটো দেশের নেতারা নিজেদের হাসির খোরাক করে তুলছেন, তার কোনও মানে হয়? প্রতিবেশীকে হুমকি দিয়ে একশ্রেণির ধর্মপ্রাণ ভোটারকে নিজের কাছের করে নেওয়া যায়, সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। এতে সন্ত্রাসবাদের সমূল উৎখাত সম্ভব নয়।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, ভারত বা পাকিস্তানের বর্তমান সরকার সত্যি সত্যি কি সন্ত্রাস নির্মূল করতে চায়? নাকি সন্ত্রাসের আবহ জিইয়ে রেখে নিজেরা ক্ষমতায় থেকে যেতে চায় দীর্ঘদিন? আমরা এতদিনেও জানতে পারিনি পুলওয়ামায় সত্যিই কী হয়েছিল। আমরা এতদিনেও জানতে পারিনি ওখানকার গ্রামে ঠিক কারা হত্যালীলা চালিয়েছিল।

এখন যে আমরা শুনছি, লালকেল্লার সামনের ঘটনায় জইশ-ই-মহম্মদের হাত রয়েছে, কাশ্মীরের পুলওয়ামার কোইল গ্রামের ডাক্তার উমর উন নবি মাস্টারমাইন্ড, অনেক জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা ছিল। মাসদুয়েক পরে কী শুনব, কেউ জানে না।

আমাদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এমনই ভাবতে বাধ্য করে। দুই দেশের সরকার মিডিয়াকে ব্যবহার করে ভুল খবর খাইয়ে দেওয়ার শিল্প আয়ত্তে এনে ফেলেছে।

এবার রাজ্যের কথা।

বিশেষজ্ঞ ক্রিকেটার রিচা ঘোষের সংবর্ধনায় কী করে সিএবির নিজস্ব অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী, বোধগম্য হল না। মুখ্যমন্ত্রী তো আলাদা করে সরকারি অনুষ্ঠান করতে পারতেন রিচাকে নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী যেমন করেছেন, রাষ্ট্রপতি যেমন করেছেন। অধিকাংশ রাজ্যে এটাই হচ্ছে। সরকার একটা রাজ্য সংস্থার অনুষ্ঠানে ঢুকবে, না সরকারি অনুষ্ঠানে ঢুকবে কোনও রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা? যা হল, তা সরকারেরই অপমান। মুখ্যমন্ত্রীরও।

সিএবির অনুষ্ঠানে যেসব হাস্যকর ব্যাপার হল, তার দায় আজ নিতেই হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। সেখানে হঠাৎ জলপাইগুড়ির গর্ব বলে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে তুলে দেওয়া হল রিচাকে মালা পরাতে। বেসুরো গলায় আবার গানও গাইলেন মিমি। দরকার ছিল না। তিনি সুলক্ষণা পণ্ডিতের মতো নায়িকা-গায়িকা নন।

সিএবির জানার কথা নয়, কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী বা তাঁর দপ্তরের জানার কথা। রিচাকে বরণ করতে জলপাইগুড়ি বা উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে যদি কাউকে বাছতেই হত, তিনি স্বপ্না বর্মন। এশিয়াডে সোনাজয়ী। বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিট। তিনি যদি রিচার গলায় মালা পরাতেন সেটাই হত সেরা দৃশ্য। সিএবির কোন কর্তার বুদ্ধিতে এখানে হঠাৎ মিমি চলে এলেন, প্রচার নিলেন, বোঝা গেল না। শিলিগুড়ির মেয়ে মান্তু ঘোষ বা মধুমিতা সিং বিস্ত থাকলেও একটা কথা ছিল।

রাজ্য সরকার কেন রিচাকে অর্থ দিলেন না, এই প্রশ্ন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা দেখে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী রিচার নামে শিলিগুড়িতে স্টেডিয়াম ঘোষণা করে দিলেন। অনেকে বলবেন মাস্টারস্ট্রোক। খেলার সঙ্গে জড়িত লোকেরা বলবেন, এটা আসলে বহু সফল বাঙালি খেলোয়াড়ের পক্ষেই অপমানজনক ব্যাপার। রিচার সঙ্গে ঋদ্ধিমানেরও নাম যোগ করা উচিত ছিল স্টেডিয়ামে। ঋদ্ধিই উত্তরবঙ্গ ক্রিকেটে আসল ভগীরথ।

ঋদ্ধিমান ধারাবাহিকভাবে যা খেলেছেন ভারতের হয়ে, তার মূল্য কিন্তু শিলিগুড়ি দেয়নি! সিএবি দেয়নি! রাজ্য সরকারও দেয়নি। তাহলে ঋদ্ধিমানকে যখন ভারতীয় দলে ঢোকানো হচ্ছে না, বাংলা থেকে কার্যত তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনই মমতা এবং অরূপের কড়া হস্তক্ষেপ দরকার ছিল। বিশেষ করে যখন সিএবিও এখন চলছে নবান্নের অঙ্গুলিহেলনে।

ওই যে বলছিলাম, আদর্শ পরামর্শ মমতাকে দেওয়ার লোক অত্যন্ত কম। সেটা খেলা বা সিনেমায় বারবারই ফুটে ওঠে। মমতার সঙ্গে অনেক অভিনেতা ও পরিচালকের ঝামেলা লাগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মমতার কাছের লোকেরাই দায়ী। এঁরাই ভুল তথ্য দেন। মমতা হয়তো তা শুনে রেগে গেলেন অভিনেতার ওপর। সেই অভিনেতা বা পরিচালককে আর ঘেঁষতে দেওয়া হয় না মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আসল সত্যটা জানতেই পারেন না মুখ্যমন্ত্রী। জানতে দেওয়া হয় না। তাঁর অনেক ভালো কাজও তুলে ধরা হয় না। ভুলভাল পরামর্শদাতা থাকলে যা হয়।

ক’দিন আগে যুবভারতী স্টেডিয়ামের ভেতরে হকি অ্যাস্ট্রোটার্ফ স্টেডিয়াম তৈরি হল। ৪০ বছরের টানাপোড়েনের পর অলিম্পিকে দেশের সফলতম খেলায় এই প্রথম কৃত্রিম ঘাসের মাঠ পেল কলকাতা। সামগ্রিকভাবে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যুবভারতীতে বিশ্বকাপ করার পর মমতা সরকারের সেরা কাজ এটাই। এমনিতে সব খেলার বারোটাই তো বেজে গিয়েছে তাঁর দুই ভাইয়ের দাপটে, তিন প্রধান ও সিএবি-আইএফএ-বিএইচএ’র তৃণমূলীকরণে। হকি অ্যাস্ট্রোটার্ফ অনেক ব্যর্থতা চাপা দেবে।

উচিত ছিল, যুবভারতীতে গিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর নতুন হকি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করা। এবং সেটা দেশের সেরা হকি অলিম্পিয়ানদের এনে। গোটা দেশকে জানিয়ে। অথচ এমনভাবে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন হল, জনতা বুঝতেই পারল না। একটা ছোট ব্রিজ উদ্বোধনের মতো হল। যদিও হকির এই স্টেডিয়ামই বঙ্গক্রীড়ায় সাম্প্রতিককালের সেরা বিজ্ঞাপন। দু’দুজন ক্রীড়ামন্ত্রী কেন বাড়তি উদ্যোগ নিলেন না, অবাক লাগল।

রিচার নামে শিলিগুড়ির স্টেডিয়াম কবে হবে, না শুধুই স্ট্যান্ড হবে, কেউ জানে না। শুধু জানে, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনই টাকার অভাবে সংস্কার হয় না দীর্ঘদিন। জানে, কলকাতার নতুন গর্ব হকি স্টেডিয়ামটা বহুযুগ আগেই লেসলি ক্লডিয়াসের নামে হতে পারত। এটা বাম সরকারেরও চরম ব্যর্থতা। ওই যে, মন্ত্রীদের পরামর্শদাতারা নিজেদের স্বার্থ ভেবে গেলে যা হয়!

# জমিতে ফিরছে লুপ্তপ্রায় ৬১৮টি ধান

*প্রথম পাতার পর*

যাতে খাদ্যগুণ সেভাবে নেই। যে কারণে সুগার, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তাল্পতা সহ নানান রোগ বেড়েই চলছে।’ ধান সংরক্ষণে চিন্ময়ের সঙ্গে কাজ করছেন সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘দেশি ধানের জাতগুলিকে বাঁচিয়ে না রাখলে আমাদের বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ হারিয়ে যাবে। তাই শুধুমাত্র সংরক্ষণ নয়, আমরা জৈব কৃষি নিয়ে নিয়মিত গ্রামভিত্তিক প্রচার সভার আয়োজন করছি। কৃষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বীজ মেলার মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া ধানের জাতগুলিকে কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।’

ফিয়াম সিড ডাইভারসিটি কনজারভেশন সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত কৃষক মনমোহন দাস বলেন, ‘২০১১ সাল থেকে চিন্ময়বাবুদের সঙ্গে আমরা কাজ করছি। চার বিঘা জমিতে হেতুমারি, দুই বিঘা জমিতে বাসফুল চাষ করছি। পুরোটাই জৈব উপায়ে চাষ করছি। হেতুমারি রেড রাইস লুপ্ত হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু এই ধান চাষ করে নতুন করে লাভের মুখ দেখছি।’

# ইডেন যুদ্ধে আজ থেকে ‘ঘূর্ণি’ঝড়ের পূর্বাভাস

## অক্ষরের বদলে হয়তো কুলদীপ

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক, এই দুনিয়া ঘোরে বনবন কত রং বদলায়!

ঘূর্ণির ঘেরাটোপের পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে রং বদলের আভাসও রয়েছে। গতকাল যা ছিল, আজ সেটা অতীত হয়ে নতুন কিছুর জন্ম হচ্ছে!

এমন আবহেই শুক্রবার সকালে ক্রিকেটের নন্দনকাননে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট সিরিজ। দুই টেস্টের সিরিজের ফল কী হবে, পরের কথা। কিন্তু শুভমান গিল বনাম টেম্বা বাভুমার যুদ্ধ শুরুর আগে নজরে শুধুই ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজ। সহজ কথায় বললে, যত কাণ্ড পিচকে ঘিরে।

| ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা |
|---|
| আজ শুরু প্রথম টেস্ট |
| **সময় :** সকাল ৯.৩০ মিনিট<br>**স্থান :** কলকাতা |
| **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার |

**দৃশ্য এক :** ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল নয়টা। ইডেনের সামনে হাজির হল টিম ইন্ডিয়ার টিম বাস। ঐচ্ছিক অনুশীলনের লক্ষ্যে একে একে ইডেনের অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন লোকেশ রাহুল, আকাশ দীপ, অক্ষর প্যাটেল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থরা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পুরো ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট হাজির ইডেনের বাইশ গজে। অধিনায়ক শুভমান ঝুঁকে পড়ে পিচ দেখলেন। সহ অধিনায়ক ঋষভ পিচের নির্দিষ্ট একটা জায়গা দেখিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরকে কিছু একটা বললেন। পরে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ফোকাসে শুধুই পিচ নিয়ে চর্চা। সকালের ইডেনে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পিচের ধারে কিউরেটরদের নিয়ে অন্তত চল্লিশ মিনিটের বৈঠক নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যের।

**দৃশ্য দুই :** ঐচ্ছিক অনুশীলনের পর টিম ইন্ডিয়া তখন ইডেন থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। ঘড়ির কাঁটা বলছে দুপুর প্রায় ২টা। এমন সময় সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ক্রিকেটের নন্দনকাননে প্রবেশ করেই সোজা হাজির হলেন বাইশ গজে। খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন পিচ। ঠিক সেই সময়ই তাঁর পাশে হাজির হয়ে বাধ্য ছাত্রের মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। পিচ নিয়ে সৌরভ-বাভুমার অন্তত মিনিট দশেকের আলোচনা বড্ড বেশি প্রতীকী।

**পিচের নাকি রং বদল!**

গতকাল দুপুরে অনুশীলনের সময়ও ইডেনের বাইশ গজ যেমন ছিল, সকালে তার রং ও চরিত্র বদলে গিয়েছে। অন্তত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তেমনই মনে করছে। অধিনায়ক শুভমানও সাংবাদিক সম্মেলনে এমন কথা শুনিয়ে গিয়েছেন। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মতে, আচমকা পিচের রং বদলের কারণে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশের নীল নকশাতেও বদল হতে চলেছে। সব ঠিকমতো চললে, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে অক্ষর প্যাটেল নন, রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব ইডেন টেস্টে খেলতে চলেছেন। আজ ভারতীয় দলের মূল নেটে কুলদীপকে দিয়ে দীর্ঘসময় বোলিংও করানো হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার তিন স্পিনারের স্ট্র্যাটেজিতে বদল না হলেও পিচের রং বদলের মতো স্পিনার বদলাচ্ছে।

কলকাতায় এখন শীতের আগমনী বার্তা প্রবলভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। বিকেল, সন্ধ্যার পর থেকে শিশিরও পড়ছে ভালোরকম। ইডেনের বাইশ গজ গতকাল রাতে প্রায় তিন ঘণ্টা খুলে রেখে জলের বদলে শিশির দিয়ে ভেজানো হয়েছে। যার ফলে পিচের চরিত্র ও রং বদলের বিষয়টি গম্ভীর-গিলদের নজর এড়ায়নি। যদিও খেলার শুরুর দিকে পিচ থেকে পেসাররা সাহায্য পাবেন বলেও ধরে নিয়েছে দুই দলই। দুপুরের দিকে বাভুমা, আইডেন মার্করামদের অনুশীলনের সময় তাঁদেরও নজর এড়ায়নি পিচের এমন বদল। টিম ইন্ডিয়ার মতো বাভুমারাও তিন স্পিনারের স্ট্র্যাটেজি ছকে রেখেছেন। ফলে ম্যাচের শুরুর দিকে যেমন কাগিসো রাবাদা বনাম রাহুল লড়াই দেখতে চলেছে দুনিয়া। ঠিক তেমনই জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের পেস, সুইংয়ের সামনে পড়তে হতে পারে আইডেন মার্করামদের।

**স্পিন বনাম স্পিন!**

ভারতের মাটিতে দীর্ঘসময় টেস্ট জেতেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। ইডেন টেস্টে কি বাভুমারা সফল হবেন? জবাব সময়ের গর্ভে। তবে দুই দল ও ক্রিকেট সমাজ প্রবলভাবে মনে করছে, স্পিন বনাম স্পিনের লড়াই হয়তো ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে। সন্ধ্যার ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভের গলাতেও ঘূর্ণির সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ইডেনে এমন শুকনো, প্রায় ঘাসহীন উইকেট শেষ কবে দেখা গিয়েছে, তা নিয়েও চলছে চর্চা।

ক্রিকেটের নন্দনকানন এখন ‘ঘূর্ণি’ঝড়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

*শ্যাডো উইকেট কিপিংয়ে ঋষভ পন্থ। ছবি : ডি মণ্ডল*

## ‘সামিভাইকে মিস করছি’

# কুলদীপকে নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ালেন গিল

**সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** ঘর পোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

গৌতম গম্ভীরদের হাল অনেকটাই সেই রকম। ইডেন গার্ডেন্সের পিচ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চলা টানাপোড়েনে তারই ঝলক। গত বছর নিউজিল্যান্ড সিরিজে হোয়াইটওয়াশ লজ্জায় ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড় থেকেও ছিটকে দিয়েছিল ভারতকে।

শুক্রবার ইডেনে শুরু দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে উঁকি মারছে কিউয়ি সিরিজের ব্যর্থতা। প্রস্তুতিতে তাই ফাঁকফোকরে নারাজ ভারতীয় দল। কলকাতা পা রাখা থেকে হোম অ্যাডভান্টেজ তুলতে মরিয়া গম্ভীর-শুভমান গিলদের ফোকাস মাঝের বাইশ গজে। প্রাক সিরিজ সাংবাদিক সম্মেলনে শুভমানের মুখেও সেই কথা।

প্রতিটি বিভাগে ভারতীয় কন্ডিশনে সাফল্যের রসদ রয়েছে প্রোটিয়া শিবিরে। শুভমানও অস্বীকার করছেন না। বলেও দিচ্ছেন, ‘ফাইনালের লক্ষ্যে এই দুই টেস্ট আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ওরা বর্তমান টেস্ট চ্যাম্পিয়ন। কাজ সহজ হবে না। আর ভারতে যেমন পিচ হয়ে থাকে, ইডেনের উইকেট তার ব্যতিক্রম নয়। ভালো পিচ। উপভোগ্য ম্যাচ হতে চলেছে।’

দক্ষিণ আফ্রিকা বধের পরিকল্পনা তৈরি, ব্যাটিং, বোলিং কম্বিনেশন প্রস্তুত করা-ক্রিকেটীয় ব্যস্ততার মাঝেও ইডেনকে নিয়ে স্মৃতিমেদুরতা ভুগলেন। ২০১৮ সালে আইপিএল কেরিয়ারের শুরু হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে। চার বছর কাটিয়েছেন। এবার ফেরা একেবারে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে! শুভমান বলেছেন, ‘ইডেনের সঙ্গে প্রচুর সুখস্মৃতি জড়িয়ে। আইপিএল কেরিয়ার এখানে শুরু করেছিলাম। যখনই এখানে পা রাখি পিসিএ স্টেডিয়ামের (মোহালি) অনুভূতি হয়। শেষবার গোলাপি টেস্ট হয়েছিল ইডেনে। দলে থাকলে খেলার সুযোগ হয়নি। আগামীকাল প্রথমবার এখানে টেস্ট খেলতে নামব। সঙ্গে জাতীয় অধিনায়কের দায়িত্ব। আমার জন্য বিরাট সম্মান।’

চলতি বছরে সবকিছু স্বপ্নের মতো। স্বপ্নের দৌড় বজায় রাখার তাগিদ প্রত্যাশিত। চ্যালেঞ্জ নিজের

*স্পিন অস্ত্রে শান কুলদীপ যাদবের। কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।*

কাছেও। তিন ফর্ম্যাটে খেলার সঙ্গে নেতৃত্ব সামলানো। চাপটা অস্বীকার করছেন না শুভমানও। বিশেষত, ৩-৪ দিনের মধ্যে সাদা বল থেকে লাল বল, লাল থেকে সাদা বলের ক্রিকেটের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। শুভমানের যুক্তি, অস্ট্রেলিয়ার এক রকম টাইমজোন, ভারতে আরেক রকম। কয়েক দিনের ব্যবধানে যার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া চ্যালেঞ্জ। তবে পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে যে হার্ডলগুলি পেরিয়ে যেতে হয়।

স্পিন বিভাগ নিয়ে টানাপোড়েন বজায় রাখলেন শুভমানও। তাঁর মতে, বোলিংয়ের পাশাপাশি ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেলদের ব্যাটিং রেকর্ড বেশ ভালো। যা দলের ভারসাম্য বাড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে কুলদীপ যাদব শেষপর্যন্ত রিজার্ভ বেঞ্চেই? জবাবে শুভমান বলেছেন, ‘আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। আগামীকাল টসের সময় সব জানতে পারবেন। গতকালের তুলনায় এদিনের উইকেটে কিছুটা বদল দেখলাম। আগামীকাল আরও একবার দেখার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

মিস করছেন মহম্মদ সামিকেও। টেস্ট সিরিজে বাংলার পেসারের অনুপস্থিতি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রকাশ্যেই নির্বাচকদের দিকে আঙুল তুলেছেন স্বয়ং সামি। নির্বাচনের ভারটা ফের নির্বাচকদের কাঁধে চাপালেও শুভমানের স্বীকারোক্তি, ‘ওর মতো দক্ষ বোলার খুব বেশি পাওয়া যায় না। নিশ্চিতভাবে সামিভাইকে মিস করব। তবে যারা আছে, তাদের নিয়ে ভাবতে চাই এখন। ওরাও দারুণ কাজ করছে। মহম্মদ সিরাজ-জসপ্রীত বুমরাহ টেস্টে সফল। আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণাদেরও অবহেলা করা যাবে না।’

# বাংলা দলে ফিরলেন অভিমন্যু, সামি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** ইডেন গার্ডেন্সে শুক্রবার টেস্ট খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। রবিবার কল্যাণীতে শুরু হচ্ছে মহম্মদ সামির নয়া অভিযান। কলকাতা ও কল্যাণীর দুই ম্যাচ দেখার জন্যই বৃহস্পতিবার পৌঁছে গিয়েছেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। জানা গিয়েছে, তিনি দুই দিন ইডেন টেস্ট দেখার পর কল্যাণীতে যাবেন সামির বোলিং দেখতে।

চার ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে রনজির গ্রুপ ‘সি’-তে বাংলা এখন শীর্ষস্থানে। রেলওয়েজকে ইনিংসে হারিয়ে সাত পয়েন্টের পর বাংলার

## আজ কল্যাণীতে শুরু অনুশীলন

সামনে এখন অসম। রবিবার থেকে কল্যাণীতে অসমের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে শুক্রবার সকালে অনুশীলন শুরু করছে টিম বাংলা। তার আগে আজ অসম ম্যাচের বাংলা দল ঘোষণাও হয়ে গেল। ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে খেলে অসম ম্যাচে ফিরছেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। রেলওয়েজ ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন সামি। অসম ম্যাচে তিনি খেলবেন। স্বাভাবিকভাবেই অভিমন্যু, সামিকে পেয়ে বাংলা দলের শক্তি ও ভারসাম্য বেড়েছে। সঙ্গে রয়েছে সাফল্যের আত্মবিশ্বাসও। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা আজ সন্ধ্যায় বলছিলেন, ‘অভিমন্যু, সামি ফিরছে অসম ম্যাচে। নিশ্চিতভাবে দলের শক্তি বাড়বে। তবে কে আছে, কে নেই, সেই সব নিয়ে না ভেবে আমাদের ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।’

# একা নেটে একলব্য শুভমান

## বাংলার দুই স্পিনারকে নিয়ে গম্ভীরের ক্লাসে

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** ঠিক যেন শচীন তেন্ডুলকার!

লিটল মাস্টার তো এমনই করতেন। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের আসরে নানা নেটে বিভিন্ন সময়ে ব্যাটিং সাধনা করতেন। অনেক সময় মূল নেট থেকে সরে আলাদা নেটে ব্যাটিং সাধনায় ডুব দিতেন। ভুলে যেতেন সময়ের হিসাব। ভুলে যেতেন বাকি দুনিয়াকেও।

শুভমান গিল যেন অবিকল ছায়া লিটল মাস্টারের। সকালের ইডেনে ভারতীয় টিম বাস থেকে নামার পরই তিনি পিচ নিয়ে পড়ে ছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সঙ্গে। পিচ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরই প্যাড-গ্লাভস পরে ঢুকে পড়লেন নেটে। আর সেই যে ঢুকলেন, ভুলে গেলেন বহির্জগৎকে।

প্রথমে থ্রো ডাউন নিলেন। পরে মূল নেটে স্পিনার, পেসারদের বিরুদ্ধে ঝালিয়ে নিলেন নিজের স্কিল। মিনিট চল্লিশ পরে মূল নেট থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের একটি নেটে ঢুকে পড়লেন। দোসর হিসেবে সঙ্গে নিলেন কোচ গম্ভীর ও বাংলার উদীয়মান দুই স্পিনার আদিত্য যাদব ও ক্রিস সিংকে। প্রথমজন বাঁহাতি স্পিনার। কেশব মহারাজের মোকাবিলার মহড়া। অপরজন অফস্পিনার সাইমন হার্মারকে সামলানোর জন্য। নির্দেশ ছিল, গুড লেংথ স্পটে বল ফেলে ভিতরে ও বাইরে নিয়ে যাওয়ার। স্বপ্নপূরণের ঘোরের মধ্যে সিএবি-র ক্লাব ক্রিকেট খেলা দুই স্পিনার অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন গম্ভীরের নির্দেশ। এমনকি তাঁদের বলে বার তিনেক পরাস্তও হয়েছেন ভারত অধিনায়ক শুভমান।

নেটের পাশে গুরু গম্ভীরের নজর এড়ায়নি বিষয়টা। কী সমস্যা হচ্ছিল ভারত অধিনায়ক গিলের? জানা গিয়েছে, বাঁহাতি স্পিনার ও অফস্পিনারের বিরুদ্ধে পা বাড়িয়ে খেলার সময় বার কয়েক গিলের ব্যাট ঘুরে যাচ্ছিল। শুকনো, কম বাউন্সের বাইশ গজে ম্যাচের সময় এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে বল শুভমানের ব্যাট ছুঁয়ে উইকেটকিপার অথবা স্লিপের হাতে চলে যাবে। রীতিমতো শ্যাডো করে গিলকে তাঁর সমস্যা দেখিয়ে দিলেন গুরু গম্ভীর। বাধ্য ছাত্রের মতো মাথা নীচু করে গম্ভীরের পরামর্শ শুনলেন ভারত অধিনায়ক। পরে ফের সেঁধিয়ে গেলেন নেটের অন্দরে। শুধরে নিলেন নিজের ত্রুটি। এখানেই শেষ নয়, পরে আরও অন্তত কুড়ি মিনিট একইভাবে প্রোটিয়া স্পিনারদের সামলানোর জন্য একা নেটে একলব্যর ঢংয়ে ব্যাটিং সাধনা সারলেন।

রোহিত শর্মার অবসরের পর শুভমান এখন ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক। নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে পাঁচ টেস্টে ৭৫৪ রান করে গিল প্রমাণ করেছেন, অধিনায়কত্ব ও ব্যাটিং-সমানতালে দুই দিক সামলানোর দক্ষতা রয়েছে তাঁর মধ্যে। অধিনায়ক হিসেবে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শতরানও রয়েছে তাঁর। ২৬ বছরের গিলের এখন শুধুই এগিয়ে চলার সময়। নয়া নজির গড়ার হাতছানি। যার শুরুটা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে নিয়মিত খেলার চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুভমান কীভাবে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করেন, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষায় দুনিয়া।

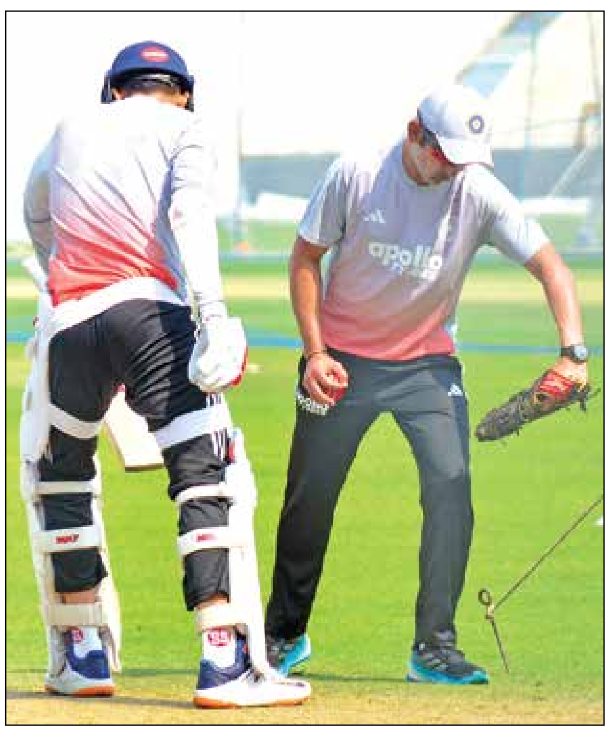

*প্রথম টেস্টে নামার আগে কোচ গৌতম গম্ভীরের থেকে স্পিন বোলিং খেলার টিপস নিলেন শুভমান গিল। ছবি : ডি মণ্ডল*

*ভারত অধিনায়ক শুভমানকে আলাদা নেটে বল করে স্বপ্নপূরণের আবেগে ভাসলেন আদিত্য যাদব ও ক্রিস সিং।*

# ইডেন বেল বাজাবেন কুম্বলে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** সাজোসাজো রব। উৎসবের মেজাজ ক্রিকেটের নন্দনকাননে। ছয় বছর পর ফিরছে টেস্ট ক্রিকেট। আর ইডেনে টেস্ট ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখতে সিএবি-তে তৎপরতা তুঙ্গে। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার বৃহস্পতিবারই পৌঁছে গিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বেশ কয়েকজন কর্তার শুক্রবার ইডেন টেস্টের প্রথম দিনই হাজির হওয়ার কথা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অনিল কুম্বলেও পৌঁছে গিয়েছেন কলকাতায়। সিএবি সূত্রের খবর, শুক্রবার খেলা শুরুর আগে ইডেন বেল বাজাবেন কুম্বলেই। খেলা বাকি দিনগুলিতেও কোনও না কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটারের ইডেন বেল বাজানোর কথা। তার মধ্যেই টিকিট বিক্রিও ভালো হয়েছে। ইডেনের ৬৭ হাজারের গ্যালারি পুরো ভর্তি হবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু সিএবি শীর্ষকর্তারা আশায়, অন্তত ৪০-৫০ হাজার দর্শক হাজির থাকবেন ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ দেখতে।

# ঠিকানা বদলাল শচীন-পুত্রের

## আইপিএলে ঘর ওয়াপসি শার্দূলের

**মুম্বই, ১৩ নভেম্বর :** রবীন্দ্র জাদেজা-সঞ্জু স্যামসনের সম্ভাব্য ‘সোয়াপ ডিল’ ইতিমধ্যেই আইপিএলের ‘দলবদলের বাজারে’ আলোড়ন ফেলেছে। মেগা লিগের ‘ট্রেডিং উইন্ডো’ ১৫ নভেম্বর বন্ধ হবে। সেদিনই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির ক্রিকেটারদের রিটেনশন তালিকা প্রকাশ করার কথা। তার আগে অবশ্য বৃহস্পতিবার অন্য একটি ‘সোয়াপ ডিল’ সবুজ সংকেত পেল। ২০১৫ সাল থেকে আইপিএল খেলছেন শার্দূল ঠাকুর। কিন্তু কোনওদিন ঘরের দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। মুম্বইয়ের ৩৪ বছরের অলরাউন্ডারের হয়তো এবার ঘর ওয়াপসি হতে চলেছে। কারণ ২ কোটি টাকায় এবারের ট্রেডিং উইন্ডো থেকে শার্দূলকে নিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। চলতি বছর মহসিন খানের বদলি হিসেবে এসে লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে আইপিএলের শুরুটা ভালো করলেও ১০ ম্যাচে মাত্র ১৩ উইকেটে আটকে যান শার্দূল। এবার লখনউ ছেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে গিয়ে শার্দূল ছন্দ ফিরে পান কিনা, সেটাই দেখার। চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার সামাজিক মাধ্যমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে ছবিও পোস্ট করেছেন শার্দূল। একইসঙ্গে গুজরাট টাইটান্স থেকে ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার শেরফানে রাদারফোর্ডকেও নিয়েছে নীতা আম্বানির ফ্র্যাঞ্চাইজি।

শার্দূলকে নিতে শচীন তেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুনকে ছেড়ে দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ। চলতি বছর মুম্বইয়ের হয়ে আইপিএলে মাত্র একটি ম্যাচে নামার সুযোগ পেয়েছিলেন অর্জুন। ফলে অর্জুনকে লউনউ সুপার জায়েন্টসে পাঠিয়ে তাঁর বদলে শার্দূলের অলরাউন্ড দক্ষতা কাজে লাগাতে মরিয়া মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

# হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি উডের, আগুন ঝরালেন স্টোকস

**পারথ, ১৩ নভেম্বর :** তিন স্পেলে মোট ১৬ ওভার। শিকার টপ অর্ডারের প্রথম ছয়ের পাঁচ ব্যাটার। বোলিং ফিগার ৫২/৬। এককথায় আগুন ঝরানো বোলিং। কাঁধের চোটে চার মাস পর মাঠে ফিরেই পুরোনো ছন্দে পাওয়া গেল ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসকে। সিনিয়ার দলের বিরুদ্ধে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিনে ইংল্যান্ড লায়ন্স (‘এ’ দল) অল আউট হল ৩৮২ রানে।

স্টোকসরা এদিন অল পেস অ্যাটাকে দল সাজিয়েছিলেন। চার জোরে বোলারের সঙ্গে স্টোকস। অফ স্পিনার শোয়েব বশিরের জায়গা হয়নি ইংল্যান্ডের মূল দলে। তিনি খেলেছেন লায়ন্সের হয়ে। যা ইঙ্গিত হয়তো প্রথম টেস্টে চার পেসারেই নামবেন স্টোকসরা। তবে চিন্তা বাড়াচ্ছে মার্ক উডের চোট। প্রস্তুতি ম্যাচে এদিন হ্যামস্ট্রিংয়ে অনুভব করায় উঠে যান। পরে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড বিবৃতি দিয়ে জানায়, ‘শুক্রবার সতর্কতার জন্য স্ক্যান করা হবে। আশা করা যায় পরের দু’দিনেও বোলিং করতে পারবে।’

তবে পারথে অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে অজিদের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলাতে চলা স্টিভেন স্মিথ সতর্ক করে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের পেস অ্যাটাককে। তাঁর মতে, আগুনে ফাস্ট বোলিংয়ের চেয়ে দুইদিকে সুইং করাতে পারা বোলাররা বেশি ঝামেলায় ফেলবেন ব্যাটারদের।

*ছয় উইকেটের উল্লাস বেন স্টোকসের। বৃহস্পতিবার।*

## ‘তিন টেস্টের সিরিজ হলে ভালো হত’

# মিশন ইডেনে লক্ষ্যপূরণে আত্মবিশ্বাসী বাভুমা

**সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** সালটা ১৯৯০। তারিখ ১৮ অক্টোবর।

ইডেন গার্ডেন্সে লক্ষাধিক মানুষের ভিড়। তবে কোনও ক্রীড়া অনুষ্ঠান নয়। নেলসন ম্যান্ডেলাকে স্বাগত জানানোর মঞ্চ। ‘উই শ্যাল ওভার কাম’ গণসংগীতের সুরমূর্ছনায় গলা মিলিয়েছিলেন প্রবাদপ্রতিম মানুষটি।

২৭ বছর জেলবন্দি দশা কাটিয়ে প্রথম সফরে পা রেখেছিলেন ভারতে। সিটি অফ জয়ের ইডেন-মঞ্চে উদার্ত গলায় মানবতা, লড়াইয়ের বীজমন্ত্রের কথা শুনিয়েছিলেন। পরের বছর নির্বাসন কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। মঞ্চ সেই ইডেন।

শুক্রবার ঐতিহ্যের যে মঞ্চে চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ খেলতে নামার আগে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে পা রেখে জানিয়ে দিলেন, ভারত সফর কঠিন হলেও জয় ছাড়া কিছু ভাবছেন না। তবে ইডেনের কন্ডিশনে সাফল্য পেতে অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে মেনে নিচ্ছেন।

বাভুমার মতে, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয় সমর্থকদের প্রত্যাশা যেমন বাড়িয়েছে, তেমনই আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে গোটা দলকে। শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে ভারত সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। নিজেদের জন্য নতুন লক্ষ্য রাখছেন। লক্ষ্যপূরণে টিমগেমে জোর। রসদ জোগাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়।

পাকিস্তানের মাটিতে শেষ সিরিজে অমীমাংসিত রেখে ফেরা। এবার মিশন ভারতের পালা। বাভুমা বলেছেন, ‘বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেও লক্ষ্যটা সেই এক থাকছে। তবে প্রত্যাশা বেড়েছে। গর্বের অদৃশ্য তাজও আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। এবার ভারতের কন্ডিশনে ভারতীয় দলের মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ। সুযোগ কাজে লাগাতে চাই।’

ইডেন টক্করে প্রথম একাদশের চেহারা কী হবে, তা অবশ্য ম্যাচের আগের দিন প্রকাশে নারাজ। বাভুমার কথায়, গতকালের তুলনায় এদিনের উইকেটের চেহারা কিছুটা বদলেছে। আগামীকাল আরও একবার পিচ দেখবেন। তারপরই চূড়ান্ত একাদশ বাছাই। রায়ান রিকেলটন উইকেটকিপিং করবে জানিয়ে দিলেও বাকি দলের তাসটা পকেট থেকে বার করলেন না। টেম্বা বলেছেন, ‘উপমহাদেশে বাড়তি স্পিনার প্রয়োজন থাকে। দল নির্বাচনের সময় যা গুরুত্ব পাবে। ব্যাটিং কম্বিনেশন পরিষ্কার। সেরা ছয়জন খেলবে। বোলিংয়ে আগামীকাল ফের উইকেট দেখে সিদ্ধান্ত নেব।’

জোড়া টেস্টের সিরিজে অবশ্য নাখুশ প্রোটিয়া দলপতি। বাভুমার মতে, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে চলতি ‘টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে’ বেশি করে টেস্টে খেলতে আগ্রহী ছিলেন তাঁরা। দুইয়ের বদলে তাই তিন ম্যাচের সিরিজ হলে ভালো হত। তবে এখন এসব নিয়ে ভাবছেন না। ফোকাস আপাতত ইডেন ম্যাচে।

পাকিস্তান সফরে উপমহাদেশীয় কন্ডিশনে দল মানিয়ে নিলেও চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন বাভুমা। ইডেন টেস্ট সেদিক থেকে প্রত্যাবর্তন সিরিজ। গত কয়েকদিনে প্রস্তুতিতে তাই বাড়তি সময় দিয়েছেন। ব্যাটিং, ফিল্ডিংয়ের পাশাপাশি ফিটনেসে বাড়তি পরিশ্রম। কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজদের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বাভুমা অনুশীলন সেরেছেন ‘এ’ সিরিজেও। শুক্রবার শুরু ইডেন ম্যাচে তার সুফল তোলার পালা।

*ইডেন গার্ডেন্সের পিচ দেখছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মনযোগী ছাত্র দক্ষিণ অফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। বৃহস্পতিবার। ছবি : ডি মণ্ডল*

# ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে আর্জি আই লিগ প্রতিনিধিদের

## আইএসএল ক্লাবগুলিকে আবার ডাকল এআইএফএফ

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের সঙ্গে দেখা করে আই লিগ শুরুর বিষয়ে নিশ্চয়তা চাইল আই লিগের বেশিরভাগ ক্লাব।

বুধবার হঠাৎই মাত্র ২ ঘণ্টার নোটিশে প্রথমে আইএসএল ক্লাব অধিনায়ক এবং পরে সিইওদের আলোচনায় ডাকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। যা বয়কট করে আই লিগ ক্লাবগুলি। কারণ তার আগেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আর্জি জানায় আই লিগের ক্লাবগুলি। তাদের সঙ্গে দেখা করার সময়ও দেন ক্রীড়ামন্ত্রী। সেই মতোই এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বেশ কয়েকটি ক্লাবের প্রতিনিধিরা। তবে চার্চিল ব্রাদার্স, ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ও আইজল এফসি-র তরফে কেউ যাননি এই সভায়। শেষ দুই ক্লাবের প্রতিনিধিরা অবশ্য বৃহস্পতিবারের সভায় উপস্থিত ছিল। সাধারণত আইএসএল শুরু হয়ে গেলেই প্রতিবার এই নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বর নাগাদ আই লিগও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এবার আইএসএল নিয়েই যখন কোনও অগ্রগতি নেই তখন আই লিগ আদৌ শুরু হবে কিনা, তার নিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই এআইএফএফের থেকে ১৫ ডিসেম্বর-৫ জানুয়ারির মধ্যে লিগ শুরু করার নিশ্চয়তা চেয়েছে আই লিগ ক্লাবগুলি। বৃহস্পতিবার মাণ্ডব্যকেও তাঁরা গিয়ে একই অনুরোধ করেন। তাঁদের বক্তব্য শোনার পর মাণ্ডব্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দেন। ক্লাব প্রতিনিধিদের তিনি আশ্বস্ত করেন যে তাঁরা এআইএফএফ কর্তাদের সঙ্গে সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কথা বলবেন। যাতে দ্রুত এবং কম সময়ের মধ্যে সমস্যার সামাধান করে ঘরোয়া ফুটবল শুরু করা যায়। মন্ত্রী ক্লাব প্রতিনিধিদের ব্রডকাস্টিং এবং অপারেশনসের ব্যাপারে পেশাদারিত্ব এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার দিকে নজর দেওয়ার বিষয়েও কথা দেন বলে খবর।

তবে শুধুই হয়তো ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বিষয়টা থেমে নাও থাকতে পারে। আইএসএস ক্লাব ও ফুটবলাররা মিলিতভাবে ফুটবল শুরু করার জন্য পিটিশন দাখিল করতে পারে সুপ্রিম কোর্টে। যা চাইছেন ফেডারেশন কর্তারাও। তাঁদের লক্ষ্য, ক্লাব ও ফুটবলারদের দিয়ে আদালতের থেকে দ্রুত সমাধানসূত্র বার করা। ১৮ জানুয়ারি আবার আইএসএল ক্লাবগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসতে চলেছেন এআইএফএফ কর্তারা। এবার আর অনলাইন নয়, নিজেরা বসে আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত ক্লাবগুলির দেওয়া নিজেরা টাকা দিয়ে লিগ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও এরমধ্যেই হয়তো বিচারপতিদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন লিগ-জট কাটাতে। সেই বিষয়েও হয়ত ক্লাবগুলির সঙ্গে সভায় আলোচনা হতে পারে।

এরই মধ্যে ২৪ নভেম্বর একটি বিশেষ সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে। এই সভায় রাজ্য সংস্থা ও ফেডারেশনে একসঙ্গে পদাধিকারী হয়ে থাকার ব্যাপারে বিতর্ক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

# নাইটদের সহকারী কোচ ওয়াটসন

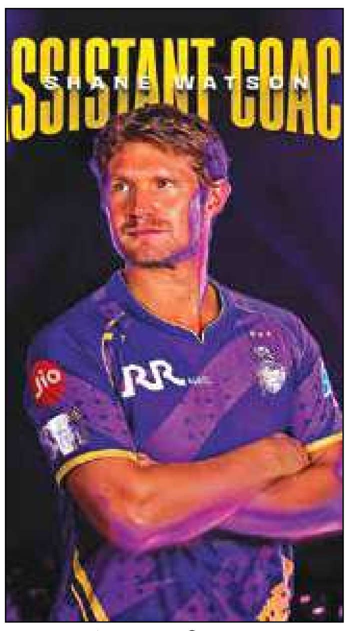

*শেন ওয়াটসনকে দায়িত্ব দেওয়ার খবর এই ছবি পোস্ট করে জানাল কেকেআর।*

**কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের জায়গায় আগেই অভিষেক নায়ার হেডকোচ হয়েছিলেন। এবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ হলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন। বৃহস্পতিবার কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর এই খবর জানিয়েছেন। বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, বোলিং কোচ হিসেবে নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার টিম সাউদির নাম ঘোষণাও সময়ের অপেক্ষা। চলতি বছরের আইপিএলে সাত নম্বরে শেষ করেছিল ২০২৪ সালের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। আগামী বছরের আইপিএলে সাফল্যের ট্র্যাকে ফিরতেই নাইটদের ডাগআউটে এহেন রদবদল। কেকেআরে যোগ দিয়ে ওয়াটসন বলেছেন, 'কলকাতা নাইট রাইডার্স পরিবারের সদস্য হতে পেরে আমি গর্বিত। কেকেআরের সমর্থকদের আবেগ আমাকে সবসময় টানে। আশা করি, দলের বাকি কোচিং স্টাফদের সঙ্গে নিয়ে কেকেআর-কে আরও একটা খেতাব এনে দিতে পারব।' এর আগে ২০২২ ও ২০২৩ সালে পাঞ্জাব কিংসে রিকি পন্টিংয়ের সহকারী ছিলেন ওয়াটসন।

*জিম সেশনে গুরপ্রীত সিং সান্ধু ও সন্দেশ ঝিংগান। বেঙ্গালুরুতে।*

# খালিদের ভাবনায় স্ট্রাইকারে রায়ান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** রায়ান উইলিয়ামসকেই ভারতীয় দলে নম্বর ৯ পজিশনে খেলাতে চলেছেন খালিদ জামিল। সুনীল ছেত্রী আর খেলবেন না ধরে নেওয়াই যায়। এবারই বাংলাদেশের বিপক্ষে ডাকা সম্ভাব্য দলে নেই তিনি। সুনীল নিজেই জানান, এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্যই তিনি অবসর ভেঙে ফিরে আসেন। কিন্তু তা না হওয়ায় আর জাতীয় দলে ফেরার আগ্রহ হারিয়েছেন তিনি। ওই জায়গায় রহিম আলিকে দিয়ে চেষ্টা করা হলেও তিনি নিজেকে সেভাবে চেনাতে ব্যর্থ।

ফলে এমন কাউকে প্রয়োজন ছিল যে প্রতিপক্ষ বক্সে সমস্যা তৈরি করতে পারবে। গত কয়েকদিনের অনুশীলনে সদ্য ভারতের নাগরিকত্ব নেওয়া রায়ানকেই সঠিক ব্যক্তি বলে মনে করছেন কোচ খালিদ জামিল। তাই ক্লাব দলে উইঙ্গার হিসাবে খেললেও জাতীয় দলে হয়তো স্ট্রাইকার পজিশনেই দেখা যাবে তাঁকে। বাংলাদেশের বিপক্ষে নিয়মরক্ষার ম্যাচ খেলতে আগামী শনিবার ঢাকা উড়ে যাবে ভারতীয় দল। এখনও পর্যন্ত একটাও ম্যাচ না জেতা খালিদ জামিলের দল হয়তো এবার প্রথম জয়ের জন্য তাকিয়ে থাকবে রায়ানের দিকেই। এদিকে, এদিন ভুটানকে প্রীতি ম্যাচে ৬-১ গোলে হারাল ভারতের সিনিয়ার দল।

# কুমামোতোর কোয়ার্টারে লক্ষ্য

**কুমামোতো, ১৩ নভেম্বর :** জাপানে চলা কুমামোতো মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন লক্ষ্য সেন। সিঙ্গাপুরের জিয়া হেং জেসন তেহকে স্ট্রেট গেমে হারালেন তিনি।

প্রতিযোগিতার সপ্তম বাছাই ভারতীয় তারকা লক্ষ্যর সামনে মাত্র ৩৯ মিনিট টিকে রইলেন জিয়া হেং। প্রথম গেমে অবশ্য একটা সময় ৮-৫ ও পরে ১০-৯ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন সিঙ্গাপুরের শাটলার। এরপরই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের দখলে নিয়ে নেন লক্ষ্য। শেষদিকে টানা সাত পয়েন্ট নিয়ে প্রথম গেম পকেটে পোরেন তিনি। দ্বিতীয় গেম অবশ্য একপেশেভাবেই জিতলেন ভারতের তারকা শাটলার। সেই অর্থে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি জিয়া হেং। ২১-১৩, ২১-১১ পয়েন্টে তাঁকে পরাস্ত করেন লক্ষ্য। পরের রাউন্ডে লক্ষ্যর প্রতিপক্ষ প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিঙ্গাপুরের লো কিয়েন ইউ।

*অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচের জন্য অনুশীলনে মেসি।*

# ব্যাট দিয়েই অপমানের সব জবাব : জেমিমা

**সিডনি, ১৩ নভেম্বর :** জেমিমা রডরিগেজের শতরানই মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জয় এনে দিয়েছিল ভারতকে। সেদিন ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলার পর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি জেমিমা। তাঁর সেই চোখের জলেই লুকিয়ে ছিল অপমান আর বঞ্চনার জবাব।

হাসি-মজায় দলকে সবসময় মাতিয়ে রাখেন জেমিমা। তবে তাঁর জীবনযুদ্ধের লড়াইটা ততটাও মসৃণ নয়। বছরখানেক আগের কথা। মুম্বইয়ের খার জিমখানা ক্লাবে সভার আড়ালে ধর্মীয় কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগ ওঠে তাঁর বাবা ইভানের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জেমিমা বলেছেন, 'কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি ছিলাম আমি। কিন্তু আমার মা-বাবাকে জোর করে ওই ঘটনায় ঢোকানো হয়। খুব খারাপ লেগেছিল তখন। আমরা নির্দোষ, সেই প্রমাণও ছিল। তাই ওই অভিযোগ আমাদের ক্ষতবিক্ষত করেছিল।'

> যাঁরা আমাদের কষ্ট দিয়েছিলেন তাঁদের পালটা কোনও জবাব দিইনি। ঈশ্বরের ওপর আস্থা ছিল। এতদিন যা অপমান সহ্য করেছি, অসম্মানিত হয়েছি এখন তার দ্বিগুণ সম্মান পাচ্ছি।
>
> **জেমিমা রডরিগেজ**

তার ঠিক আগেই টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থ হয় ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। ভালো খেলতে পারেননি জেমিমাও। তিনি জানিয়েছেন ওই সময় আরও ভেঙে পড়েছিলেন। জেমিমা বলেছেন, 'যাঁরা আমাদের কষ্ট দিয়েছিলেন তাঁদের পালটা কোনও জবাব দিইনি। ঈশ্বরের ওপর আস্থা ছিল। এতদিন যা অপমান সহ্য করেছি, অসম্মানিত হয়েছি এখন তার দ্বিগুণ সম্মান পাচ্ছি।'

*মহিলাদের বিবিএল খেলার ফাঁকে সুরের সাধনায় জেমিমা রডরিগেজ।*

এদিকে বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন ভারতের মহিলা ক্রিকেটাররা। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে এক স্কুলে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরকে। সেখানেই হরমনপ্রীত বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন সুযোগ পেলে স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে। তাদের অনুপ্রাণিত করতে। আমি সেই সুযোগ পেলাম।'

# ব্যালন নয়, মেসি চাইছেন বিশ্বকাপ

**ফ্লোরিডা, ১৩ নভেম্বর :** ব্যক্তিগত স্বীকৃতির চেয়ে দেশের সাফল্যই লিওনেল মেসির কাছে অগ্রাধিকার।

২০২২ সালে কাতারের মাটিতে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পান মেসি। আগামী বছর ফিফা বিশ্বকাপে তাঁর খেলা ঘিরে এখনও বিস্তর ধোঁয়াশা রয়েছে। এরই মধ্যে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্বে আর্জেন্টাইন মহাতারকার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়, 'আরও একবার বিশ্বকাপ জয়, নাকি ব্যালন ডি'অর?' উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করেননি এলএমটেন। জানিয়ে দেন, আরও একবার বিশ্বকাপ জিততে চান। তিনি আরও বলেছেন, 'বিশ্বকাপ নিয়ে আমি প্রচণ্ড উত্তেজিত। তবে আমি কোনওভাবেই দলের বোঝা হতে চাই না। যদি মনে করি শারীরিকভাবে আমি বিশ্বকাপ খেলার জন্য তৈরি, দলকে সাহায্য করতে পারব, তবেই খেলব।'

ওই অনুষ্ঠানে আরও বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। জানিয়েছেন, পেশাদারি ফুটবল থেকে অবসরের পর ক্লাব মালিক হতে চান তিনি।

> বিশ্বকাপ নিয়ে আমি প্রচণ্ড উত্তেজিত। তবে আমি কোনওভাবেই দলের বোঝা হতে চাই না। যদি মনে করি শারীরিকভাবে আমি বিশ্বকাপ খেলার জন্য তৈরি, দলকে সাহায্য করতে পারব, তবেই খেলব।
>
> **লিওনেল মেসি**

# রাজ্য ভলিবল সংস্থায় ডামাডোল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর :** আর্থিক তছরুপ, সংস্থার নির্বাচন সংক্রান্ত বেনিয়ম সহ একঝাঁক অভিযোগে বিদ্ধ রাজ্য ভলিবল সংস্থার সচিব রথীন রায়চৌধুরী। বুধবারই এই নিয়ে সংবাদিক বৈঠক ডেকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সংস্থার কার্যনির্বাহী সমিতির বেশ কয়েকজন সদস্য। ছিলেন কয়েকজন কোচ ও খেলোয়াড়রাও।

বৃহস্পতিবার তার পালটা সাংবাদিক বৈঠক করলেন রাজ্য ভলিবল সংস্থার সচিব। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিলেন রথীন। সংস্থার একাংশের অভিযোগ তাদের না জানিয়েই রাজ্য ভলিবলের সভাপতি পদে বসানো হয়েছে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে। তাঁদের আরও জানিয়েছেন, সচিব নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিজের পছন্দের লোকজনকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করেছেন। বাংলার ভলিবলে একনায়কত্ব চলছে বলেও সরব হয়েছেন তাঁরা।

এরই মধ্যে আবার মঙ্গলবার বিকেলে একঝাঁক বহিরাগত রাজ্য ভলিবল সংস্থার তাঁবুতে ঢুকে প্রাক্তন খেলোয়াড় ও প্রাক্তন জাতীয় কোচকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই ঘটনায় ময়দান থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল। এদিন পুলিশ ভলিবল সংস্থার তাঁবুতে এসে সচিবকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তবে ময়দানে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে ঘটনায় রাজনৈতিক যোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন সচিব পদে থাকা রথীনের বিরোধী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে বলেও জোর গুঞ্জন।

# রুতুর শতরানে জয়ী ভারত-এ

**রাজকোট, ১৩ নভেম্বর :** দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথমটিতে ৪ উইকেটে জয় পেল ভারত 'এ'। ওপেন করতে নেমে শতরানের ইনিংসে জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১১৭)। টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ রান তোলে। অর্শদীপ সিং (৫৯/২), প্রসিধ কৃষ্ণারা (৫৭/১) প্রোটিয়াদের ৫৩/৫ স্কোরে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তাদের লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছে দেন ডেলানো পটগেইটার (৯০), ডিয়ান ফরেস্টার (৭৭) ও বিয়র্ন ফরটুইন (৫৯)। হর্ষিত রানার (৪৯/২) থেকে নিয়ন্ত্রিত বোলিং পাওয়া গিয়েছে। জবাবে রুতু ও অভিষেক শর্মা (৩১) ওপেনিং জুটিতে ৬৪ রান তুলে দেন। টেস্ট দল থেকে ছেড়ে দেওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডি ২৬ বলে রেখে এসেছেন ৩৭ রান। ভারত 'এ' ৪৯.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ২৯০ রান তুলে নেয়।

গঙ্গা

AMIT SINHA

জন্ম - 01/12/1989
মৃত্যু - 03/11/2025

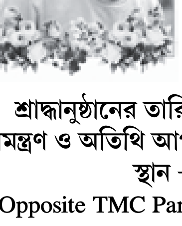

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের তারিখ- 15/11/2025
নিমন্ত্রণ ও অতিথি আপ্যায়ন- 16/11/2025
স্থান - স্বগৃহ,
Opposite TMC Party Office, Naxalbari
From - Sumit Sinha (Brother)
*Your presence and support during this difficult time mean a great deal to our family.*

# হাসারাঙ্গাদের নিরাপত্তায় পাক সেনা

## ইসলামাবাদে বোমা বিস্ফোরণের জের

**রাওয়ালপিন্ডি, ১৩ নভেম্বর :** মঙ্গলবার রাতে ইসলামাবাদের জেলা ও দায়রা আদালতের বাইরে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মুহূর্তে সাদা বলের সিরিজ খেলতে রাওয়ালপিন্ডিতে রয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। বিস্ফোরণের পর নড়েচড়ে বসল পাকিস্তান সরকার। শ্রীলঙ্কা দলের নিরাপত্তায় এবার পাকিস্তান সেনা ও প্যারা মিলিটারি ফোর্স নিয়োগ করা হল। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভাদের পাকিস্তানে থাকাকালীন নিরাপত্তায় যাতে কোনও খামতি না থাকে সেইজন্যই এই সিদ্ধান্ত। হাসারাঙ্গাদের নিরাপত্তা নিয়ে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষামন্ত্রী বান্দারা তেনাকুনকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী মহসিন নকভি বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট দলের নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন পাকিস্তানের সেনার হাতে। পাক সেনা ও প্যারা মিলিটারি ফোর্সের তরফে শ্রীলঙ্কা দলের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

# রাজ্য বক্সিং শুরু আজ

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর :** আলিপুরদুয়ার জেলা বক্সিং সংস্থার উদ্যোগে তিনদিনের এলিট রাজ্য বক্সিং শুক্রবার শুরু হবে। প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠেয় আসরে পুরুষ ও মহিলাদের ২০টি বিভাগে ১৫০ জন বক্সার অংশ নেবেন।

# সেরা কুমারগ্রাম, হাসিমারা

**ফালাকাটা, ১৩ নভেম্বর :** আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের ডুয়ার্স কাপ ফুটবলে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল কুমারগ্রাম থানা। টাউন ক্লাব মাঠে বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জয়গাঁ থানাকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা কুমারগ্রামের সৌরভ ছেত্রী। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন জয়গাঁ থানার হাসিমারা আউট পোস্ট। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে কালচিনি থানার বিরুদ্ধে জয় পায়। ফাইনালের সেরা অনু ওরাওঁ।

# রুবেলের ৫

**ক্রান্তি, ১৩ নভেম্বর :** ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগে বৃহস্পতিবার দেশি ডাইনামাইটস ৬ উইকেটে হারিয়েছে ডায়নামিক ডায়নামোসকে। প্রথমে ডায়নামোস ১১.৫ ওভারে ৯২ রানে গুটিয়ে যায়। নীলরতন রায় ২৮ রান করেন। মহম্মদ রুবেল হক ৫ উইকেট ও নুর আলম ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ডাইনামাইটস ৭.২ বলে ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। মনোজিৎ সরকার ১৮ বলে ৪০ রান করেন। ম্যাচের সেরা ডাইনামাইটসের রুবেল। শুক্রবার মাঠে নামবে রয়্যাল ক্রান্তি ক্যাপিটাল ও বারোঘরিয়া স্ট্রাইকার্স।

# প্রীতমের ৫ উইকেট, দেবার্যর ৭৩

**আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর :** আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার প্লেয়ার্স ইলেভেন ৯২ রানে বারোবিশা ডিসিএ-কে হারিয়েছে। টসে হেরে প্লেয়ার্স ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪০ রান তোলে। বসন্ত আয়ুষ ২৮ রান করে। রাহুল রায় ৪ উইকেট পেয়েছে। জবাবে ডিসিএ ১৬.৫ ওভারে ৪৮ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা প্রীতম বর্মন পেয়েছে ৫ উইকেট।

অন্য ম্যাচে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ৭ উইকেটে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। বিজয় টসে জিতে ১৫ ওভারে ৬০ রানে সব উইকেট হারায়। সায়ন দাস পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে ফালাকাটা ১১.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৬২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সায়ন ১৯ রান করে। আলোয় দেবনাথ ৩ উইকেট নিয়েছে।

*ম্যাচের সেরা প্রীতম বর্মন (বাঁয়ে) ও দেবার্য দেব। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

বিএমসি মাঠে মিলন সংঘ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১২ রানে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। মিলন টসে জিতে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দেবার্য দেব ৭৩ রান করে। প্রীতম সরকার ১১ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে রেইনবো ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৯ রানে আটকে যায়। কাসিস ওরাওঁ ২২ করে। বিক্রমলাল মাঝি ১৭ রানে নেয় ২ উইকেট।

ফালাকাটা ডিসিএ ১ রানে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। ডিসিএ টসে জিতে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২০ রান তোলে। শ্রুয়াঙ্ক শীল ২৩ রান করে। রূপেশ তিমসিনা ১৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে উদয়ন ৭ উইকেটে ১১৯ রানে থামে। নীলায়ান সূত্রধর ৪১ করে। ম্যাচের সেরা শ্রুয়াঙ্ক ২৫ রানে নেয় ২ উইকেট।

*ম্যাচের সেরা হয়ে পূজন সুব্বা। ছবি : অনীক চৌধুরী*

# ফাইনালে কাঞ্চনজঙ্ঘা

**জলপাইগুড়ি, ১৩ নভেম্বর :** জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রুনু গুহঠাকুরতা ও সুভাষ ভৌমিক ট্রফি উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে ম্যাচের সেরা কাঞ্চনজঙ্ঘার পূজন সুব্বা ও প্রাণেশ প্রধান গোল করেন। দলসিংপাড়ার গোলটি বিকি থাপার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে জলপাইগুড়ির নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগার ফুটবল ক্লাব ও মালদার গাজোল আদিবাসী ক্লাব একাদশ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন নানুর বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নানুর বীরভূম- এর একজন বাসিন্দা প্রিয়া দাস - কে 11.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89C 11582 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ডিয়ার লটারি আমার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে এবং আমাকে এক নতুন শুরু করার পথ দেখিয়েছে। এর আগে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু তা অর্জনের উপায় ছিল না। এখন ডিয়ার লটারি যেন আমার সামনে অসীম সম্ভাবনা আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দরজা খুলে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।